## চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট মিলিটারি হস্তক্ষেপ

# রাশিয়ায় সংশোধনবাদের বিকাশ ও পুঁজিবাদের বিপদ প্রসঙ্গে

১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট মিলিটারী হস্তক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট দলগুলির মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধিতা তুঙ্গে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদীরা এ ঘটনাকে ব্যবহার করে সাম্যবাদবিরোধী কুৎসাকে উস্কে দিতে কসুর করেনি। সেসময় আমাদের দেশের ও বাইরের সাধারণ কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে এ নিয়ে বিভ্রান্তি চরমে ওঠে। এই প্রবন্ধে কমরেড ঘোষ পার্টি-কমরেডদের এ সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং এ ঘটনার পিছনে কী কী কারণ কাজ করছে তাও দেখিয়েছেন।

কমরেডস্,

চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েট মিলিটারি হস্তক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকে এখানে যে কর্মীসভা ডাকা হয়েছে, তাতে অনেক প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরে শুনলাম। ফলে এমন হতে পারে যে, আলোচনা করতে গিয়ে কিছু কিছু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর বাদ চলে যেতে পারে। সেরকম ঘটলে আপনারা বলবেন।

এ সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই আমি একটা কথা বলে রাখতে চাই। তা হচ্ছে, চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েট হস্তক্ষেপের এই ঘটনাটি বিচার করবার সময়ে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সাম্যবাদী আন্দোলন সংক্রান্ত দলের যা বক্তব্য এবং বিচারধারা, বিশেষ করে সাম্যবাদী আন্দোলনে বর্তমানে যে সমস্ত সমস্যা ও জটিলতা এসেছে, আধুনিক সংশোধনবাদের যে বিপদ এসেছে, সেগুলি সম্পর্কে দলের বিশ্লেষণ যদি সম্পূর্ণভাবে আমাদের সামনে না থাকে, তাহলে আমরা কোন না কোনভাবে কিছু ভুল করে বসব। অর্থাৎ মোটামুটি বক্তব্যের ধরন আমাদের ঠিক হলেও, বিষয়টিকে বিচার করার ক্ষেত্রে বা এর কোন একটা জিনিসকে সমালোচনা করার সময়ে তার গুরুত্ব নির্ধারণের (emphasis) ব্যাপারে আমাদের কিছু ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। আমি মনে করি, ঘটনাটা একদিক থেকে খুব সহজ ও সরলভাবেই এসেছে। এর মধ্যে জটিলতা বিশেষ নেই, যদিও দুনিয়াজোড়া এ নিয়ে খুব আলোড়ন হচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলেই দেখবেন, আলোড়ন যত তা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়াতেই বেশি। আর এ বিষয়টা নিয়ে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে বেশি আলোড়ন দেখা দিয়েছে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদী বলে যাঁরা পরিচিত, বা আমরাও যাঁদের সংশোধনবাদী বলে মনে করি, তাঁদের মধ্যে। এ নিয়ে চীনের পার্টি, আলবেনিয়ার পার্টি এবং আমার ধারণা বিভিন্ন দেশে যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল বিপ্লবী তত্ত্বের ঘাঁটি আজও আগলে আছেন এবং মৌলিকভাবে মূল বিপ্লবী 'ফারভার' এবং সুরটা ধরে আছেন, খানিকটা ত্রুটি-বিচ্যুতি-সীমাবদ্ধ তা তাঁদের যাই থাকুক না কেন, তাঁদের কাছে এটা বিরাট একটা চিন্তার বিষয় বা খুব বিস্ময়কর ভয়ানক একটা আলোড়ন কিছু সৃষ্টি করেনি।

### সোভিয়েট নেতৃত্বের শোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার জন্য মূলতঃ দায়ী

আসলে বর্তমান সোভিয়েট নেতৃত্বের যে শোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মূল সমস্যা হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার সাথে যুক্ত হয়ে আছে, বা এর পিছনে মূল কারণ হিসাবে কাজ করছে, সেই বিষয়টা ভালভাবে বোঝা দরকার। আপনারা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁরা বহুবার পার্টির বক্তব্য শুনে আসছেন এবং নিজেরাও জানেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান নেতৃত্ব শোধনবাদী রাস্তায় পা দিয়েছে। এ কথাটার দ্বারা আমরা কী বলতে চেয়েছি ? আমরা বলেছি, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের যে নিয়ম, উৎপাদনকে বাড়াবার আতিশয্যে সেই নিয়মকে অস্বীকার করতে গিয়ে তাঁরা পুঁজিবাদী ঝোঁক (trend) এবং প্রবণতা (tendency) বাড়াচ্ছেন এবং পুঁজিবাদ গড়ে তোলার পিছনকার আভ্যন্তরীণ সামাজিক যে শক্তি সেখানে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন

(die out) হয়নি, কিন্তু একেবারে স্তিমিত হয়ে প্রায় অবলুপ্ত হওয়ার স্তরে এসেছিল, সেইটার পুনরুজ্জীবনের শুধু সুযোগ করে দিয়েছেন তাই নয়, তাদের চক্রে তাঁরা পা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বাইরের সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজস বা সচেতন বোঝাপড়া, অর্থাৎ 'এলাইনমেন্ট' বা 'কনসাস এগ্রিমেন্ট' কতখানি আছে কি নেই — এ আলোচনায় আমাদের পার্টি খুব উৎসাহ দেখায়নি। আমাদের পার্টি শুধু দেখিয়েছে যে, যতদিন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের নিয়মকে সঠিকভাবে অনুসরণ ও প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেখানে ত্রুটি বিচ্যুতি যাই থাকুক, ততদিন সোভিয়েট ইউনিয়নের মূল চরিত্রগত বিপ্লবী ভূমিকায় কোন বিচ্যুতি দেখা দেয়নি — তার রাজনৈতিক কাঠামো, রাষ্ট্রের চরিত্র, পার্টির চরিত্র, মূল আন্তর্জাতিক বিপ্লবী ভূমিকা একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা অবৈজ্ঞানিক, যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মকে অস্বীকার করার ফলেই দেখা দিয়েছে — তা আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্র ও পার্টির বিপ্লবী চরিত্রের ভিত্তিমূলেই কার্যত আঘাত করেছে। আজ রাজনৈতিকভাবে যে তত্ত্ব এসেছে সোভিয়েট ইউনিয়নে, অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী প্রবণতাই তার বুনিয়াদ।

**অর্থনীতিতে ব্যক্তি সম্পত্তির ঝোঁক যতদিন থাকে, ততদিন সমাজ অভ্যন্তরে পুঁজিবাদের ঝোঁককে অস্বীকার করা চলে না**

এইটে আসবার কারণ কি ? কী কারণে পুঁজিবাদের যে বীজগুলো সেখানে কার্যকারিতা হারিয়ে স্তিমিত হয়েছিল সেগুলো পুনরুজ্জীবিত হয়ে মাথাচাড়া দিল ? বর্তমানে শুধু যে সেগুলি মাথাচাড়া দিচ্ছে এবং একটা প্রবণতা হিসাবে দেখা দিয়েছে তাই নয়, অনেক সময় প্রধান প্রবণতা যদি নাও বলি, প্রভাবশালী প্রবণতা হিসাবে প্রতিফলিত হচ্ছে —যা গোটা পার্টি এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণাকেই কলুষিত করছে। রাজনৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে বর্তমান সোভিয়েট নেতৃত্ব কর্তৃক বিশ্ব পরিস্থিতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বা অর্থনীতি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, খানিকটা হয়েছেও তাই। তাঁরা মার্কসবাদকে কালিমালিপ্ত করছেন, মার্ক্সবাদের নামে যে চিন্তাভাবনা তাঁরা প্রতিফলিত করছেন তা ভুল। এই ভুলের কারণগুলো সম্পর্কে আমাদের পার্টি একটা সিদ্ধান্তে এসেছিল। আমরা বলেছি, এটার পিছনে সেখানকার বর্তমান অপরিণত রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা কাজ করছে। এই অপরিণত রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকাই এটা নিয়ে এল। অর্থনৈতিক এই শক্তি নিজের নিয়মে বিকাশলাভ করেনি। এই যে ঝোঁক, যেটাকে আমি বলছি পুঁজিবাদী ঝোঁক, সেটা অবদমিত (suppressed) ছিল এবং প্রায় নিশ্চিহ্ন (eliminated) হওয়ার মুখে ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নে। কিন্তু এটা ছিল। যেমন সেখানে যৌথ খামার প্রথা রয়েছে, যেমন পণ্য উৎপাদন ও বন্টন প্রথা (commodity circulation) রয়েছে, যেমন ব্যক্তিসম্পত্তির অস্তিত্ব — বাড়িঘর, টাকা-পয়সা, ব্যাঙ্কে টাকা জমানো এগুলি রয়েছে, মূল্যের নিয়ম (law of value) চালু আছে। এইসব জিনিসগুলির মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বীজ সেখানে নষ্ট হয়ে যায়নি। এবং এটা যতদিন থাকে, অর্থনীতিতে সমাজ অভ্যন্তরে পুঁজিবাদের ঝোঁক ততদিন থাকে।

অবশ্য সোভিয়েটের বর্তমান নেতৃত্ব এটা স্বীকার করেন না। কেননা, তাঁরা মনে করেন, যেহেতু রাষ্ট্রায়ত্ত অধিকার এখনও শিল্পের ওপর বজায় রয়েছে, কাজেই পুঁজিবাদী ঝোঁক আর কোনমতেই আসতে পারে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ এবং তার অর্থনৈতিক নীতিগুলির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, এগুলো ছেঁদো কথা। এ সম্পর্কে লেনিনের বারবার হুঁশিয়ারি যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও যতদিন ক্ষুদ্র উৎপাদন (small production) পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন না হচ্ছে, ব্যক্তিসম্পত্তি যেকোন রূপে অবস্থান করছে এবং তা সম্পূর্ণ সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরিত না হচ্ছে, পণ্য উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা (commodity production and circulation) থাকছে, ততদিন পুঁজিবাদের বীজ সমাজ অভ্যন্তরে থাকে। এবং এটা যতদিন থাকবে, পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের ঝোঁক ততদিন থাকবে। তবে গোড়ার দিকে তার শক্তি যতটা থাকে, সমাজতন্ত্রের বিজয় যত এগুতে থাকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে তত কোণঠাসা হয়ে তার আক্রমণ করবার, প্রতিরোধ করবার, প্রতিবিপ্লব ঘটাবার শক্তি হারিয়ে ফেলে, যদিও উপরিকাঠামোতে (superstructure) অর্থাৎ আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম আরও তীব্র ও সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ লেলিন যেটাকে বলেছেন, ক্ষমতাচ্যুত হবার পর বুর্জোয়াদের আক্রমণ দশগুণ বৃদ্ধি পায় — কথাটার তাৎপর্য এইদিক থেকে ধরতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লব ঘটাবার শক্তিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন

করে দেওয়া হয়েছিল বলেই দুনিয়াজোড়া লোকের বিশ্বাস, আমাদেরও বিশ্বাস। এমনকি যাঁরা আজকে সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করছেন তাঁদেরও বিশ্বাস। বিপ্লবের পক্ষে যে রাজনৈতিক শক্তি আছে, মানুষের প্রচেষ্টার যে শক্তি আছে, সাংগঠনিক ও আদর্শগত যে শক্তি আছে, সেই শক্তির দ্বারা স্ট্যালিনের সময়ে অর্থনৈতিক নিয়মাবলীকে (law) উপলব্ধির ভিত্তিতে কাজে লাগিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজকে পুনর্গঠন করে অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে পুঁজিবাদের বীজ থাকা সত্ত্বেও তার প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে সেখানে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়েছিল। এমন একটা সময় এসেছিল যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ভাবছিল যে, গোটা অর্থনীতির সামাজিক মালিকানার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে পণ্য উৎপাদন ও বন্টন প্রথাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, সে কী করে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অন্তত অর্থনৈতিক দিক থেকে শ্রেণীহীন সমাজে যেতে পারে। অর্থাৎ স্ট্যালিন যেটাকে সাম্যবাদের প্রথম স্তর বলে আখ্যা দিয়েছেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন কীভাবে সেখানে যেতে পারে তার পরিকল্পনার কথা ভাবা হচ্ছিল। সেইরকম একটা সময়ে এতটুকু একটা ছিদ্র, অর্থাৎ পুঁজিবাদের ঐ যে এতটুকু বীজ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেটা নেতিবাচক দিক — যেটা রয়েছে, যে দ্বন্দ্বের পুরোপুরি মীমাংসা হয়নি — তাকে ভিত্তি করে কী কাণ্ড ঘটে গেল !

### যৌথ খামার সামাজিক মালিকানা নয়

এখানে আর একটা কথা আমি বলে যেতে চাই। অনেক কমরেডেরই ধারণা, যৌথ খামার (collective farming) বোধহয় সামাজিক মালিকানা। এর আগে কিছু কিছু আলোচনায়, সব কমরেডের সাথে আমার কথা হয়নি, কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় কমরেডদেরও দেখেছি, তাঁরা এই বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। না, যৌথ খামার সামাজিক মালিকানা নয়। যৌথ খামার হচ্ছে সামাজিক মালিকানায় উত্তরণের (transition) স্তরে দু'ধরনের মালিকানার একটা সংমিশ্রণ, যেখানে খানিকটা সমাজতান্ত্রিক মালিকানা আছে, খানিকটা ব্যক্তি-মালিকানার ধারাবাহিকতা ও রেশ আছে। পুরোপুরি সামাজিক মালিকানায় রূপান্তর হচ্ছে রাষ্ট্রীয় খামার (state farming)। কৃষিক্ষেত্রে এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানা বা ব্যক্তি খামার (individual farming) থেকে সমবায় খামার (co-operative farming), সমবায় খামার থেকে যৌথ খামার (collective farming) এবং যৌথ খামার থেকে রাষ্ট্রীয় খামার (state farming)। যৌথ খামারের বৈশিষ্ট্য শুধু এই যে, জমির মালিক চাষীরা নন, যে যন্ত্রপাতি ও সার বীজের দ্বারা তাঁরা চাষের ফলন ঘটান বা বৃদ্ধি করান তার মালিক তাঁরা নন; কিন্তু ফসলটার তাঁরা মালিক। তা ছাড়াও কিছু কিছু যৌথ খামারের নিজস্ব সম্পত্তি আছে — যেমন পোলট্রি, পশুপালন এবং এইরকম আরও কিছু। এগুলো তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি। ফলে, যৌথ খামারটা সামাজিক মালিকানা নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই যৌথ খামার ছিল, এমনকি সমবায় খামারের অস্তিত্ব সেখানে সমস্ত রিপাবলিকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। তাই সমবায় খামারগুলিকে পুরোপুরি যৌথ খামারের স্তরে এনে যৌথ খামারগুলিকে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় খামারের স্তরে রূপান্তরিত করার একটা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া গঠন করার কথাই স্ট্যালিন তাঁর মৃত্যুর আগে উনবিংশ পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে যে ঐতিহাসিক পুস্তক 'ইকনমিক প্রবলেম্‌স অব সোস্যালিজম ইন ইউ এস এস আর' লেখেন, তাতে বিশদভাবে আলোচনা করেন। এই আলোচনাকেই সাম্যবাদে যাওয়ার রাস্তা বা সাম্যবাদের প্রথম স্তরে উত্তরণের 'গাইড লাইন' বলে ভাবা হচ্ছিল। এই আলোচনার মধ্যে সোভিয়েটের তৎকালীন অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো কী, তার দ্বন্দ্ব কী, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক যেটা গোড়ায় সেখানে চালু হয়েছে, তা পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উৎপাদনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ জায়গায় কী অবস্থায় বাধা (brake) সৃষ্টি করছে — এইসব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি তত্ত্বগত দিক থেকে দেখালেন। এই তত্ত্বগত আলোচনার মধ্যে কোথায় উনিশ-বিশ সামান্য একটু ভুল আছে, বা পরিভাষায় খানিকটা ত্রুটি আছে, সেটা বড় কথা নয়। আমরা এই দলিলটিকে সমর্থন করেছি, এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছি এবং তখনকার সোভিয়েট সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক অসাধারণ ও অপূর্ব বিশ্লেষণ হিসাবে স্বাগত জানিয়েছি।

### পুঁজিবাদের এতটুকু একটু বীজ ছিল বলেই শোধনবাদ আপনাআপনি এসে গেল — এমন বিচারও একপেশে

এখন কেউ যদি আবার ধরে নেন, ঐ যে পুঁজিবাদের এতটুকু একটু বীজ সেখানে ছিল, তার জন্যই হুট

করে সংশোধনবাদটা সোভিয়েট ইউনিয়নে এসে গেল, তাহলেও বিচারটা একপেশে হবে। এ হবে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ (economic determinism)। এইরকমভাবে মার্কসবাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং আজও হবে। অর্থনৈতিক ভিত্তিটা 'প্রায়রিটি'তে মূল বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিত করে, এটা ঠিক। কিন্তু, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজের উপরিকাঠামো অর্থাৎ তার ভাবজগত, এই দুটোর পরস্পর দ্বন্দ্বমূলক অবস্থানকে সবসময় লক্ষ্য করতে হবে। বিচারের ক্ষেত্রে আমরা বাস্তব অবস্থাকে 'প্রায়র' (prior) মনে করি, তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকেও ভিত্তি হিসাবে ধরি। কিন্তু ব্যাপারটা এরকম নয় যে, শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তিটাই আপনাআপনি সবকিছু গড়ে দেয়। মার্কসবাদের ধারণা (conception) এরকম নয়। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন সম্পর্কের যে গুণগত পরিবর্তন বা উন্নতি হতে থাকে, উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ও উৎপাদনের বন্টন ব্যবস্থার উন্নতি হতে থাকে, জনসাধারণের জীবনধারণের মান বাড়তে থাকে, উচ্চ আয়সম্পন্ন ও নিম্ন আয়সম্পন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আয়ের পার্থক্য ক্রমাগত সংকুচিত হতে থাকে — এইসব প্রক্রিয়াগুলো যেমন যেমন এগোবে, সেইগুলিই আপনাআপনি মানুষের মানসিক জগত ও সংস্কৃতিকেও উন্নত করে দেবে — তা হয়না। এরকম যদি হত, তাহলে সমাজতন্ত্রের এত অগ্রসর স্তরে সোভিয়েট নেতৃত্বের এবং পার্টি র‍্যাঙ্ক-অ্যাণ্ড-ফাইলের — অর্থাৎ গোটা পার্টির চেতনার মানটাও আপনাআপনি উন্নত হত। সুতরাং, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলেই এবং বাস্তব পরিবেশ পাল্টালেই সাথে সাথে আপনাআপনি 'ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি' পাল্টায় — এরকম তত্ত্ব নয় মার্ক্সবাদের। বাস্তব অবস্থাই ভিত্তি — একথার অর্থ হচ্ছে, 'ভাব'-এর উৎপত্তির ক্ষেত্রে বাস্তব পরিবেশটাই 'প্রায়র', বাস্তব পরিবেশ না পাল্টালে বা বাস্তব পরিবেশ না থাকলে 'ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি' আসেনা। আবার মনে রাখতে হবে, বাস্তব পরিবেশ পাল্টাবার ক্ষেত্রেও 'ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি'র একটা ভূমিকা আছে। কেননা বাস্তব পরিবেশকেও 'ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি' প্রভাবিত করছে। এই কারণেই বাস্তব পরিবেশ যেমন পাল্টায়, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি' উন্নত করার সংগ্রামটাও সমান তালে চালাতে হয়। নাহলে উল্টো কাণ্ড ঘটে যেতে পারে — যেটা সোভিয়েট ইউনিয়নে ঘটল। যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে সাম্যবাদী অর্থনীতির প্রথম স্তরে যাবার কথা — অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করার প্রোগ্রাম গ্রহণ করার কথা, সে আজকে আবার পিছন ফিরে পুঁজিবাদী 'ইনসেনটিভে'র পদ্ধতি এনে দিল, পুঁজিবাদের প্রবণতা এবং স্পেকুলেশনের দরজা খুলে দিল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং 'কমোডিটি সার্কুলেশনে'র পরিধি বাড়িয়ে দিল, ব্যক্তিমালিকানার প্রভাবটা আরও বেশি করে এনে ফেলল। উল্টো কাণ্ড ঘটে গেল। যদি এটাই হত যে, বাস্তব অবস্থা অনুযায়ীই আপনাআপনি 'ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি' গড়ে ওঠে, তাহলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এতদূর উন্নত হওয়ার পরও সেখানে এই আদর্শগত অবনমন, পশ্চাদপদতা, চেতনার নিম্নমান — যা আর একদিক থেকে সংশোধনবাদের মূল কারণ বলে আমরা বলছি, তা ঘটল কেন ? এটা এই কারণেই ঘটল যে, চিন্তা বা ভাব এখানে একটা ভূমিকা পালন করছে এবং বাস্তব পরিবেশের ওপর তার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, অর্থনৈতিক পরিবেশ পাল্টাচ্ছে, সাথে সাথে 'আইডিয়া' পাল্টে যাচ্ছে। 'আইডিয়া' যদি নিম্নমানের থেকে যায়, তাহলে সেই চিন্তাগত নিম্নমান অবশ্যই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় পরিবেশের ওপর ক্রিয়া (react) করে। ফলে পরিবেশকেও সে 'ট্যুইস্ট' (twist) করে নীচের দিকে নামিয়ে দেয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে সেই কাণ্ডই ঘটছে।

### সংশোধনবাদ আসার ক্ষেত্রে চেতনার নিম্নমানের ভূমিকা

আবার এটাও মনে রাখা দরকার যে, এই সংশোধনবাদ আসার পরিপূরক অর্থনৈতিক উপাদানগুলি সেখানে ছিল বলেই তা আসতে পেরেছে। আসার মতো অর্থনৈতিক উপাদান সমাজে না থাকলে তা আসতে পারত না। কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপাদানগুলিই আপনাআপনি সংশোধনবাদ এনে দেয়নি। এটা আনবার মত শক্তিই তার সেখানে ছিল না। রাজনৈতিক চেতনার নিম্নমান এই প্রবণতাকে বাড়িয়ে দিল। চেতনার মান নীচে থাকা সত্ত্বেও যে ভুল এতদিন হয়নি, শুধু একটা নেতৃত্বের অনুপস্থিতির জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। স্ট্যালিনের নেতৃত্বের সময়েও চেতনার নিম্নমানের জন্য অনেক ভুল হয়েছে, কিন্তু সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ও অর্থনীতির মূল জায়গাটায় তা আঘাত করতে পারেনি। কিন্তু সেই নেতৃত্বের অনুপস্থিতির পর চেতনার নিম্নমানের ফলে সেই মূল জায়গাটা ঘা খেল এবং সংশোধনবাদী রাজনীতি ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে এ জিনিস ঘটে গেল। অথচ, এটা যে বাড়ল, চেতনার নিম্নমানের জন্য

সেটাও ধরা পড়ল না। ফলে চেতনার মান নীচে নামতে থাকলে বিপদ বাড়তে থাকে, শুধু এটাই ব্যাপার নয়। চেতনার নিম্নমানের জন্য এর সাথে আর একটি ঘটনাও ঘটে। তা হচ্ছে, বিপদ যে বাড়ছে সেটাও ধরা পড়ছে না যতক্ষণ না বাড়তে বাড়তে 'মোটা করে' কুৎসিত চেহারা নিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করে। 'মোটা করে' কথাটার দ্বারা আমি কি বোঝাতে চাইছি? না, ব্যক্তিবাদ তার স্লোগান এবং কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করছে না যাতে পুরনো 'মার্ক্সিস্ট ভোকাবুলারি'তে যাঁরা বিপ্লব বুঝে বসে আছেন, তাঁরা সেটা ধরতে পারেন। ফলে, যতক্ষণ পর্যন্ত এর কুৎসিত রূপটা এমনভাবে আসেনি যে সহজেই বোঝা যায় এটা শোধনবাদ, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার কমিউনিস্টদের কাছেও এটা ধরা পড়েনি। আজ আমরা যে এত কথা বলছি, আমাদের কাছেই বা কতটুকু ধরা পড়েছে ? আমাদের অবশ্যই স্বীকার করা উচিত যে, আমাদের কাছেও এটা ধরা পড়েনি — যদিও আমরা এই আদর্শগত নিম্নমানটা লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু সেইটাকে ভিত্তি করে কী মানসিকতা সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিতে, এমনকি তার কেন্দ্রীয় কমিটির স্তরে বিরাজ করছে, তার সঠিক ধারণা করা আমাদেরও সাধ্যের অতীত ছিল। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রুশ্চেভ পিছন থেকে তাঁর চেহারা ও অভিব্যক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন, ততক্ষণ আমরা ধরতে পারিনি। তার আগে পর্যন্ত আমাদের বোঝা বড় মুশকিল ছিল। আমরা কিছুই ধরতে পারিনি। কিন্তু এটা সত্য নয় যে, আমাদের পার্টি স্ট্যালিন আমলের বিরাট জয় ও তার অভিব্যক্তি এবং 'হুররা' 'হুররা' জয়জয়কারের মধ্যেও তাঁকে বিরাট মানুষ হিসাবে তুলে ধরার সাথে সাথে তাঁর ভুলত্রুটি সম্পর্কে উল্লেখ করেনি। কমিউনিস্ট আন্দোলনে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি, চেতনার নিম্নমান সম্পর্কে উল্লেখ করে দীর্ঘদিন থেকে আমরা বারবার হুঁশিয়ারি দিয়ে এসেছি। আমরা বলেছি, কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অগ্রগতি হচ্ছে, যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতি হচ্ছে, উৎপাদন এগুচ্ছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগুচ্ছি — অথচ, একইসঙ্গে আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত মান এগোবার পরিবর্তে অনেক নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

**নতুন পরিবেশে নতুন নতুন সমস্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মার্কসবাদকে উন্নত করতে হবে**

ফলে দেখা যাচ্ছে, চেতনার নিম্নমানের জন্য এসব হচ্ছে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে বর্তমানে যা ঘটছে তার মূল কারণও এইখানে। একে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন ছিল একদিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পার্টির অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে চেতনার উন্নত মান বজায় রাখা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে নতুন পরিবেশে নতুন করে যে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মার্ক্সবাদের ক্রমাগত সমৃদ্ধি ঘটানো। যে সমস্যাগুলোকে জেনে মার্ক্সবাদের তত্ত্বগুলি একদিন গড়ে উঠেছে, বিপ্লবের পর বহু নতুন নতুন জিনিস আসছে যা আগে জানা ছিল না। সম্ভাব্য যুক্তি থেকে খানিকটা ধরতে পারলেও, সেগুলোর একেবারে সঠিক রূপ ও চরিত্র জানা ছিল না, যেগুলোকে সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। কেননা সব সমস্যার চরিত্র চিরকালের জন্য কেউই জানতে পারেনা। বিপ্লবের পর সামাজিক সমস্যা, মানুষের জীবন সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা সবকিছুকে কেন্দ্র করে সমাজতান্ত্রিক দেশ, সাম্যবাদী আন্দোলন ও তার আদর্শগত সংগ্রাম কতকগুলো নতুন ও জটিল পরিস্থিতির সামনে পড়েছিল। শুধু পুরনো নেতৃত্বের কোটেশন এবং বক্তব্যের মধ্যে তার উত্তরগুলো খুঁজতে চাইলে যে বিপত্তি হয়, সোভিয়েট ইউনিয়নে যেসব বিপত্তি ঘটেছে সেই বিপত্তি ঘটার কারণগুলোর মধ্যে সেটাও একটা কারণ, যদিও সেটাই সব নয়। মানে এটাই একমাত্র কারণ নয়। এই ঝোঁকটি হচ্ছে 'পেডান্ট'দের, 'কোটেশন মংগার'দের ঝোঁক — যাঁরা এর বাইরে আর কিছু দেখতে পান না। তাঁরা সেই পুরনো কথাগুলির দ্বারাই, অতীতের কোটেশনগুলির দ্বারাই নতুন পরিস্থিতিকে বিচার করেন। তাঁরা ভুলে যান, অতীতের কোটেশনটা একটা বিশেষ পরিস্থিতির বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবে যখন এসেছিল তখন সেই কোটেশনটার উপলব্ধি (understanding) যা ছিল, এতকাল আন্দোলনে সেটা পরীক্ষিত হবার পর তারই উপলব্ধিটা আজ আর সে জায়গায় থাকেনা। ফলে তার উপলব্ধিরও কত তারতম্য ঘটতে পারে। সুতরাং, সেই উপলব্ধি সম্পর্কেও একটা সাধারণ ধারণা গড়ে তুলতে হলে মার্ক্সবাদের আরও অগ্রগতি এবং সেই তত্ত্বের ধারণারও উন্নতি হওয়া দরকার। নাহলে এই বিপত্তি হবে। এ বিষয়টা কোন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ক্ষমতার ওপর — অর্থাৎ তিনি কিভাবে যুক্তি করলেন, বা নিজে ভেবে ভেবে যুক্তি করে (subjective reasoning) কিরকম বুঝলেন, তার ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। মার্কসবাদ ঠিক এই ধরনের একটা যুক্তিবাদ বা যুক্তিবাদী

দর্শন নয় যে, কেউ একজন যুক্তি করে তাঁর যেমন মনে হল বলে দিলেন। কেননা এমন অনেক সময়ই ঘটতে দেখা যায় যে, কোন একটা যুক্তি বা যুক্তিধারা আপাতদৃষ্টিতে খুব লজিক্যাল বা যুক্তিগ্রাহ্য মনে হলেও বাস্তবে তা সত্যকে প্রতিফলিত করে না। অথচ সত্যানুসন্ধানই হচ্ছে মার্ক্সবাদের বুনিয়াদ। তাই মার্ক্সবাদের যে যুক্তিবাদ সেটা দ্বান্দ্বিক যুক্তিবাদ, যে যুক্তিবাদ দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের নিয়মের (law) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তি করে। যুক্তিবিচারের মধ্য দিয়ে উপনীত কোন সিদ্ধান্ত বা যুক্তিবিচারের পদ্ধতি কোনটাই এই নিয়মের বিরোধী হতে পারে না, তবে সাধারণ সত্যের (general truth) সাথে বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত বিশেষ সত্যের (particular truth) দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। এই দ্বন্দ্ব একে অপরকে সাহায্যই করে, কখনই বিরোধাত্মক রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে না। এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতে যুক্তিবিচার করতে পারলেই আমাদের চিন্তা ক্রমাগত উন্নত হতে বাধ্য। তাই প্রতিনিয়ত বস্তুকে আমাদের দ্বন্দ্বের মধ্যে — অর্থাৎ যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিটি ঘটনা ঘটছে, সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে বিচার করতে হয়, বিচ্ছিন্নভাবে নয়। কেননা, কোন বস্তু অবস্থান করছে মানেই সে সবসময় দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করছে।

### স্ট্যালিনের ত্রুটি তাঁর গুণের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর

অথচ, বিচারের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা এই দিকটা খেয়াল করিনা। প্রসঙ্গক্রমে অন্য একটা বিষয় এখানে আমি একটু বলে যেতে চাই। সম্ভবত অনেকেই জানেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে স্ট্যালিন আমল সম্পর্কে আমাদের একটা বিশ্লেষণ আছে। প্রথমত, যাঁরা স্ট্যালিন আমলের অপকর্মের কথা, ত্রুটিবিচ্যুতির কথা জোর গলায় বলছেন, এমনকি যাঁরা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে, তাঁরাও যে স্ট্যালিনের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা বলেন, তাঁরাও ঠিক ঘোড়ার আগে গাড়িটি জুড়ে বসে আছেন। অর্থাৎ তাঁর ত্রুটিগুলি যে কারণে ঘটেছে, সেই কারণ বাদ দিয়ে ত্রুটিগুলি বিচার করতে বসছেন। অথবা, ত্রুটিগুলি বিচার করছেন তাঁরা মনগড়া কতগুলি যুক্তি থেকে। এমনকি, এ সম্পর্কে অনেক আলোচনার পরেও আমাদের কমরেডদের টুকরো-টাকরা কথাতেও এ জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি। তাঁদেরও ব্যক্তিপূজা সম্পর্কে হোক বা গুরুবাদ সম্পর্কে হোক্ বা এটা ওটা যাই হোক্ না কেন, কিছু কিছু অপরিষ্কার, 'এ্যামবিগুয়াস' (ambiguous) ধারণা আছে বা ভালমন্দ সম্পর্কে একটা নিজস্ব ধারণা আছে, যেটা তাঁদের মনগড়া চিন্তা করার একটা প্রবণতাকেই প্রতিফলিত করছে। সেই প্রবণতা অনুযায়ী স্ট্যালিনের একটা কাজকে তাঁরা খারাপ মনে করছেন এবং কোনসময় আলোচনায় তার ওপর খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। অথচ তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, এই দোষের দিকটা থেকে তাঁর গুণের দিকটা অনেক বড় এবং দোষগুণের মধ্যে এই গুণের কাঠামোটা বড় হওয়ার ফলে তিনি গুণী। আমাদের পার্টি দেখিয়েছে, ত্রুটি যতটুকু হয়েছে তা তাঁর সামগ্রিক সাফল্যের তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। ফলে স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত (malign) করার কোন সুযোগ নেই। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী অনুসরণীয় কমিউনিস্ট চরিত্র হিসাবে তিনি এখনও অবস্থান করছেন। তিনি এখনও আমাদের শিক্ষক এবং নেতা। হ্যাঁ, তাঁর কিছু দোষের দিক রয়েছে। কিন্তু আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরা জানি, দোষগুণ নিয়েই মানুষ। তাই মানুষকে দোষ ও গুণের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা বিচার করি। কোন মানুষকে যদি আমরা দোষমুক্ত মানুষ বলি, তৎক্ষণাৎ আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকেই অস্বীকার করি। আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরা কোন ব্যক্তিকেই দোষমুক্ত ভাবিনা। আবার, এ কথার দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে কেউ মনে করতে পারেন, তাহলে তো একজন বিপ্লবীরও দোষ থাকে। না, এরকমভাবে ধরলে বিষয়টা বোঝা যাবে না। কারণ, বিপ্লবীর গুণের দিকটা তার দোষের দিকটাকে সম্পূর্ণভাবে প্যাটার্ন করে। এর ফলে তার দোষগুলি সামনে আসতে পারে না। যখন গুণকে অতিক্রম করে তার দোষগুলো সামনে এসে পড়ে তখনই মুস্কিল হয়, তখনই বিপ্লবীর অধঃপতন হয়।

### বিচারের সময় গুণ থেকে শুরু করতে হয়, দোষ থেকে নয়

ফলে বিপ্লবীর মধ্যেও দোষগুণ আছে। কিন্তু, বিপ্লবী তাঁর চরিত্রের যেগুলি গুণের দিক তার দ্বারা এবং গুণগুলিকে ক্রমাগত উন্নত করার সংগ্রামের মারফত দোষগুলিকে গুণ অনুযায়ী প্যাটার্ন করে, পরিবর্তন করে। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, দু'জন মানুষ নিজ নিজ দোষগুণ নিয়ে দুটো আলাদা সত্তা, হুবহু কখনই এক নয় এবং একজন বড় মানুষের যেটা দোষ, দেখা যাবে, সেটাই হয়তো তাঁর নীচুস্তরের আর একজন মানুষের গুণ। আবার একজন অপেক্ষাকৃত নীচুস্তরের মানুষের যেটা গুণ, সেটাই হয়তো একজন

বড় মানুষের দোষ। যাই হোক, এইভাবে দোষগুণ মিলিয়ে মানুষের যে পুরো কাঠামো, সেখানে গুণকে ভিত্তি করে দোষগুণের দ্বন্দ্বের মধ্যে বিচার করে আমরা একজন মানুষের গুণ নিরূপণ করি এবং সেই গুণাবলীর ভিত্তিতে তাঁর মূল্য নির্ধারণ করি, ক্রিয়া করি এবং তার দ্বারা দোষটাকে পরিবর্তন করি। অর্থাৎ, গুণটাকে ধরেই আমরা তাঁর চরিত্র বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি, সাথে সাথে তাঁর ত্রুটির দিকটাও এড়িয়ে যাইনা। কারণ, গুণ আলোচনা করতে যাওয়ার মানেই হচ্ছে, কখনই তাঁর গুণকে আমরা ঠিকমত বিচার করতে পারিনা, যদি না তাঁর দোষের সঙ্গে দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে গুণটাকে বিচার করি। ফলে গুণ আলোচনা করতে গেলেই দোষটা আপনাআপনি এসে যায়। কাজেই দোষটা আলাদা করে খোঁজবার দরকার হয়না। সেইজন্যই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীদের গুণ থেকে শুরু করার কথা। নাহলে ক্রিয়ার উদ্দেশ্য থাকে না, উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। অথচ বেশিরভাগ কমরেডেরই অপর সম্পর্কে আলোচনার সময় আমি দেখি, দোষের দিক নিয়ে তাদের আলোচনার ঝোঁকটা বেশি। আমরা গুণের দিকটা দেখিনা। যদি আমরা গুণের দিকটা না দেখি, তাহলে দোষের দিকটা বলবার সময়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার, আমাদের আলোচনা উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে আমাদের কোন অধিকারই নেই সমালোচনা করার। যাঁরা খোশগল্প করেন, উদ্দেশ্যহীন আলোচনা করেন, অপরের সমালোচনা করে সন্তুষ্ট হন, অপরকে ছোট করে খুশি হন, অপরের দোষ দেখিয়ে নিজের বাহাদুরি জাহির করেন, পরোক্ষভাবে নিজেকে একটু বড় প্রমাণ করতে চান, তাঁরাই শুধুমাত্র দোষের উপর ভিত্তি করে মানুষকে বিচার করেন, দোষটাই শুধু আলোচনা করেন। শুধু দোষের দিকের ওপর ভিত্তি করে আলোচনার দরকার কি? আমরা কি অপরে কত মূর্খ তা দেখিয়ে আনন্দ পেতে চাই? না, আমরা কত বিজ্ঞ সেটা প্রকাশ করতে চাই? নাহলে কেন আমরা অপরের দোষের দিকটা নিয়ে আলোচনা করছি? যদি অপরের দোষ দূর করা আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমাদের মনে রাখা দরকার, শুধু দোষের আলোচনা করে দোষ দূর করা যায়না যদি না আমরা গুণ থেকে শুরু করি। যদি কারোর গুণটাকে বাড়াবার চেষ্টা করি তবেই তার দ্বারা আমরা তাঁর দোষ দূর করতে পারি। ফলে সবসময়ই আমরা কোন মানুষের গুণের ওপর গুরুত্ব দিই, দোষ থেকে শুরু করিনা। করলে দোষ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনারই কোন সার্থকতা থাকেনা।

এই বিষয়টা আমি একটু বলে গেলাম এই কারণে যে, এই ঝোঁকটা কমরেডদের মধ্যে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়। যখনই কোন কমরেডের কারোর সঙ্গে একটু অমিল হয়, সে কোন একটা জায়গায় তার ত্রুটি দেখে তখন এই ভারসাম্যটা রাখতে পারেনা যে, ত্রুটিটা যত গুরুত্বপূর্ণই মনে হোক্ সেই ত্রুটিটাই তার বেশি, না, তার গুণের দিকটা বেশি। অর্থাৎ তার গুণের দিকটা কতখানি, দোষের দিকটা কতখানি — বিচারের সময় এই আনুপাতিক জ্ঞানটাও তো থাকবে। ত্রুটিটা বিচারের সময় খেয়াল রাখতে হবে, ত্রুটির ওপর যখন জোর দিচ্ছি তখন গুণের দিকটি কি? নাহলে ত্রুটি ছোট হোক্ বড় হোক্, সেই ত্রুটি নিয়ে আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য থাকেনা। ফলে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যদি দোষ ও গুণের পরস্পর দ্বন্দ্ব-সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা বিচার না করি, তাহলে কোন জিনিসই আমরা ঠিকঠিকভাবে ধরতে পারিনা। আমার এ কথাটার তাৎপর্য আজকের আলোচনার মধ্যেও পরেই আপনারা পাবেন। সোভিয়েটের ভূমিকা সম্পর্কে চীন যে কথাগুলো বলছে এবং আলোচনার মধ্যে আমি যে কথাগুলো বলব, মৌলিকভাবে আমি মনে করি, একই কথা। কিন্তু বলবার ভঙ্গিতে একটা পার্থক্য হবে। এই যে পার্থক্যটা সেটা ঠিক এই জায়গা থেকে, এই এ্যাপ্রোচ থেকে দেখা দিচ্ছে, আর কোথাও থেকে নয়। অর্থাৎ সমালোচনার সময়ে চীনের একটা ঝোঁক কাজ করছে, যে ঝোঁকের জন্য গুণের দিক যদি সোভিয়েটের এতটুকুও থেকে থাকে সেটা তার চোখে একদম পড়ছেনা। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা সেই গুণটা দেখছি। হয়তো ভুল দেখছি। কেউ যদি আমাদের চিন্তার মধ্যে ভুল দেখিয়ে দেন, আমরা বিচার করে দেখব। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, খানিকটা পজিটিভ দিক আছে যেটা না লক্ষ্য করলে ভুল হবে এবং সেটা করতে হলে এসব ঝোঁক থেকে মুক্ত থাকতে হবে। নাহলে আমাদের সমালোচনার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের আলোচনার কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভ যে অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে এলেন, সে সম্পর্কে কোন গুরুতর আলোচনায় যাওয়া আজ সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি একেবারে ভগ্নাবশেষের স্তরে ছিল, তা অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল না। তার বাধা দেবার ক্ষমতা, বা অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত করে সামনে আসার কোন ক্ষমতাই ছিলনা। অর্থনৈতিক দিক থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন পুরোপুরি সামাজিক

মালিকানায় রূপান্তরের মুখে এসে গিয়েছিল। অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানা ও যৌথ খামার প্রথা যতটুকু ছিল, তা সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরের পর্যায়ে এসে গিয়েছিল। সেই জায়গায় আসা দেশটা এইরকম শোধনবাদের মধ্যে পড়ল। তা নাহলে তাঁরা স্ট্যালিন আমলের বিরাট সাফল্য এবং কিছু ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে বিচার করতে এবং তার সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হতেন। তা না করার ফলে, সেই সুযোগ নিয়ে শোধনবাদ এসে গেল। তাঁরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নীতিতে (capitulation) নামিয়ে আনলেন, এযুগে যুদ্ধ ও শান্তির যে নীতি মার্কসবাদীদের কাছে একটি অমোঘ সংগ্রামের হাতিয়ার, তাকে বুর্জোয়া মানবতাবাদী অলীক কল্পনায় পরিণত করলেন, তা একটা অলীক আদর্শ ও ইউটোপিয়া হয়ে গেল — যা সাধারণ মানুষকে ঠকাচ্ছে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার বেশিরভাগ অসচেতন মানুষের হাততালি কুড়োচ্ছে, আর প্রতিক্রিয়াশীলদের খুশি করছে। কারণ, প্রতিক্রিয়াশীলরা অত্যন্ত শ্রেণীস্বার্থ সচেতন। তারা ঠিক লক্ষ্য করে, সোভিয়েটের এই নীতির মধ্যে তারা ঠিক দেখতে পায় তাদের কী সুবিধা। ফলে, সোভিয়েট যাতে এই নীতি অনুসরণ করে চলে, তার জন্য পিছন থেকে প্রতিক্রিয়াশীলরাও নানা প্রক্রিয়া গ্রহণ করছে। আর যাঁরা সাধারণ মানুষ, যাঁরা অসচেতন, তাঁরা বিপ্লবের জটিল ও সূক্ষ্ম রূপ বুঝতে পারেন না, তাঁরা সাধারণভাবে বিপ্লব চান — কিন্তু লিবারেলিজম, গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি মুক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে নানারকমের ধারণা জটে জটে তাঁদের মধ্যে জড়িয়ে আছে। তাঁরা নানারকমভাবে পেটিবুর্জোয়া তথাকথিত বহু উদারনৈতিক ধ্যানধারণার শিকার হয়ে আছেন। এসব জটিল বিষয় তাঁদের ধরবারই ক্ষমতা নেই। এমনকি বহু লোক যাঁরা বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে রয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই অহম্ ও ব্যক্তিবাদের শিকার হয়ে আছেন।

**বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে আছে বলেই কেউ ব্যক্তিবাদের শিকার হতে পারে না — একথা সত্য নয়**

আপনারা মনে রাখবেন, একজন বিপ্লবী মাঠে-ময়দানে কাজ করছে, চাষীদের মধ্যে কাজ করছে — অথচ নিজে অহম্, উদারনৈতিকতাবাদ, উগ্র গণতন্ত্রের পুরো শিকার — এগুলো সবসময়ই সম্ভব এবং হচ্ছে। কাজেই বিপ্লবে বিশ্বাস করে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, অতএব বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। আপনারা প্রায়শই আমাদের মধ্যে এমন কমরেড দেখবেন, যারা ভাল কমরেড, কিন্তু সবসময়ই তারা একটি তুলনামূলক আলোচনা করে — অমুকে ভাল কি তমুকে ভাল, আমি বড় কি সে বড়, অমুকে বড় কি তমুকে বড়। তারা এই বলে যুক্তিও করে যে, এটা নিজেকে বড় মনে করার জন্য, বা অন্যকে ছোট করার জন্য নয় — তারা কাউকে ছোটও করতে চায় না, বা কাউকে বড় করতেও চায়না — সঠিক বিচারের জন্যই এটা প্রয়োজন। অথচ বিচার করলে দেখা যাবে, এই বড় কথাগুলো, প্রগতির কথাগুলো একটা আবরণ মাত্র। এর দ্বারা তারা আসলে কী মানসিকতা প্রতিফলিত করছে? তারা জানেনা, পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতা, প্রত্যেকের নিজের টিকে থাকা (survival) এবং অপরকে পিছনে ফেলে অপরের থেকে আগে যাবার আকাঙ্ক্ষা — অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন (latent) ব্যক্তিবাদ ও অহমবোধই তাদের এ রাস্তায় নিয়ে যায়। কিন্তু তারা সেটাকে একটা প্রগতির আবরণ দেয়। ফলে, অপরের প্রশংসার আলোচনা যখন তারা পার্টির পরিবেশের প্রভাবে পড়ে করে, তখনও তা যান্ত্রিক (mechanical) হয়। আর নাহয় প্রগতি এবং গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে যৌথ নেতৃত্বের নামে ব্যক্তির ভূমিকার যথার্থ স্বীকৃতির প্রয়োজনটাকে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করে বসে। তারা তাতে সাড়াই (response) দেয়না। এসব জিনিসগুলি কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে যে, মানুষ বিপ্লবের তত্ত্ব জেনেও এবং বিপ্লবের স্বপ্ন দেখার সাথে সাথেও, সৎ থাকার সাথে সাথেও, কত সূক্ষ্মভাবে পেটিবুর্জোয়া-বুর্জোয়া লিবারেল ভাবাদর্শের শিকার হয়।

এ সম্পর্কে আমি বহু উদাহরণ দিতে পারি। কিন্তু তা নিয়ে এখানে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এরকম নেতা অনেক পাবেন, যাঁরা অনেক বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত বহু জিনিস ছাড়তে পারেননি। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেন, পার্টি যেহেতু তাঁদের ছাড়তে বলেনি, তাই তাঁরা ছাড়েননি। আমাদের মধ্যেও নেতা হতে চান, অথচ এরকম ভাবেন এমন কেউ নেই — একথা মনে করার কোন কারণ নেই। আমি কোন জিনিস গোপন করা পছন্দ করিনা। কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝিনা, পার্টি তাঁদের ছাড়তে বলবে কেন? তাঁরা যদি মনে করেন, এ রুচিসম্মত নয় (unethical), এ একটা সুবিধা (privilege), এটা অন্যায় — তাঁরা যা বলেন আর তাঁরা যা করেন, তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহলে তাঁদের ছাড়তে অপরে বলবে তার জন্য অপেক্ষা করবেন কেন? তাঁরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবেন, বরঞ্চ তখনই নেবেন যদি দল

বলে যে, তাঁরা ছাড়তে চাইলেও দলের প্রয়োজনে তাঁদের নেওয়া দরকার। কিন্তু, তাঁরা নিজেরা ছাড়েননি কেন? প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেন, তাঁরা তো ছাড়তে পারেন, দল বললেই তাঁরা ছেড়ে দেবেন। বললেই তাঁরা ছেড়ে দেবেন ঠিক, কিন্তু দেখা যাবে, ছেড়ে দেবার পর আরেকটা জায়গায় আরেকজন যদি ছেড়ে না থাকে, তাঁর পেছনে লেগে তাঁর হেনস্থা করে ছাড়বেন। তাঁর এতটুকু সুবিধা তাঁরা সহ্য করতে পারবেন না। এসব কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে যে, কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করলেও এবং বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে থাকলেও বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ ও অহম্‌বোধের প্রভাব থাকে এবং খুব বড় স্তরের মানুষের মধ্যেও এগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে থাকে। কিন্তু, এগুলো থাকার দ্বারাই কি প্রমাণ হয়ে যায় যে, তাঁরা আর বিপ্লবী নেই ? বা, তাঁরা যদি বিপ্লবী হন তবে তাঁদের এগুলি আছে কেন? হ্যাঁ, এগুলি তাঁদের দোষের দিক। কিন্তু তাঁদের দোষের দিকই কি শুধু দেখছি আমরা? না, তাঁদের গুণের দিক দেখি বলেই, এই গুণের দিক থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত আশা যে, তাঁরা বিপ্লবী এবং বিপ্লবী হিসাবে তাঁরা তাঁদের ভূমিকা পালন করবেন, ততক্ষণ এই দোষের দিকটি পুরোপুরি দূর করতে না পারলেও দূর করার সংগ্রামটা জিইয়ে রেখে তাঁদের গুণের দিকটা আমরা তুলে ধরি এবং তার ভিত্তিতে তাঁর বিচার করি। কিন্তু তাঁদের গুণগুলিকে যখন আমরা তুলে ধরি, তখন তাঁদের দোষের দিকগুলি কি আমরা দেখছিনা ? আমার এই কথার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, আমরা খুব দেখছি। কোন সময় যদি দেখা যায় যে, কারোর এই দোষের দিকটাই প্রধান হয়ে তাঁর গুণগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছে, তখন আর উপায় থাকবে না। তখন খোলাখুলি আমাদের তাঁর বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু, এই জিনিস আছে।

**সাম্যবাদী আন্দোলনে বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া-লিবারেল চিন্তার অনুপ্রবেশের কারণ**

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে থেকেও অনেকে নানাভাবে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের শিকার হয়ে থাকেন। বর্তমানে সাম্যবাদী আন্দোলনে সাধারণভাবে চেতনার মান নীচে নেমে যাবার ফলে এই পেটিবুর্জোয়া-বুর্জোয়া-লিবারেল নানা ভাবাদর্শের প্রভাব বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপক রূপ নিয়েছে। স্বভাবতঃই সোভিয়েট নেতৃত্ব যখন এই শোধনবাদী রাস্তা নিলেন, যুদ্ধ এবং শান্তি সম্বন্ধে সংশোধনবাদী তত্ত্ব গ্রহণ করলেন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে কার্যত শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নীতিতে পর্যবসিত করলেন, তখন পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বহু বিপ্লবীও, যাঁরা যথার্থই বিপ্লবে বিশ্বাসী, তাঁরাও এটাকে বিপ্লবী তত্ত্ব বলে গ্রহণ করে নিলেন। তাঁরা সকলেই অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে একে সমর্থন করেছেন, ব্যাপারটা এরকম নয়। তাই যদি হত, তাহলে যে সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ব্যুরোক্র্যাট হয়ে পড়েছেন, যাঁরা নেতৃত্বকে একটা সুবিধায় পর্যবসিত করে ফেলেছেন, সেই সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টি বা সংশোধনবাদী দলগুলিতে কি এমন ছাত্র-যুব বা সাধারণ কর্মী নেই যাঁরা বিপ্লবের জন্য দিবারাত্রি কাজ করছেন, স্বার্থত্যাগ করে কাজ করছেন? তাহলে তাঁরা এই শোধনবাদী লাইনকে বিপ্লবী বলে গ্রহণ করছেন কী করে? শোধনবাদকে তাঁরা ধরতে পারছেন না কেন? সকলেই বলবেন, এর কারণ তাঁদের তত্ত্বের উপলব্ধির মানটা নীচু। ঠিক কথা। কিন্তু তাঁদের তত্ত্বের উপলব্ধির মান নীচু হওয়ার কারণ কী? কেউ যদি মনে করেন, তাঁরা লেনিন-স্ট্যালিনের কতকগুলো কথা মুখস্ত করেননি এবং সেই কারণেই তাঁরা এটা ধরতে পারছেন না তাহলেও ভুল হবে। কারণ, সেই কথাগুলো তাঁদের সামনে চীন একেবারে সরগরম করে পাল্টা বলে যাচ্ছে, আমরাও বলছি। কিন্তু তবুও তাঁদের কাছে এ কথাগুলোর আকর্ষণ খুব বেশি নয়। কারণ তাঁদের চেতনার মান নীচু থাকার জন্যই পেটিবুর্জোয়া-বুর্জোয়া উদারনৈতিকতাবাদের বহু ভাবাদর্শের প্রতি তাঁদের ভাসাভাসা আকর্ষণ রয়েছে। যেমন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় যা ঘটছে তার বহু জিনিসকেই অনেকে যেমন শয়তানী করে স্বাগত জানিয়েছে, আবার বহু ডেমোক্র্যাট, বহু সাধারণ মানুষ একে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা সবাই শয়তানী করে স্বাগত জানিয়েছেন, তা নয়। এরকম বিশ্লেষণ ঠিক নয়। তাঁদের অনেকে মনে করেছেন, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেটাই ঠিক, সেটাই হওয়া উচিত। এইটে হলেই সাধারণ মানুষের কমিউনিজম সম্বন্ধে যা একটু খুঁতখুঁত আছে বা তাঁদেরও ছিল, তা আর থাকে না। এই ভেবে একদল মানুষ সেগুলোকে স্বাগত জানিয়েছেন। কারণ, চেকোশ্লোভাকিয়ায় যেসব বক্তব্য উঠছে সেইসব বক্তব্যের পিছনে শ্রেণী আকাঙ্ক্ষা কী, এটা আসলে কী জিনিস এবং কী প্রতিফলিত করছে তা বিচার করার ক্ষমতা তাঁদের নেই, চেতনার সেই মান তাঁদের নেই। তাই তাঁরা বিষয়টাকে এইভাবে দেখছেন।

## শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক আন্দোলন থেকেই সমাজতন্ত্র আপনাআপনি আসে না

তাহলে দেখা যাচ্ছে কী? বিপ্লবী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে শুধু থাকলেই চলে না। এই আন্দোলনগুলোর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। আমরা যে আন্দোলনগুলো সংগঠিত করছি, লড়ছি, এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক স্লোগান তুলছি — এ কিসের জন্য? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সর্বহারাশ্রেণীর রাজনীতিটা তুলে ধরা। কিন্তু শুধু আন্দোলন করলেই, লড়লেই আপনা আপনি তার ভিতর থেকে সর্বহারাশ্রেণীর রাজনীতিটা কি জন্ম নেবে? সংগ্রামের মধ্যে থেকে সবকিছু জন্ম নেয় — এ কথার মানে এ নয় যে, এক ধরনের সংগ্রাম থেকেই সবরকমের জিনিস জন্ম নেয়। ফলে, সর্বহারাশ্রেণীর রাজনীতিটা গড়ে তোলারও একটা আলাদা নির্দিষ্ট সংগ্রাম আছে। এটা প্রতিদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো থেকে আপনা আপনি গড়ে ওঠেনা। যার জন্য লেনিন বলেছেন, 'সোস্যালিজম কামস ফ্রম উইদাউট'। এই উইদাউট বলতে উইদাউট এনিথিং বা আউট অফনাথিং নয়। এই উইদাউট বলতে তিনি একটা বিশেষ জাতের আন্দোলন, অর্থাৎ রাজনীতিগত, আদর্শগত, সংস্কৃতিগত আন্দোলন বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে ভিত্তি করে যে শ্রমিক আন্দোলন, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে ওঠে তার সঙ্গে সম্পর্কিত করে তিনি বলেছেন যে, ঐখানে যে সংগ্রামটা শ্রমিকরা করে সেই সংগ্রাম করতে করতেই আপনা আপনি তাদের সমাজতান্ত্রিক চেতনা, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ ও সর্বহারা একনায়কত্বের বা সর্বহারা কেন্দ্রিকতার ধারণা গড়ে উঠবে — এটা একটা অলীক কল্পনা। এ কোনদিন গড়ে উঠবে না। এ চেতনা আসে বাইরে থেকে — অর্থাৎ এটা একটা আলাদা সংগ্রাম। যেমন বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের যে সংগ্রাম, আর তত্ত্বকে প্রয়োগ করে যন্ত্রপাতি বানাবার যে সংগ্রাম — এ দুটোই বিজ্ঞানের সংগ্রাম এবং দুটোই প্র্যাকটিস। কিন্তু দুটোর কর্মক্ষেত্র আলাদা। একটার দ্বারা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্ব আসছে। কী নিয়ে ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন? গবেষণা করছেন এলিমেন্টস নিয়ে, ম্যাটার নিয়ে, প্রপার্টি নিয়ে। সেগুলির সঙ্গে বিজ্ঞানীরা সরাসরি যোগাযোগ করছেন, সংগ্রাম করছেন। এই গবেষণা করতে গিয়ে তাঁরা জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিচ্ছেন। আর একটা হচ্ছে, এই তত্ত্বগুলোকে প্রয়োগ করে নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হচ্ছে, উৎপাদনের, মানুষের জীবনযাত্রার অগ্রগতি ঘটছে।

অথচ একদল নেতা সংগ্রাম বলতে শুধু একধরনের সংগ্রামকেই বোঝাচ্ছেন। এইসব নেতা যাঁরা নেতৃত্বকে একটা সুবিধায় পর্যবসিত করে ফেলেছেন, তাঁরা কর্মীদের আন্তরিকতা ও সংগ্রামী মনোভাবের ওপর নির্ভর করে তাঁদের শুধু সেই বিশেষ ধরনের সংগ্রামেই অযৌক্তিকভাবে উৎসাহিত করছেন। তাঁরা শ্রমিক-চাষীদের নিয়ে লড়াইয়ের একটা স্লোগান কর্মীদের সামনে দিচ্ছেন এবং সেই স্লোগানটা ওপর থেকে বানিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু যে আদর্শটার ওপর এই লড়াইটা গড়ে উঠবে সেই আদর্শটা, সেই তত্ত্বটা সঠিক কিনা, তার উপলব্ধির সংগ্রামটা কোথায়? সেটা কি এই লড়াইগুলো থেকে আপনা আপনি গড়ে উঠবে? নাকি, সেই তত্ত্বটাই গড়ে তোলার প্রথমে একটা সংগ্রাম আছে? সেই সংগ্রাম থেকে তত্ত্বটা যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি সেই তত্ত্বটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার সংগ্রামটা চলে। আবার তত্ত্বটা প্রয়োগ করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেমন যেমন অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে থাকে, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আবার এই তত্ত্বটাকে উন্নত করার বা পরিবর্তন করার সংগ্রামটা গড়ে উঠতে থাকে, তীব্র হতে থাকে এবং এইভাবে তত্ত্বের ধারণাও পরিষ্কার থেকে আরও পরিষ্কার হতে থাকে। তাহলে মূল তত্ত্বটা সঠিক কিনা, এটাই সব থেকে আগে বিচার করতে হবে এবং এইটাই মূল প্রশ্ন। যেটাকে আমরা 'প্র্যাকটিস' বলে বুঝি, অর্থাৎ সাধারণত তত্ত্ব থেকে আলাদা করে যেটাকে আমরা 'অবজেকটিভ প্র্যাকটিস' বা 'ক্রুড প্র্যাকটিস' বলতে পারি, তার আগে এই তত্ত্ব বিচারের প্রশ্নটা মৌলিক। এ সম্পর্কে লেনিন এবং স্ট্যালিন দুজনেরই বক্তব্য আছে দুটো ভাষায়। লেনিন বলেছেন, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোন বিপ্লবী দল হতে পারে না। আবার স্ট্যালিন বলেছেন, কোন ক্রিয়া যদি বিপ্লবী তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ, বিপ্লবী তত্ত্বের ওপর তা গড়ে না ওঠে, তবে তা অন্ধ ক্রিয়া (blind practice)। আবার তত্ত্বটার সংগ্রাম যদি ক্রিয়া থেকে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ সব সময়েই তা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে না হয় বা তাকে কাজে পরিণত না করা হয়, সেই তত্ত্বের প্রতি জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ না করা যায়, তাহলে তা বন্ধ্যা হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তত্ত্ব গড়ে তোলার বা তত্ত্বকে উন্নত করার সংগ্রাম যদি সেই তত্ত্বকে কার্যে প্রয়োগ করার সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে সেই তত্ত্বটাও বন্ধ্যা হয়ে যায়।

**লেনিন পরবর্তী সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে মতাদর্শগত সংগ্রামকে অবহেলা করা হয়েছে**

এগুলো আমি আলোচনা করলাম এইজন্য যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির সংগ্রাম, কারিগরি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগ্রামের ওপর যতটা জোর দেওয়া হয়েছে, ততটা আদর্শগত, রাজনীতিগত, সংস্কৃতিগত অগ্রগতির সংগ্রামের ওপর শুধু যে দেওয়া হয়নি তাই নয়, বরং অবহেলা করা হয়েছে। তা না হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পুঁজিবাদ প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার স্তরে চলে গিয়েছিল, তার বাধা দেবার ক্ষমতা বা অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত করে সামনে আসার কোন ক্ষমতাই ছিল না — সেখানে আমি বারবারই এই জায়গাটা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, এই অধঃপতনের পিছনে সেখানে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকাই প্রধান হিসাবে কাজ করেছে। আমি দেখাতে চেয়েছি, এটা যে ঘটে গেল, এটা অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ নয়। অথচ, যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বলেন, যাঁরা অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদে বিশ্বাস করেন না বলে বলেন, তাঁরা কিন্তু এসব বলেও সব কথায় শুধু যান্ত্রিকভাবে দেখাতে চান যে, অর্থনৈতিক ভিত্তি যদি তার ঐরকম না থাকে তাহলে তার আদর্শগত মান পশ্চাৎপদ হবে কী করে? অর্থনৈতিক অবস্থান এবং আদর্শগত মানের মধ্যে দ্বন্দ্বকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, তার রূপান্তর এবং চরিত্র পরিবর্তন করার সাথে সাথে ঠিক সঙ্গতি রেখে তার পরিপূরক যদি আরেকটা আদর্শগত সংগ্রাম সঙ্গে সঙ্গে শুরু না করা যায়, তাহলে ব্যাপারটা এরকম নয় যে, উৎপাদনকে 'প্যাটার্ন' করছে বলে তার দ্বারা আপনাআপনি আদর্শগত সংগ্রামটাও গড়ে ওঠে। না, তার জন্য প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগ দরকার। বাস্তব অবস্থার ওপর ভিত্তি করে অবশ্যম্ভাবীরূপে 'ইনটেলেকচুয়াল ফ্যাকালটি' গড়ে ওঠে — মার্কস-এর এই কথাটার উপলব্ধি এরকম যান্ত্রিক নয়। এরকম ধারণা থেকেই অনেক বড় বড় পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মার্কসবাদ হচ্ছে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ। না, মার্কসবাদ অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ নয়। মার্কসবাদ 'ভাব' (idea)-এর উৎপত্তির ক্ষেত্রে যেহেতু বাস্তব পরিবেশকে অগ্রগণ্য (prior) মনে করে, সেহেতু অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারটাকে অত্যন্ত এবং প্রধান গুরুত্ব দেয়। কিন্তু সমস্ত অবস্থায় সবসময় তাকে প্রধান গুরুত্ব দেয়না। যদি দিত তাহলে অক্টোবর বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হত না। অর্থনৈতিক অবস্থা এবং কৃষিব্যবস্থা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে থাকা সত্ত্বেও লেনিন রাজনৈতিকভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না, 'এপ্রিল থিসিস' গ্রহণ করতে পারতেন না। এরকম কোনদিন কোন সত্যিকারের মার্কসবাদীরা করেন না। এটা আমি বলে নিলাম এজন্য যে, এ জিনিসটা ঘটে।

এই বিষয়গুলো পরিষ্কার থাকলে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্নগুলো এসেছে বহু কমরেডই খুব সংক্ষেপে তার উত্তর প্রায় দিয়ে দিতে পারতেন। আমি আগেই বলেছি, বিষয়টা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। শুধু একটি জায়গা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যে জায়গাটায় চীনের এ্যাপ্রোচের সঙ্গে আমাদের এ্যাপ্রোচের পার্থক্য আছে। আর বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর ভিতর ছিল না। অনেক কমরেডের প্রশ্নের ধরনটা আমি শুনেছি। তাঁদের বোঝা দরকার, আলাদা করে চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাকে ধরে তার তথ্য ও ঘটনার ওপর বিচার করতে গেলে আমরা শুধু 'ক্যারেড' (carried) হয়ে যাব। এটাকে বিচার করার সময় বুঝতে হবে, এটা নির্দিষ্ট কতগুলি নীতি অনুসরণের ফলশ্রুতিতে এসেছে। এর একটা উৎস (root cause) আছে। যে কারণে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বর্তমান ঘটনার উৎপত্তি সে কারণটা যদি আমরা বুঝি, তাহলে সমস্যাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এটা নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ কিছু থাকেনা। তারপরে একটি ব্যাপার থাকে যেটি গুরুত্বপূর্ণ, যে জায়গাটায় এখনও একটু বিভ্রান্তির ব্যাপার থাকতে পারে, তা হচ্ছে, সোভিয়েটের হস্তক্ষেপটা ঠিক হয়েছে, কি হয়নি। হস্তক্ষেপ করার দরকার ছিল, কি ছিলনা। কিন্তু বিষয়টা কেন ঘটল সেটা বোঝার ব্যাপারে আর কোন বিভ্রান্তি থাকত না এবং এটা নিয়ে যেসব প্রশ্নগুলো এসেছে সেরকমভাবে আসত না। এই প্রশ্নগুলো এইজন্য এসেছে যে, কেন সোভিয়েটে সংশোধনবাদের জন্ম হল, তার পিছনকার কারণ কী — তার সমস্ত জিনিসগুলো কমরেডরা খুব ভালভাবে ধরতে পারেননি। তাঁরা সংশোধনবাদ এসেছে এই কথা বলেন, অথচ কেন সংশোধনবাদ এসেছে তার কারণগুলো ঠিকমত বোঝেন না।

তাহলে সমাজের মানসিকতায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েটে পুঁজিবাদের বীজ ছিল। কিন্তু অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের উপাদান থাকার জন্যই ওখানে শোধনবাদ এসে গেছে, এরকম বিষয়টা নয়। আপনাদের মনে রাখা দরকার, সেখানে শোধনবাদ এসেছে এমন একটা পার্টির দ্বারা যে পার্টিটার এত বড় ইতিহাস রয়েছে, যে পার্টিটা যৌথ এবং বিশেষীকৃত নেতৃত্বের প্রকাশ হিসাবে স্ট্যালিনের মত একজন ব্যক্তি

নেতৃত্বকে সামনে রেখে কাজ করেছে। এতবড় একটা শক্তিশালী নেতৃত্ব এই পার্টিটার থাকা সত্ত্বেও এ কাণ্ড ঘটেছে। সমস্ত সময় যৌথ নেতৃত্বের মধ্যে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং-এর মত এই ধরনের ব্যক্তি নেতৃত্বের অভ্যুত্থান ঘটেনা — এ্যাজ এ সিমেন্টিং ইউনিফাইং পারসোনালিটি কো-অর্ডিনেটিং অল দি পার্টিকুলার নলেজেস (as a cementing unifying personality co-ordinating all the particular knowledges)। কিন্তু রাশিয়ায় লেনিনের মৃত্যুর পরও এরকম একজন নেতার অভ্যুত্থান ঘটেছে। যদিও স্ট্যালিন নিয়ে অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে সে ধরনের কোন প্রশ্ন নেই। অথচ আমরা দেখছি যে, সেই স্ট্যালিন নেতৃত্বের আমলেই কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিতে শুরু করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চেতনার মানের অগ্রগতির সংগ্রামটা না হওয়ায় তা ধীরে ধীরে নামতে থাকে। আর চেতনার মান যত নামতে থাকে, অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের যে বীজগুলি আছে এবং তারই উপরিকাঠামো হিসাবে সমাজজীবনে, এমনকি কমিউনিস্টদের মধ্যেও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে, মানসিক কাঠামোতে যে বীজ লুক্কায়িত হয়ে আছে, তা বাড়তে থাকে। এগুলি সামগ্রিক সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড, প্রোগ্রাম, বিপ্লবকে সমর্থন করা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে শক্তিশালী করা, শান্তির নীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, যুদ্ধকে নিন্দা করা, শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলা, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বড় বড় স্লোগান (phrase-mongering) তোলা — এগুলিতে ধরা পড়েনা। কিন্তু যেখানে নাকি ব্যক্তিমালিকানা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়নি — চেতনার নিম্নমান থাকলে সে জায়গায়, সে মানসিকতায় অনেক জটিলতার সৃষ্টি হবে। ব্যক্তিবাদের প্রভাব লুক্কায়িতভাবে বাড়তে থাকবে। এই যে ব্যক্তিতন্ত্রের প্রভাব, ব্যক্তিবাদের মনোভাব সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে বাড়ে সেটা ঠিক বুর্জোয়া সমাজের নীচুস্তরের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা না হলেও তা ব্যক্তিবাদ নিশ্চয়ই। সমাজতান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরে সেই ব্যক্তিবাদের রেশ (hang over) চলছে। একটু রূপগত, খানিকটা চরিত্রগত দিক থেকে বুর্জোয়া জগতের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। কিন্তু এটা ব্যক্তিবাদ — পুরোনোটারই কনটিনিউয়েশন। নতুন পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য (adjust) করে করে তার আবরণ (coating), প্রকাশ (expression), তার বচনভঙ্গি, তার চলনবলন, রীতিনীতি — এগুলি পাল্টেছে মাত্র।

**তত্ত্ব ও ক্রিয়া — দুটোই দু'ধরনের ক্রিয়া, মানুষের সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক**

তাহলে মার্কসবাদ অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ নয়। থিওরি এবং প্র্যাকটিসকে যেরকম যান্ত্রিকভাবে বোঝা হয়েছে, সেইরকমভাবে বোঝার ফলেই এ কাণ্ড ঘটেছে। সোভিয়েটে এই যে সমাজতান্ত্রিক এতবড় কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি হচ্ছে তার অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণটা (generalisation) তত্ত্বগত অগ্রগতির সর্বাত্মক সংগ্রাম ছাড়া, যেটা 'কামস ফ্রম উইদাউট' — অর্থাৎ যেটা একটা ভিন্ন জাতের সংগ্রাম — সেটা ছাড়া হতে পারে না। এই দুটো মিলিয়েই হচ্ছে, 'টোটাল হিউম্যান প্র্যাকটিসে'র সংগ্রাম বা কমিউনিস্ট পার্টিরও সংগ্রাম, এটা সোভিয়েটে অবহেলিত হয়েছে। যদিও এর প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু এটার ওপর একদম জোর দেওয়া হয়নি। কেন দেওয়া হয়নি? তত্ত্ব ও ক্রিয়া যে পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং ক্রিয়া ছাড়া তত্ত্ব যে বন্ধ্যা, বা তত্ত্ব ছাড়া ক্রিয়া যে অন্ধ ক্রিয়া, এসব স্ট্যালিনেরই কথা। অথচ, তত্ত্ব ও ক্রিয়া সম্পর্কে এত কথা জানা ও স্ট্যালিনের এ সম্পর্কে এরকম অভিব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েটে তার উপলব্ধিটা পরিষ্কার ছিল না। তত্ত্ব ও ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে যেন দুটো জিনিস যারা পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, কারো কাউকে বাদ দিয়ে চলার উপায় নেই। কিন্তু তার উপলব্ধিটা এইরকম যে এটা একই হিউম্যান প্র্যাকটিসের দুটো দিক, দুটো দ্বন্দ্বের দিক — এ দ্বন্দ্ব দুটো একে অপরের পরিপূরক। এই দ্বন্দ্বটা যদি পরিপূরক (conducive) না হয়ে কোনসময় বিরোধাত্মক (antagonistic) হয়ে দাঁড়ায় তখন ক্রিয়াও অন্ধ হয়ে পড়বে, তত্ত্বও বন্ধ্যা হয়ে পড়বে — একে অপরকে সাহায্য করবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হিউম্যান প্র্যাকটিসের এই যে দুটো দিক, এই দুটো দিক পরস্পর পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্ব করছে, একে অপরকে প্রভাবিত করছে এবং একটা আর একটার পরিপূরক হচ্ছে। কিন্তু প্র্যাকটিসের জন্য একটা 'প্রায়র কণ্ডিশন' বা পূর্বশর্ত সেখানে দেওয়া হয়েছে। সেটা কী? না, সেটা হচ্ছে চেতনার আবির্ভাব — যাকে 'প্রায়র অব প্র্যাকটিস' স্থাপন করা হয়েছে। আর এই চেতনা, তত্ত্বের মধ্য দিয়ে যার প্রতিফলন ঘটে, তাকে ক্রাইটেরিয়া অব প্র্যাকটিসের মাপকাঠিতে বিচার করতে হয়। এইটে হচ্ছে 'ক্রাইটেরিয়া অব প্র্যাকটিস'। কিন্তু, এই ক্রাইটেরিয়া অব প্র্যাকটিসটা আবার ক্রুড প্র্যাকটিস নয়। এটাকে একটা সামগ্রিক 'হিউম্যান প্র্যাকটিস' — অর্থাৎ সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ দুটোকেই ধরা হয়েছে। এখন সাবজেক্ট-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে 'সাবজেক্টিভিজম'-এ ডুবে যায়। এই 'সাবজেক্টিভিজম'-এ,

'সাবজেক্টিভ রিজনিং'-এ ডুবে যায় বলে তারা 'অবজেক্ট'-এর ভূমিকা দেখতে পায় না। কিন্তু চেতনার উন্মেষের পর, চেতনা ও বস্তুর পারস্পরিক দ্বন্দ্বমূলক সংঘাত সৃষ্টি হবার পর অবজেক্ট-এর ওপর সাবজেক্ট-এর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। তাদের পরস্পরের সংঘাত সৃষ্টি হবার পর থেকে একে অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তব পরিবেশ শুধু সাবজেক্ট-কে গড়ে দিচ্ছে তা নয়, সাবজেক্টও বাস্তব পরিবেশের ওপর ক্রিয়া করছে, পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

তাহলে তত্ত্ব ও ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের যথার্থ উপলব্ধি গড়ে তোলা, মার্কসবাদকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নত ও আধুনিক করা, এমনকি মার্কসবাদের যেসব তত্ত্বগুলির আজও কার্যকারিতা রয়েছে তারও উপলব্ধির বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, সর্বহারা একনায়কত্বের তত্ত্ব — অর্থাৎ, শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতিতে অবশ্যম্ভাবীরূপে সর্বহারা একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রেণীহীন সমাজে সম্পূর্ণ রূপান্তরের আগে পর্যন্ত সর্বহারার একনায়কত্ব প্রধান স্তম্ভ (bulwark) হিসাবে কাজ করা; কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং তার গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতি; সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলোকে বিচার করবার রীতিকায়দা, অর্থাৎ মার্কসবাদের সাধারণ নীতিগুলি প্রয়োগের সময় এগুলোকে কীভাবে দেখতে হবে — এসব বিষয় সম্পর্কে মার্কসবাদের যে সম্প্রসারণ (elaboration) এবং সমৃদ্ধি (development) লেনিন করে গেছেন, সে সবগুলোরই আজও কার্যকারিতা রয়েছে। কিন্তু এর প্রত্যেকটার উপলব্ধি তদানীন্তন সময়ে যা ছিল এবং যে অভিব্যক্তিতে তা প্রকাশিত হয়েছে, আজও ঠিক সেই অভিব্যক্তি এবং উপলব্ধি থাকলে অসুবিধা। আজও সেই একই অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করার অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে, সেই তত্ত্ব সম্পর্কে পুরনো সেই উপলব্ধিই থেকে গেছে। আর সেই উপলব্ধি থাকলে এতদিন সেই তত্ত্বটি প্রয়োগ করার ফলে তার সঙ্গে হাজার একটা যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধান করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সেই তত্ত্বটি প্রয়োগ করতে গিয়ে ক্রমাগত তার সাথে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে, সেই দ্বন্দ্বকে স্তরে স্তরে সমাধান করে সেই তত্ত্বকে ঠিকমত বোঝা এবং প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ফলে, অভিব্যক্তিটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য। এখানে অভিব্যক্তি বলতে প্রত্যেকের অভিব্যক্তির যে নিজস্ব কায়দা বা ভঙ্গি আছে, সেটা আমি বলছি না। অভিব্যক্তি বলতে আমি এখানে শ্রেণী অভিব্যক্তি বোঝাতে চাইছি, আদর্শগত উপলব্ধির ক্যাটিগরির মানটাকে বোঝাতে চাইছি। কাজেই অভিব্যক্তি কথাটাকে ঠিক আক্ষরিক অর্থে নেবেন না, মানে একজনের বলবার বা লিখবার নিজস্ব ভঙ্গি বলতে যা বোঝায় সেভাবে নেবেন না। সার্বিক 'ওয়াননেস ইন এ্যাপ্রোচ' বলতে যা আমরা বুঝি, অভিব্যক্তি বলতে এখানে সেইটি বুঝতে হবে, অর্থাৎ মৌলিক উপলব্ধির সাধারণীকৃত প্রকাশ (generalised expression of essential understanding) বুঝতে হবে। তাহলে, এই অভিব্যক্তি পাল্টাবে। এই অভিব্যক্তি পাল্টায় কথাটার অর্থ কি তত্ত্বগুলোও পালটে যায়? না, এই তত্ত্বের উপলব্ধি তখন যা ছিল, অর্থাৎ তখন যাঁরা এই তত্ত্বটা প্রয়োগ করেছেন, তখন যা বুঝে করেছেন, আজকের বোঝাটা তার থেকে আরও উন্নত স্তরের, তা ক্রমাগত পরিষ্কার থেকে আরও পরিষ্কার হয়ে আসছে। কারণ, তার সামনে আরও নতুন নতুন দ্বন্দ্বের সমাধান করতে হয়েছে এবং তার অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের আরও সমৃদ্ধি ঘটেছে। তা যদি না হয়, তাহলে তত্ত্ব হয়ে পড়ে অপরিবর্তনীয় নীতিবাক্য (dogma)।

## চীনের পার্টির বিশ্লেষণ মোটামুটি সঠিক হলেও যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট

বর্তমান সময়ে সোভিয়েট এবং চীন, এক পক্ষ আর এক পক্ষকে অন্ধবিশ্বাসী ও গোঁড়া (dogmatist) এবং অন্য পক্ষ আর এক পক্ষকে শোধনবাদী (revisionist) বলে যে সমালোচনা করছেন, তাদের দু'জনের ক্ষেত্রেই আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি। দু'পক্ষই 'পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে' — এই যুক্তিতে যখন নিজেদের বক্তব্যগুলো বলেন, তখন দু'জনেই লেনিনকে 'কোট' করেন এবং নিজেদের বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যে জায়গাগুলো যেভাবে বললে সুবিধা হয় ঠিক সেইভাবে সেই কথাগুলো বলেন। সোভিয়েট শোধনবাদী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অবশ্য একটা বিপজ্জনক জিনিস দেখছি। তাঁরা লেনিনকে 'কোট' (উদ্ধৃত) খুব কম করেন। আসলে লেনিন বলেছেন বলে কথাগুলো নিজেদের মতো করে বলে যান। বাস্তবে লেনিন এই বক্তব্য বলেছেন কিনা, বললে কোন জায়গায় কীভাবে বলেছেন, সেটা প্রমাণ করার বিশেষ কোন ব্যাপার তাঁদের নেই। বেশিরভাগ লেখাতেই লেনিন বলেছেন বলে তাঁরা খানিকটা বলে দেন। তাঁরা খুব 'কোট' করেন না। আবার, যাঁরা এ পক্ষের লোক, অর্থাৎ চীন, তাঁরা একেবারে হুবহু লেনিনকে 'কোট' করছেন, না হয় মাও

সে-তুংকে 'কোট' করছেন — তাঁরা যে পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলো বলেছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকে একেবারে আলাদা করে, সম্পর্কিত না করে। তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে যে কথাটা বলা হয়েছিল, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে সেটা প্রয়োগ করতে গিয়ে — যদি মূলনীতিতে কথাটার কার্যকারিতা আজও থেকে থাকে, তাহলে নতুন কী কী দ্বন্দ্ব এসেছে এবং সেগুলোর সামনে তার প্রয়োগের পার্থক্য কী হবে, বা সংযোজন পরিবর্তন কী হবে, বা সমৃদ্ধি (development) কী হবে, সেসব কোনকিছু উল্লেখ না করে হুবহু সেইটাকে তুলে ধরে — এইটে সত্য এবং এইটাকে প্রয়োগ করতে বলছেন। এইসব জিনিস এবং এই অভ্যাস অতীতের। তাই দেখছি, আজ যে চীন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, বিপ্লবের পতাকাটাকে মূলত ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছে বলে আমাদের পার্টি মনে করে, সেই চীনও অতীতের এই অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাঁদের এ্যাপ্রোচে পুরোপুরি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ, আজকের উন্নত ধারণায় যেভাবে বুঝছি, অর্থাৎ ঠিকঠিকভাবে প্রয়োগ করা বলতে যা বোঝায়, সেই স্তরে তাঁরা আনেননি। তাঁরা সংগ্রাম করছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে পুরনো স্টাইল এবং অভ্যাসের রেশ আজও রয়েছে। তাঁদের বক্তব্যে পুরনো অভিব্যক্তি থাকার ফলে মনে হয় তাঁদের উপলব্ধি পুরনো ধরনেরই। তার মানে তা খুব উন্নত স্তরের নয় (inadequate)। মার্কসবাদের উপলব্ধি এরকম পুরনো স্তরের হলে চলে না। লেনিন কখনও কখনও পুরনো মার্কসবাদীদের প্রশংসা করে (uphold) বলেছেন, পুরনো মার্কসবাদীরা অনেক সময় নতুনদের থেকে ভাল। কিন্তু, এ কথার মানে এ নয় যে, সেই পুরনো মার্কসবাদীরা তাঁদের পুরনো ধারণা নিয়ে বসে আছেন বলেই ভাল। পুরনো মার্কসবাদীরা বহু অভিজ্ঞতার অধিকারী, ফলে বহু সমস্যাকে বুঝবার ক্ষমতার অধিকারী। নতুনেরা তেমন অভিজ্ঞতার অধিকারী নয় বলে শুধু পুরনোদের কথাগুলো মুখস্থ করে মার্কসবাদকে সূত্রবাদে (dogma) পর্যবসিত করতে পারেন। এইসব অর্থে তিনি পুরনোদের কথা বলেছেন, শুধু পুরনো বলেই নয়। পুরনো ধারণা থাকলে কাজ হবে না।

**পার্টি ও জনগণকে যুক্ত করে আদর্শগত ঐক্য গড়ে তোলার সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও অপরিহার্য**

ফলে দেখা যাচ্ছে, চেতনার নিম্নমানের জন্য এসব হচ্ছে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে বর্তমানে যা ঘটছে তার মূল কারণও এইখানে। তাহলে এর হাত থেকে বাঁচবার উপায় কী? এর হাত থেকে বাঁচবার উপায় হচ্ছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে পার্টির অভ্যন্তরে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে চেতনার উন্নত মান বজায় রাখা। দ্বিতীয়ত, যে সমস্যাগুলোকে জেনে মার্কসবাদের তত্ত্বগুলি একদিন গড়ে উঠেছে, বিপ্লবের পর বহু নতুন নতুন জিনিস আসছে যা আগে জানা ছিল না। সম্ভাব্য যুক্তি থেকে খানিকটা ধরতে পারলেও সেগুলোর একেবারে সঠিক রূপ ও চরিত্র জানা ছিল না, যেগুলো সঠিকভাবে জানার বিষয় আছে। কাজেই সমস্যাগুলোর চরিত্র চিরকালের জন্য কেউই জেনে যায়নি। ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে নতুন পরিবেশে নতুন করে যে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মার্কসবাদের ক্রমাগত সমৃদ্ধি ঘটানো। তৃতীয়ত, সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-নৈতিক-রুচিগত ও দর্শনগত ক্ষেত্রে যে মূল্যবোধগুলো এবং লেনিনবাদের যে মূল নীতিগুলো কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পরিচালিত করেছে, সেইগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্ নীতিগুলোর আজও কার্যকারিতা রয়েছে এবং কোন্ কোন্ নীতিগুলোর আজ আর কার্যকারিতা নেই, তা ঠিক করা। এবং তার ভিত্তিতে যেগুলোর আজও কার্যকারিতা রয়েছে সেগুলোকে কেন্দ্র করে প্রথমে পার্টির অভ্যন্তরে এবং পরে পার্টি এবং জনগণের মধ্যে পুরোপুরি একটা আদর্শগত ঐক্য (uniformity) গড়ে তোলার জন্য আদর্শগত সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে তীব্র বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করা। পার্টির অভ্যন্তরে এবং পার্টি ও জনগণের মধ্যে এই আদর্শগত ঐক্য, 'ওয়াননেস ইন এ্যাপ্রোচ' আনবার সংগ্রামটা যদি না গড়ে ওঠে, তাহলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে, পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনকে কেন্দ্র করে নানারূপে ব্যক্তিবাদের যে বীজ সমাজে রয়েছে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে সমাজতান্ত্রিক সমাজের নাগরিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অগ্রগতিকে একটা সুবিধায় (privilege) পর্যবসিত করবে এবং তার ফলে তা এক সুবিধাবাদী ব্যক্তিবাদের জন্ম দেবে। তার থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে ভুল ধারণা নতুন আবরণে নতুন বুকনিতে পুনরায় দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকবে। যেমন চেকোশ্লোভাকিয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতার যে কথা বলা হচ্ছে, সেই সমস্ত কথাগুলো বলতে গেলে তাই।

**সংশোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্বের ভ্রান্ত বিশ্লেষণ**

চেকোশ্লোভাকিয়ায় বর্তমানে যা ঘটছে তার জন্য সোভিয়েট নেতৃত্বের সংশোধনবাদী তত্ত্ব ও কার্যকলাপই

মূলত দায়ী। যেমন, সোভিয়েট নেতৃত্ব বলছেন, সর্বহারা একনায়কত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে। অথচ, আমরা জানি, সর্বহারাশ্রেণী হচ্ছে মানব ইতিহাসে সর্বশেষ শ্রেণী। ইতিহাসে সর্বহারাশ্রেণী সর্বশেষ বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যে সর্বহারাশ্রেণী তার বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে 'নিগেশন অব নিগেশন' (negation of negation)-এর নীতি অনুযায়ী নিজের অবলুপ্তির পথও প্রশস্ত করবে। অর্থাৎ, সর্বহারা একনায়কত্বকে অবলুপ্ত করে সমাজকে শ্রেণীহীন তথা রাষ্ট্রহীন সমাজের দিকে নিয়ে যাবে। এই হচ্ছে রাষ্ট্র ও শ্রেণীর অবলুপ্তি সম্পর্কে মার্কসবাদের মূল কথা। মার্কসবাদের এই বুনিয়াদী তত্ত্বটা কোন্ তত্ত্ব, তথ্য এবং বিজ্ঞানের আলোচনায় তাঁরা ভুল বলে প্রমাণিত করলেন? তাঁদের মনগড়া যুক্তি (subjective argument) কেউ শুনতে চায়না। তথ্য খাড়া করে, সমাজবিজ্ঞান ইতিহাস বিশ্লেষণ করে, শ্রেণীসংগ্রামের অগ্রগতির বিষয়টিকে দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করে তাঁদের দেখিয়ে দিতে হবে যে — না, সর্বহারাশ্রেণী শেষ শ্রেণী নয়। আর মার্কসবাদ অনুযায়ী শ্রেণী অবলুপ্তি বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা কী? যেমন, স্ট্র্যাটাম (stratum), সেকশন (section), ক্যাটিগরি (category) — এগুলি যখন শুধু ওয়ার্ক (work) এবং প্রফেশান (profession)-এর পার্থক্যকে বোঝায়, কোন ইকনমিক স্ট্যাটাস অথবা ক্যাটিগরিকে আর প্রতিফলিত করেনা — তখন বলতে পারি যে, শ্রেণীর অবলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু, যদি এগুলো ইকনমিক ক্যাটিগরির ভিত্-এর ওপর তার উপরিকাঠামো হয়, তাহলে বুঝতে হবে শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়ে গেছে, মূল্যের নিয়ম (law of value) কাজ করছে বা ব্যক্তিমালিকানা রয়েছে, মানেই শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে। এগুলো মার্কসবাদের বক্তব্য। এ সম্পর্কে সোভিয়েটের বর্তমান নেতৃত্বের বক্তব্য কী? সোভিয়েট নেতৃত্ব কিন্তু এসব বিষয়গুলো আলোচনা না করেই বলে দিলেন, তাঁরা শ্রেণীহীন সমাজে পৌঁছে গেছেন। তাঁরা বলছেন, সোভিয়েট সমাজ শ্রেণীহীন সমাজ, সেখানে শ্রেণী নেই। যদিও এক্ষেত্রে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে স্ট্যালিনের একটা পুরানো ভুলেরই অনুসরণ করেছেন। একটা বিষয়ের ওপর একটু বেশি জোর দেবার ফলে এই ভুল এবং বিচ্যুতিটি অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে স্ট্যালিন করে ফেলেছিলেন। তাঁরা স্ট্যালিনের নাম উল্লেখ না করে তাঁর সেই ভুলটিকেই মূলধন করেছেন। এই তত্ত্বের জন্য তো স্ট্যালিনের প্রতি, স্ট্যালিনের ভুলটির প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা দেখানো দরকার ছিল! এই ভুলটি স্ট্যালিনের না হলে তাঁরা তাঁদের মাথা থেকে এটা বের করতে পারতেন না। বহু জিনিসই তাঁরা বিকৃত করেছেন। কিন্তু তত্ত্বগুলি সবই লেনিনের ও স্ট্যালিনের। চেতনার অনুন্নত মানের জন্য বর্তমান সোভিয়েট নেতৃত্ব শুরুতে তত্ত্বগুলোর প্রয়োগে ভুল করেছেন। তারপর ভুল হতে হতে ভুলের ওপর 'ইগো', 'ইনডিভিজ্যুয়ালিটি', উগ্র জাত্যভিমান (national chauvinism) সমস্ত কিছু মিলিয়ে সেই ভুলগুলোকে এমন একটা জায়গায় তাঁরা এনে ফেলেছেন যে, ভুলটা আর ভুল বলে স্বীকার করেন না। কেউ দেখিয়ে দিলেও স্বীকার করেন না। তাঁরা আজ যেমন চলছেন তেমনিই চলবেন। খুব বেশি হলে যুক্তির চাপে পড়ে যদি কোথাও অসুবিধায় পড়ে যান, তাহলে খানিকটা র‍্যাশানালাইজ করে, তর্ক করে দেখান যে — না, তাঁরা তো এরকম বলতে চাননি, তাঁরা তো ঐরকম বলেছেন, যেন দুটো কথার অর্থ একই। আর, এইসব কথা বলে তাঁরা যা করছেন, সেইটাই করে যাবেন। এটা তাঁদের ক্ষেত্রে এই কারণেই ঘটছে যে, তাঁদের চেতনার মান খুব উঁচু নয়। ফলে মূল বিষয়টা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। চেতনার এই অনুন্নত মানের জন্যই তাঁরা একথা বলতে পারলেন যে, সোভিয়েট এখন আর শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র নয়, জনগণের রাষ্ট্র। একথা বলার আগে তাঁদের প্রমাণ করে দেখাতে হবে, সর্বহারা একনায়কত্বের যুগে সোভিয়েটে সর্বহারা একনায়কত্বের যা ভূমিকা ছিল তা পালন করে দিয়ে সেখানে তার প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে।

### ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা গড়ে ওঠার ইতিহাস

যদি সর্বহারা একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সেখানে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা কী? রাষ্ট্র সেখানে আছে কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর ক্রুশ্চেভরা দেননি। মার্কসবাদী বুকনির আড়ালে তাঁরা লিবারেলিজমের দরজা খুলে দিয়েছেন। আর চেকোশ্লোভাকিয়া এই পথ ধরে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। লিবারেলিজমের নামে পরিষদীয় গণতন্ত্রকেই তারা খুব গ্রহণযোগ্য করে তুলছে। যে পরিষদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে এমনকি পরিষদীয় গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও মানুষের দ্রুত মোহমুক্তি ঘটছে, সেই পরিষদীয় গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র, বিপ্লবী বুকনি ও লিবারেলিজমের আড়ালে তারা আনতে চাইছে। কথাগুলো যা তারা বলছে, সেগুলোর মানে ঠিক তাই। তারা বলছে, রাষ্ট্র, সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীন ভূমিকা থাকবে। এ

কথার মানে কী? এ কথার মানে হচ্ছে, রাষ্ট্রের ওপর পার্টির কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। অর্থাৎ, তারা মনে করে, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা। কথাটা শুনতে খুব ভাল, খুব গণতান্ত্রিক! টেকনোক্র্যাটরা এটাই বলবে। এটাই তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের মূল বক্তব্য ছিল, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সার কথা ছিল। বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা মনে করেন — রাষ্ট্র, পরিষদীয় ক্ষমতা, বিচারবিভাগ এগুলো সব আলাদা হবে। পার্টি তো আলাদা বটেই। রাষ্ট্র বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওপর পার্টির কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। পার্টি নির্দেশ দেবে, সেই অনুযায়ী রাষ্ট্র চলবে — এসব হবে না। পার্টি তার নীতি পার্লামেণ্ট বা 'ন্যাশনাল এসেম্বলি'তে সংখ্যাগরিষ্ঠের মারফত, সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতের প্রতি মূল্য দিয়ে তার সঙ্গে সহযোগিতায়, কার্যকরী করবে। তাঁরা বলছেন, ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার মৌলিক। কোন কারণেই ওখানে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া যায় না। জন স্টুয়ার্ট মিল একজন বুর্জোয়া মানবতাবাদী। তিনি বলেছিলেন, যদি গোটা মানবজাতির মতের সঙ্গে একজনের মত না মেলে, অর্থাৎ একজন বাদে গোটা মানবজাতি যদি একমত হয় এবং একজন হলেও যদি কেউ বিরুদ্ধ মত পোষণ করে, তাহলে সেই ব্যক্তি, যদি তার ক্ষমতা থাকে, গোটা মানবজাতির কণ্ঠরোধ করলে যে অন্যায় হবে, তার একার মত রুদ্ধ করলে সমগ্র মানবজাতিরও সেই অন্যায় হবে।[১] ফলে, কারোর অধিকার নেই সংখ্যালঘিষ্ঠের মতকে দমন করার — সে যাই হোক না কেন। তাহলে মৌলিক অধিকার থাকে না, স্বাধীনতা থাকে না। এ হচ্ছে স্বাধীনতার অর্থকে বিকৃত করা (vulgarisation), স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছ সুবিধা ভোগ করা (ultra-privilege of liberty)। এটা হচ্ছে বুর্জোয়াদের ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা। ব্যক্তিস্বাধীনতার এবং মানব ইতিহাসে তার গড়ে ওঠার সংগ্রামটাও যে সুনির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা পরিচালিত — এর অস্বীকৃতির ফলেই বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রে এটা ঘটছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশের যুগে, পুঁজির অবাধ বিকাশ ও প্রতিযোগিতার যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতার বাধাহীন উন্মেষের স্বার্থে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মূল সুরটি 'মিল' তাঁর অপূর্ব বচনভঙ্গিমার দ্বারা তুলে ধরেছিলেন, যাতে 'মেজরিটি'র দোহাই দিয়ে 'মাইনরিটি'র কণ্ঠরোধ না করা হয়, দমন করা না হয়। মাইনরিটি, এমনকি একজন ব্যক্তিরও চিন্তা ও মতামতের যেন যথাযোগ্য মর্যাদা ও মূল্য দেওয়া হয় — এই ছিল 'মিল'-এর কথাটার যথার্থ তাৎপর্য। কিন্তু, বর্তমানের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে ঠিক এইভাবে বুঝলে বিপত্তি হবে।

### যে বুর্জোয়ারা একদিন এ্যাবসলিউটিজমের বিরুদ্ধে লড়েছিল, তারাই আজ ব্যক্তিসম্পত্তিকে এ্যাবসলিউট করে তুলেছে

আমাদের মনে রাখা দরকার, ব্যক্তিস্বাধীনতার সংগ্রামটা আকাশ থেকে পড়েনি বা ঘটনাটা এমন নয় যে, হঠাৎ করে 'মিল' নামে কোন একজন মানুষের মগজে এসে বিষয়টা ধাক্কা দিয়েছে এবং 'মিল' একজন মহামানব, যিনিই মানবমুক্তি ও স্বাধীনতার জয়ডঙ্কা বাজিয়েছেন। এর আগে যত বড় মানুষ ছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁর মত 'জিনিয়াস' ছিলেন না, এত প্রতিভাবান ছিলেন না, যার জন্য এসব ভাবতে পারেন নি! এসব বললে মানুষ মানবে না। আসলে বুর্জোয়াদের এই স্বাধীনতার ধারণা হচ্ছে, পুঁজিবাদী বিপ্লবের মধ্যে 'এ্যাবসলিউট ফ্রিডম'-এর যে ধারণা লুক্কায়িত ছিল, তারই প্রতিফলন। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের এই ধারণাই উৎপাদনের, উৎপাদন-সম্পর্কের এবং গোটা সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের ভিত্তিতেই এটা ঘটল। অথচ, যে 'এ্যাবসলিউটিজম'-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এই বিপ্লব বুর্জোয়ারা নিয়ে এল, তারাই কিন্তু আবার 'লিগ্যাল' এবং 'কনস্টিটিউশ্যনাল' অনুমোদন (sanction) দেওয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসম্পত্তির এই অধিকারকে গণতন্ত্রের নামে 'এ্যাবসলিউট' করে ফেলল এবং নিরঙ্কুশ (absolute), পবিত্র (pure), ঐশ্বরিক (divine)-এর মত একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাইল। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যুগে গড়ে ওঠা ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তির অধিকারবোধের ধারণাকে তারা 'এ্যাবসলিউট' করে ফেলল। অথচ আজ পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সঙ্কটের যুগে ব্যক্তি মালিকানা — উৎপাদন ও উৎপাদনের শক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে, সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত বুর্জোয়া ধারণাগুলি চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও আত্মসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়েছে, ব্যক্তিকে ক্রমাগত সমাজ সম্পর্কে উদাসীন করে তুলছে। আজ ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে একমাত্র সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সমাজের উৎপাদন, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব।

এই অবস্থায়, ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত বুর্জোয়া ধারণা এবং ব্যক্তিস্বার্থবোধ থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক স্বার্থের সাথে নিজেকে একাত্ম করে দেওয়ার সংগ্রামই যে ব্যক্তিস্বাধীনতা বা ব্যক্তির মুক্তি অর্জনের যথার্থ

সংগ্রাম, মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি না থাকার ফলে এবং বুর্জোয়া লিবারেলিজমের প্রভাব থাকার ফলে সংশোধনবাদীরা এটা ধরতে পারেনি। আর ধরতে পারেনি বলেই ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে তাঁরা আজকের যুগের 'আলট্রা সেন্স অব ফ্রিডম'-এর স্লোগান তুলছে এবং পরিষদীয় গণতন্ত্রকেই বেশি বেশি করে গ্রহণযোগ্য করে তুলছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার বুদ্ধিজীবীরা সমাজতন্ত্রের নামে এই জিনিসই চাইছেন। সমাজতন্ত্রের আবরণে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসিই চাইছেন। ফলে, ব্যক্তিগতভাবে যারা সম্পত্তির জন্য, নিজের জন্য কাজ করে — যে ধারণাটা পুঁজিবাদী বিপ্লব এনে দিল — সেইসব ব্যক্তিদের, বুদ্ধিজীবীদের, টেকনোক্র্যাটদের, সরকারি আমলাদের যদি কোন সামাজিক চেতনা না থাকে, তাহলে বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাট এবং প্রতিবিপ্লবীদের ষোলকলা পূর্ণ। কারণ, এইসব চর্বিমোটা বুদ্ধিজীবী, আমলা, টেকনোক্র্যাটদের মধ্য দিয়েই তো প্রতিবিপ্লবীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। কে আর কায়িক মজুর বা মুটের মারফত অনুপ্রবেশ করে? তাদের তারা খানিকটা গোমস্তা হিসাবে কাজ করিয়ে নেয়। অনুপ্রবেশ করে এই ধরনের শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা — যারা প্রশাসনে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। তাদের মারফতই প্রতিবিপ্লবীরা অনুপ্রবেশ করে।

## ব্যক্তির মুক্তি কোন্ পথে

ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমস্ত কর্মসূচি এক নজরে প্রমাণ করছে যে, এগুলির দ্বারা তাঁরা প্রকৃতপক্ষে 'লিবারেলিজমে'র চর্চা করেছেন। সমাজতন্ত্রের স্লোগানটা ছিল তাদের একটা আবরণ মাত্র। এই আবরণটা কাজ করছিল এইজন্যই যে, সেখানকার বহু দেশপ্রেমিক সাধারণ মানুষ, যাঁদের সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলা যাবেনা — কিন্তু যাঁদের মধ্যে শোধনবাদী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ আছে, তাঁরা এই লিবারেলিজমকে সমাজতন্ত্র মনে করেই স্বাগত জানিয়েছেন। এমনকি কমিউনিস্ট চেতনার নিম্নমানজনিত দুর্বলতার জন্য চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টিরও বহু ব্যক্তি একে স্বাগত জানিয়েছেন। লিবারেলাইজেশনের জন্য তাঁরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বুর্জোয়া সমানাধিকারকেই কমিউনিজম বলে মনে করেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার যে বুর্জোয়া ধারণা, নতুন বুকনিতে যাই বলুক, জনসাধারণ মনে করেন তারই তাঁরা অধিকারী। সেটাকেই তাঁরা কমিউনিজমের আসল কথা বলে মনে করেন, প্রধান কথা বলে মনে করেন। তাঁরা জানেন না যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমানাধিকার সংক্রান্ত প্রচলিত এই ধারণা একটা বিশেষ ঘটনা (phenomenon), একটা 'বাই প্রোডাক্ট', একটা সাময়িক জিনিস এবং এর ভূমিকা ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে এবং আজ তা সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল রূপ পরিগ্রহ করেছে। আজকে ব্যক্তিস্বাধীনতার সংগ্রামটা — শুধু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য সামাজিক দমনপীড়নের (social coercion) যে অবশিষ্টটুকু আছে, তার সমাধানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাকে সমাধান করে দিতে হবে। এটা সমাধান করতে হলে সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্বের বিরোধাত্মক চরিত্রটিকে মিলনাত্মক চরিত্রে পরিবর্তিত করে দিতে হবে, একে অপরের পরিপূরক (mutually conducive to each other) করে দিতে হবে। তার মানে, সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থকে বিলীন (identification) করে দেওয়ার সংগ্রামটা শুরু করতে হবে। সেই সংগ্রামের মধ্যেই সামাজিক বিরোধ (conflict) এবং দমনপীড়ন (coercion) থেকে ব্যক্তির মুক্তি নিহিত রয়েছে। মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর চাপানো যে দমনপীড়ন, যা থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি — সমাজ পরিবর্তনের নিয়মের পরিণতিতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের অবলুপ্তির পথেই সেই দমনপীড়নের হাত থেকে মুক্তির উপায় নিহিত রয়েছে।

## বস্তুগত ও ভাবগত উৎপাদন

যাকে তাঁরা চিন্তার স্বাধীনতা বলছেন, মার্কসবাদী হলে তাঁদের জানা উচিত যে, সেই চিন্তাও 'এ্যাবসলিউট' অর্থে, বা 'কনডিশন' মুক্ত অবস্থায় স্বাধীন নয়। আমি অন্য আলোচনায় দেখিয়েছি যে, কোন চিন্তা আসার আগে তার 'মেটেরিয়াল কনডিশন' আগে আসে এবং যত বড় চিন্তানায়কই হোন না কেন, একটা 'গিভন ক্যাটিগরি অব মেটেরিয়াল কনডিশন'-কে কারোর পক্ষেই অতিক্রম করা সম্ভব নয়। মেটেরিয়াল কনডিশন পাল্টাবার ফলে চিন্তাও পাল্টায়, আবার চিন্তাও মেটেরিয়াল কনডিশনের ওপর ক্রিয়া করে তাকে পাল্টাতে সাহায্য করে। এইভাবে মেটেরিয়াল কনডিশন এবং চিন্তা দুইই ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে। ফলে ধর্মীয় চিন্তা হোক, বুর্জোয়া

মানবতাবাদী চিন্তা হোক্, বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা বা ব্যক্তির অধিকারের ধারণা হোক — কোনটাই 'এ্যাবসলিউট' নয়, সর্বকালের জন্য নয়। একটা বিশেষ চিন্তা বা ভাব, একটা বিশেষ মেটেরিয়াল কনডিশন-এ একটা বিশেষ উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশের স্বার্থে প্রগতিশীল ভূমিকা নিলেও, নতুন পরিস্থিতিতে উৎপাদনের বিকাশের নতুন প্রয়োজনে সেটাই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায়। তখন নতুন মেটেরিয়াল কনডিশনে নতুন চিন্তা জন্ম নেয়। ফলে, কোন চিন্তা বা অধিকারের ধারণাই এ্যাবসলিউট নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার, প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের এবং বিভিন্ন শ্রেণীগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রতিদিন যে সংগ্রাম চলছে, সেই সংগ্রামের 'প্রোডাক্ট' হিসাবেই চিন্তার জন্ম হচ্ছে। এটা একটা উৎপাদন, এবং মার্কসবাদী পরিভাষায় একে বলা হয় ভাবগত উৎপাদন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষ তার পরিশ্রম এবং কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে উৎপাদন করে, সেই উৎপাদন ভাবগত এবং বস্তুগত দুই-ই। এই দুটোকে মিলিয়েই সামগ্রিক উৎপাদন ধরতে হবে। ফলে মানুষ যে উৎপাদন করছে তার একটা দিক হচ্ছে বস্তু, আর একটা দিক হচ্ছে ভাব, বা যাকে আমরা বলি মস্তিষ্কের ক্রিয়া — সেটাও বস্তু দ্বারা গঠিত। এই দুটোই আবার 'ইনটার-ডায়ালেক্‌টিক্যালি' একে অপরকে প্রভাবিত করছে। কখনও বস্তু বা মেটেরিয়াল কনডিশন অগ্রণী ভূমিকা (predominant role) গ্রহণ করে ভাবকে গড়ে তুলতে প্রধান ভূমিকা অর্জন করছে — এ নয় যে নিরঙ্কুশ (absolute) এবং একমাত্র ভূমিকা অর্জন করছে; আবার কোথাও ভাব বা 'সাবজেক্ট' বাস্তব পরিবেশকে 'টুইস্ট' করে, 'টার্ন' করে গড়ে তুলতে একটা প্রধান ভূমিকা অর্জন করছে। এইভাবে প্রধান ভূমিকা ক্রমাগত অদলবদল হচ্ছে। এই হল দ্বন্দ্বতত্ত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য যেটা মনে রাখা প্রয়োজন।

### রাষ্ট্র কবে অবলুপ্ত হবে

তাহলে, তাঁরা এগুলো ধরতে পারেননি। চেতনার নিম্নমানজনিত দুর্বলতার জন্যই আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা বিরাট প্রভাব ফেলে ব্যক্তিগত সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে সামাজিক স্বার্থের সাথে নিজেকে বিলীন করে দেবার মানসিকতা তাঁরা সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। তাঁরা ধরতে সক্ষম হননি যে, সমষ্টির স্বার্থের সাথে ব্যক্তির স্বার্থকে বিলীন করে দেওয়ার (merging) প্রশ্নটি কোনমতেই ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়া নয়, বরং সমষ্টির স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থকে বিলীন করে দেওয়ার মধ্যেই ব্যক্তির যথার্থ মুক্তির প্রশ্নটি নিহিত। এছাড়া সামাজিক দমনপীড়ন থেকে ব্যক্তি কখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে না। কারণ, যতদিন ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিক স্বার্থের 'এ্যান্‌টাগনিস্টিক কনট্রাডিকশন' থাকছে, ততদিন রাষ্ট্রকেও 'ইনস্ট্রুমেণ্ট অব কোয়ারশন' বা দমনপীড়নের যন্ত্র হিসাবে থাকতে হচ্ছে, ব্যক্তির ওপর সামাজিক 'রিপ্রেশন' থেকেই যাচ্ছে। এই অবস্থায় একমাত্র ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে পুরোপুরি বিলীন করে দেওয়ার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের যে 'এ্যান্‌টাগনিস্টিক কনট্রাডিকশন' বা বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব তার অবসান ঘটানো সম্ভব এবং একমাত্র সেই অবস্থাতেই সামাজিক দমনপীড়নের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে। সংগ্রামের এই প্রক্রিয়াটাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির যথার্থ মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম। এইটিই তার পরিণতি এবং এইটি নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত। এবং এইটে না করে ব্যক্তি সামাজিক দমনপীড়ন থেকে কখনও মুক্ত হতে পারে না। এইটে অস্বীকার করে ব্যক্তিস্বাধীনতা চাওয়ার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা। এইরকম ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণার দ্বারা পরিচালিত লোকেরাই দেখবেন, এক জায়গায় অপরের ওপর সুবিধা নেয়, আর এক জায়গায় নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সুযোগসুবিধার জন্য অপরের কাছে গোলামি করে, তার ধমকির কাছে নতি স্বীকার করে — যা ব্যুরোক্র্যাটরা করছে। একদল ব্যুরোক্র্যাট তার অধস্তনদের ওপর খুব ধমক লাগায়, তাদের কাছে নিজেদের খুব শক্তিমান মনে করে, মনে করে তার মত ক্ষমতাবান লোক আর নেই;আর অন্যদিকে তার ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে হাত কচলায়। কারণ, মানুষ হিসাবে সে পঙ্গু। সে তার পদের ক্ষমতা, আর্থিক সুবিধা, তার মিথ্যা ক্ষমতার ধারণা, মিথ্যা অহম্, মিথ্যা ব্যক্তিবাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

### কমিউনিস্টদের মধ্যেও অবমানিত জাতীয়তাবোধ কাজ করেছে

তাছাড়া, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে, বিশেষ করে চেকোশ্লোভাকিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় এলেও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রভাব কখনো

দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। টিটোর ঘটনার পর এটা বিশেষভাবে আমার মনে হয়েছিল। টিটো মস্কোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং স্ট্যালিনের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ব্রিগেডের একজন অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। টিটো একরকম বলতে গেলে স্ট্যালিনের নিজের হাতেরই সৃষ্টি। নিজের হাতের সৃষ্টিকে এরকম বিকৃত হতে দেখে আসল সমস্যাটার দিকে স্ট্যালিনের গভীর দৃষ্টি গিয়েছিল কিনা জানিনা, তা বোঝবার উপায় ছিল না। কিন্তু দেখছিলাম তিনি কতকগুলো জিনিস ধরবার চেষ্টা করেছেন এবং ধরেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমস্ত কমিউনিস্টের মধ্যে বলকান অবমানিত জাতীয়তাবোধ (national humiliation) কমিউনিজমের বড় বড় কথার মধ্যেও মিশে আছে। সেখানে ফ্যাসিবাদ বিরোধী যে জাতীয় বিপ্লব — যেটা মূলত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব — তার মধ্যে এটা ধরা পড়েনি। কিন্তু, আসলে এই বলকান সুপ্ত অবমানিত জাতীয়তাবোধ তাদের মধ্যে প্রগতিশীল সমস্ত বুক্‌নির আড়ালে ঠিক লুক্কায়িত হয়ে আছে। একে ভাঙতে পারে, আঘাত করতে পারে যে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ, একমাত্র তার দ্বারাই এই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী মানসিকতাকে চুরমার করে দেওয়া সম্ভব। এটা করতে হলে, সত্যিকারের দেশাত্মবোধ এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ যে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে একই সঙ্গে গড়ে ওঠে — তা প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; যেমনভাবে তত্ত্বগত দিক থেকে মার্কসবাদ সমস্ত বুর্জোয়া আদর্শের বিরুদ্ধে একসময় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এইটে প্রতিষ্ঠিত করলে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির জন্যই একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে;সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা প্রভাব পড়বে এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও প্রভাবের ফলে তা সমাজআন্দোলনে পর্যবসিত হবে। সমাজআন্দোলনে পর্যবসিত হলেই তখন যথার্থ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও পুনরুজ্জীবনের (regeneration) সুযোগ আসে, ব্যাপক গণআন্দোলনের সুযোগ আসে। স্ট্যালিন এটা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শুরু করে কিছুদূর এগোবার পরই তাঁর মৃত্যু হয়।

### ক্রুশ্চেভের নিকৃষ্ট পপুলিস্ট আচরণ

উদারনীতিবাদ চর্চার যেসব 'চ্যাম্পিয়ন'দের স্ট্যালিন জেলে পুরে কাজটিতে হাত দিচ্ছিলেন, ক্রুশ্চেভ এসে তাদের মুক্ত করে দিলেন। স্ট্যালিন এদের জেলে পুরেছিলেন এই কারণেই যে, এদের অপকর্ম করতে দিয়ে কাজটিতে হাত দেওয়া যায় না। এদের এক ধরনের সস্তা জনপ্রিয়তা আছে, এদের এইসব 'পপুলিস্ট' কথা, হাবভাব, আচার-আচরণ অনুন্নত চেতনার জমিতে সবসময়ই কাজ করে — যে কারণে ক্রুশ্চেভ দেখতে দেখতে কেমন পপুলার হয়ে গেলেন। অবশ্য তিনি পপুলার হয়েছেন বাজে লোকের কাছে। হঠাৎ দেখা গেল 'কি ভাই' বলে কারোর গলা জড়িয়ে ধরলেন, বা একজন নাইট ক্লাবের মেয়েকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করে দিলেন। এসব দেখে অনেকে বলতে লাগল, 'দেখেছো কত সরল, এতটুকু অহমিকা নেই'। এইসব বাজে স্টান্টের রাজনীতি হচ্ছে তাঁদের কায়দা। আসলে এগুলো হচ্ছে সস্তা জনপ্রিয়তার আবরণে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের অহম্‌বোধ — যেটা বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত ধরা পড়বেই। যে মানুষ অহম্‌বোধ থেকে মুক্ত তাঁর এইসব 'পপুলিস্ট' ভাবভঙ্গীর ভান থাকে না। সে ব্যক্তির আচার-আচরণ অত্যন্ত সোজা এবং পরিষ্কার। সে ব্যক্তির এত তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট ধরনের বিচারবিবেচনা থাকে না। তাঁর আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে — কী করে তাঁর জনপ্রিয়তা অর্জন হয় বা তাকে লোকে মনে করে, আহা এরকম লোক আর হয় না — এ জিনিস প্রতিফলিত হয় না। এইসব বাজে জিনিস তাঁর চিন্তা বা বিচারবিবেচনার মধ্যেই নেই। সেইজন্য তিনি একদিকে যেমন বন্ধু সৃষ্টি করেন, মানুষ তৈরী করেন, অপরকে অনুপ্রাণিত করেন, সঠিক রাস্তা দেখান, চরিত্র তৈরি করেন;অন্যদিকে একদল ভুল বুঝে তাঁর বিরুদ্ধে যায়, প্রতিক্রিয়াশীলরা তাঁর বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু তিনি 'ঝোলের লাউ অম্বলের কদু', অর্থাৎ সকলের কাছেই খুব পপুলার, সবাই তাঁকে খুব ভাল লোক বলে — এইরকম তাঁর হয় না। কিন্তু এই 'পপুলিস্ট' হাবভাব, আচার-আচরণের লোক হচ্ছেন ক্রুশ্চেভ।

ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনীতিতে একটা বিচ্যুতি এনে দিয়েছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই বিচ্যুতি তিনি আনতে পেরেছেন, কারণ, স্ট্যালিনের আমলে মার্কসবাদের দর্শনগত উপলব্ধি নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকাশলাভ না করার ফলে আদর্শগত এবং তত্ত্বগত ক্ষেত্রে চেতনার নিম্নমানের সৃষ্টি হয়েছিল। বা বিকাশলাভ করে থাকলেও, খানিক খানিক টেকনিক্যালি মেটেরিয়াল জোগাড় করার দিক থেকে তাকে কিছুটা সমৃদ্ধ করলেও তার উপলব্ধিটা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও মানুষের জীবনধারা ক্রমাগত যে নতুন নতুন সমস্যার সামনে পড়েছিল এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন, বিশ্ব পরিস্থিতি এবং গণআন্দোলনের সামনে যে

নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছিল, তার সমাধান করার পক্ষে যথাযথ (adequate) ছিল না। কেননা চেতনার মান এক জায়গায় বসে থাকে না। এই যে একদিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি, অর্থনীতির আধুনিকীকরণ, আর একদিকে তত্ত্বগত মান নেমে যাওয়া — এর ফলে, কিছুদূর এগোবার পরই পড়তি চেতনার মানের ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে নানা বিচ্যুতি দেখা দিতে শুরু করে। চেতনার পড়তি মান সত্ত্বেও স্ট্যালিনের মত নেতৃত্বের উপস্থিতি যা মার্কসবাদকে রাজনীতি, অর্থনীতি, রুচি-সংস্কৃতি এবং দর্শনের ক্ষেত্রে মূলগতভাবে রক্ষা করেছে, সেই নেতৃত্ব যখন অনুপস্থিত হয়ে গেল তখন মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি সম্পূর্ণ হওয়ার পথে আর কোন বাধা রইল না।

### সাম্যের ধারণা

আমরা জানি, বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার ভূমিকা এবং পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শুধু উৎপাদন ও বণ্টনের যথাযথ সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মারফত 'প্রত্যেকে তার যোগ্যতা (ability) অনুযায়ী' এই অবস্থা থেকে 'প্রত্যেকে তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী' এই জায়গায় আমরা যেতে পারি। কিন্তু মনগড়া একটা পরিকল্পনার দ্বারা কি এ জিনিস করা সম্ভব? ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের পার্থক্য কী? না, 'ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রী'রা সমাজের সমস্ত মানুষকে সমান করতে চেয়েছে। কমিউনিজম এ জিনিস চিন্তা করেনি। কমিউনিজম সামাজিক দমনপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্ত করার কথা চিন্তা করেছে। প্রত্যেকটি মানুষের সংগ্রাম হচ্ছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে সে বড় হবে, কিন্তু প্রত্যেকে যেহেতু আলাদা সত্তা, তাই কোন দুজন মানুষই সমান হবেনা। কিন্তু সামাজিক দমনপীড়ন থেকে তারা মুক্ত, অর্থনৈতিক শোষণ থেকে তারা মুক্ত, নৈতিক কলুষতা (moral depravation) থেকে তারা মুক্ত। কিন্তু তারা আপেক্ষিক অর্থে মুক্ত — কেবলমাত্র সামাজিকভাবে, সমাজ পরিবেশে তারা মুক্ত, উৎপাদন ও বণ্টনের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তারা মুক্ত — তাদের ওপর কোন অবিচার নেই। সমাজে অন্যায় ও অবিচারের সমস্ত কারণগুলোর (factor) অবসান ঘটানো হয়েছে। কিন্তু, প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের লড়াই আছে এবং এই লড়াই থাকবে। প্রকৃতিকে ক্রমাগত জয় করেই, সমাজ ও সভ্যতা এগোতে থাকবে। ফলে 'উৎপাদনের প্রাচুর্যের দ্বারা সমাজতন্ত্র' — এই কথার অর্থ এই নয় যে, পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার অবসান, মুদ্রা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান, রাষ্ট্রের অবলুপ্তি এগুলি আপনাআপনি এসে যাবে। কিন্তু ক্রুশ্চেভ এসে সমাজতন্ত্রের মানে দাঁড় করালেন নিছক উৎপাদনের প্রাচুর্য। সমাজতন্ত্র বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, শ্রেণীহীন সমাজ। কারণ, তিনি যেসব লেখাগুলোকে 'কোট' করেছেন, সেগুলি গোড়ার দিকের ক্লাসিক্যাল ল্যাংগুয়েজে লেখা। সেইসময়ে একটা কথা চালুই ছিল, সমাজতন্ত্র মানে শ্রেণীহীন সমাজ — যার জন্য আমার ধারণা ট্রট্স্কির গণ্ডগোল হল। ট্রট্স্কি মনে করলেন, সমাজতন্ত্র মানে শ্রেণীহীন সমাজ, তাহলে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র শ্রেণীহীন সমাজ হলে, একটা দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কী করে সম্ভব? এই নিয়ে অনেক গণ্ডগোল হয়েছে। ক্রুশ্চেভ এসেও যে ধারণা নিয়ে এলেন, তা হচ্ছে, সমাজতন্ত্র মানে উৎপাদনের প্রাচুর্য। ফলে, তিনি বলতে শুরু করলেন, সোভিয়েটে যদি উৎপাদনের প্রাচুর্য না থাকে, তাহলে সমাজতন্ত্রটা কী হল? যদি এখনও 'রেশন' করতে হয়, যদি মানুষকে এখনও বিনামূল্যে খাদ্য দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তা সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা। এই ধারণা তাঁকে অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণের দিকে, 'লেবার ইনসেনটিভে'র দিকে নিয়ে গেল।

### লেবার ইনসেনটিভ — নির্মম পুঁজিবাদী শোষণের একটি হীন রূপ

এই লেবার ইনসেনটিভ সম্পর্কে একটা কথা আমি এখানে বলে যেতে চাই। দেখুন, বিপ্লবী বুকনির আড়ালে এই নকশালপন্থীরা বলুন বা সি পি আই, সি পি আই (এম) বলুন — এঁরা সকলেই মজুর আন্দোলনে ইনসেনটিভ দাবি করছেন। আমাদের দলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদেরও দেখছি, ইনসেনটিভ পদ্ধতি তাঁরাও দাবি করেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কেন ইনসেনটিভ পদ্ধতি দাবি করব? একটা হল লড়াইয়ের প্রয়োজন, যখন এটা না করে উপায় নেই। অর্থাৎ, ইনসেনটিভ যখন আসছেই, তখন শ্রমিকরা লড়াইয়ের মারফত ইনসেনটিভের শর্ত উন্নত করে আরও বেশি সুবিধা কেন নেবে না। কিন্তু এই কাজটি করার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াদের ইনসেনটিভ পদ্ধতি চালু করার পিছনকার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক হীন উদ্দেশ্যটি তো খুলে দিতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে, যে বুর্জোয়ারা এক জায়গায় ইনসেনটিভের কথা বলছে, তারাই আর এক

জায়গায় আর একটা কারখানায় লালবাতি জ্বালাচ্ছে। এসব কথা ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও স্ট্যাটিস্‌টিক্স দিয়ে বলেন। কিন্তু তার পেছনকার মূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণটি না ধরতে পারলে শুধু এরকম স্ট্যাটিস্‌টিক্স দিয়ে বললে তো হবেনা। স্ট্যাটিস্‌টিক্স আমাদের কিসের জন্য প্রয়োজন? স্ট্যাটিস্‌টিক্স আমাদের দরকার সত্যকে প্রাঞ্জল করার জন্য, তত্ত্বকে বিশদভাবে উপলব্ধির জন্য। তত্ত্ব দিয়ে তাঁরা যদি যথার্থ অর্থে সত্য উপলব্ধি করতে না পারেন, সত্যকে সাধারণ মানুষের মত করেই বোঝেন, তাহলে আমি বলব যে, স্ট্যাটিস্‌টিক্স ঘেঁটে শুধু শুধু কষ্ট এবং শরীরপাত করার দরকার কী? এর দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনকে যে সুবিধাবাদের পাঁকে তাঁরা ডুবিয়েছেন, সেইটেই হবে। লেবার ইনসেনটিভ চালু করার বুর্জোয়াশ্রেণীর চক্রান্তকে তুলে ধরে শ্রমিক আন্দোলনকে যদি সঠিক পথে তাঁরা পরিচালিত না করতে পারেন, তাহলে এই আন্দোলনগুলোকে শোষণমুক্তির সঠিক রাজনৈতিক লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছে দিতে পারবেন না।

আপনাদের মনে রাখতে হবে, এই লেবার ইনসেনটিভের দ্বারা পুঁজিবাদী শোষণ শুধু নির্মম হচ্ছে তাই নয়, তা হীন (heinous) এবং অত্যন্ত নীচুস্তরের নোংরা হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ, এর দ্বারা মালিকরা কম উৎপাদনের সমস্ত দায়দায়িত্ব শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। অথচ, উৎপাদন কম হওয়ার আসল কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন-সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির দ্বন্দ্ব। সঠিক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে ধরা পড়বে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে বাড়তি পুঁজি (surplus value) সৃষ্টি হচ্ছে, তা ব্যক্তিমালিক আত্মসাৎ করছে — যার ফলেই পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বেকার সমস্যার সৃষ্টি, যার জন্য পুঁজিবাদ আজ আর প্রকৃত অর্থে আমূল ভূমিসংস্কার করতে পারে না এবং যার জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব নেই। এই কারণেই পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনীতিতে আজ তীব্র মন্দার চাপ, গোটা উৎপাদন ব্যবস্থায় তীব্র সঙ্কট। সেই পুঁজিবাদ, আদর্শগত দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন কার্যত নিরস্ত্র হয়ে পড়ার ফলে, তার সুযোগে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করে সঙ্কটের সমস্ত বোঝা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। তারা দেখাতে চাইছে, উৎপাদন না হওয়ার কারণ শ্রমিকরা কাজ করতে চায়না। আপনারা মনে রাখবেন, এমনকি পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকদের কাজ করার মন নষ্ট করে দেওয়া, কাজ সম্পর্কে নিরুৎসাহিত হওয়ার কারণও পুঁজিবাদী শোষণ, পুঁজিবাদের সামাজিক অবিচার। অথচ, উৎপাদন না হওয়ার সমস্ত দায়দায়িত্ব মজুরের ঘাড়ে তারা চাপাচ্ছে। একদিকে মজুরের ওপর তারা কাজের বোঝা চাপাচ্ছে, অন্যদিকে মজুরের পয়সায় ফেঁপে ওঠা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স থেকে কিছু দানের নামে, করুণার নামে তারা দেখাচ্ছে তারা কত মহৎ! দেশের জন্য তাদের কত দরদ এবং উৎপাদন বাড়াবার জন্য তাদের কত আকাঙক্ষা! তারা দেখাতে চাইছে, যেন এই উৎপাদন বাড়াবার আকাঙক্ষা থেকেই তারা নিজেরা মজুরের নিষ্ক্রিয়তা ভাঙবার জন্য ইন্‌সেনটিভ পদ্ধতি চালু করেছে।

এটা কীরকম জানেন? অসহায়, না খাওয়া যে মজুর অজ্ঞতা-অসচেতনতার জন্য কেন না-খাওয়ার দুরবস্থা তা জানেনা, কিন্তু পেট মানেনা বলে পয়সা কামাতে চায়, দুটো পয়সার জন্য বেশি কাজ করতে চায়, তাকে সেই পয়সার লোভ দেখিয়ে তার ওপর কাজের বেশি বোঝা চাপানো। বাড়তি সময় (overtime) খেটে, বেশি খেটে উৎপাদন বাড়ানো, মানে অন্য কথায় কাজের চাপ বাড়ানো; মেশিনের সহায়তায় করুক, বা মেশিন ছাড়াই করুক — শেষপর্যন্ত তা কাজের চাপ বাড়া। কিছু আর্থিক সদ্‌গতি করে দেওয়ার নাম করে মজুরের ওপর এই কাজের চাপ বাড়ানোর নাম হল 'ইনসেনটিভ' পদ্ধতি। এর দ্বারা মালিকরা বলতে চায়, মজুর অবিবেচক (callous), স্বার্থপর, দায়িত্বহীন — এই কারণে উৎপাদন কমছে — কাজেই তাকে ইনসেনটিভ দাও, ইনসেনটিভ দিলে সে বেশি কাজ করবে। অর্থাৎ, টাকার লোভ দেখাও তাহলে সে কাজ করবে। শ্রমিকরা ইনসেনটিভ নিতে চায়, টাকার অর্থে বেশি নিতে চায়, তার পেট চলে না বলে। আমার কথা হচ্ছে, ইনসেনটিভ আপনারা শ্রমিকদের নিতে বলুন, কিন্তু তার সঙ্গে শ্রমিকের কাজের অবস্থা উন্নত করার সংগ্রামটা যুক্ত করুন। আর 'লেবার ইনসেনটিভ'টি যে শ্রমিকের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের একটি চক্রান্ত, এটি যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্মম শোষণের রূপ এবং শ্রমিকের পক্ষে একটি অবমাননা, তার চরিত্রটা ব্যাখ্যা করুন এবং ধরিয়ে দিন। আমাদের দেশের অন্যান্য যেসব পার্টি মার্কসবাদের কথা বলছে এবং শ্রমিকদের হয়ে লড়ছে, তারা কেউই এসব মৌলিক বিষয়গুলি আনেনি। একমাত্র আমাদের পার্টিই এর ওপর এসব কথা বলছে। এসব নিয়ে আমাদের পার্টি গভীরভাবে ভাবছে এবং এগুলো কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু তোলার চেষ্টা করছে। দলের কর্মীরা, যারা এগুলিকে শ্রমিকদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, তারা তাদের সামর্থ্য, বুদ্ধিমত্তা, চেতনার মান অনুযায়ী এগুলো তুলছে। পার্টিতে এ নিয়ে একটা প্রচেষ্টা আছে, একজন কমরেডেরও মনের মধ্যে এ নিয়ে বিভ্রান্তি থাকলে তা দূর করার চেষ্টা হচ্ছে। যারা শ্রমিক

আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাদের মধ্যে এ বিষয়গুলো ঢোকানো হচ্ছে এবং কাজ করানো হচ্ছে। যদিও আমাদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই, একথা বলছি না। তবে আমরা চেষ্টা করছি।

### সমাজতন্ত্রে যে কোনভাবে উৎপাদন বাড়াবার বিপদ

তাহলে লেবার ইনসেনটিভ হচ্ছে আর একটি বিপজ্জনক জিনিস, যেটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ক্রুশ্চেভ নিয়ে এলেন — যার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই বিপ্লবী শ্রমিক-ভাবাদর্শের সঠিক পথে গুরুত্ব সহকারে সংগ্রাম পরিচালনা করা দরকার। লেবার ইনসেনটিভ, উৎপাদন বাড়ানো, উৎপাদনের প্রাচুর্য — এসব কথাগুলি উৎপাদনের বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত নিয়মকে যথার্থভাবে না বুঝেই বলা হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত নিয়মকে বজায় রেখে — অর্থাৎ, উৎপাদনের বিকাশের নিয়মকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঠিক ঠিকভাবে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় রূপান্তরের নিজস্ব কর্মসূচীটি বজায় রেখে — সমস্ত মানুষের শক্তিকে সংহত করে এবং উৎপাদনের উৎসগুলিকে — সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বস্তুগত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমস্ত কিছু — একত্রিত করে এবং বিজ্ঞানের কারিগরি বিকাশকে তার সাথে যতদূর সম্ভব প্যাটার্ন করে — উৎপাদনকে বাড়াতে হবে। লেনিন যেহেতু বলে গেছেন, উৎপাদনের প্রাচুর্য ছাড়া সমাজতন্ত্র হতে পারেনা, অতএব উৎপাদন যেভাবেই হোক বাড়াতে হবে — বিষয়টা এত সহজ নয়। ক্রুশ্চেভের বক্তব্য হচ্ছে, উৎপাদনের প্রাচুর্যের দিক থেকে সোভিয়েট যখন আমেরিকার থেকে আজও পিছিয়ে আছে — তখন এ কিসের সমাজতন্ত্র? অথচ তিনি বুঝতেই পারলেন না, আমেরিকার থেকে উৎপাদন নীচে থাকা এবং মোট উৎপাদন কম থাকা সত্ত্বেও সারা দুনিয়াকে কমিউনিস্টরা যে জয় করল সমাজতন্ত্রের পক্ষে, তার শক্তি ভিন্ন জায়গায় নিহিত। চেতনার নিম্নমানের জন্য এই বুনিয়াদি বিষয়টি না ধরতে পারার ফলেই চিন্তার ক্ষেত্রে তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে।

আর আদর্শগত চেতনার নিম্নমান যেমন হঠকারিতার জন্ম দেয়, তেমনি শোধনবাদেরও জন্ম দেয়। চেতনার এই নিম্নমানই আধুনিক সংশোধনবাদের জন্ম দিয়েছে। ফলে লিবারেলাইজেশন সোভিয়েট ইউনিয়নই শুরু করেছে। অজুহাতে তারা বলছে, স্ট্যালিনের আমল ছিল একটা নির্মম শৃঙ্খলিত শাসনব্যবস্থা, তার ফলে মানুষের ব্যক্তিপ্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়নি। এগুলি ছিল গোড়ায় তাদের বক্তব্য। মানুষ নিজের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়নি। আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এগুলি ছিল কি ছিল না, তার আলোচনায় এখন আমাদের যাওয়ার দরকার নেই। আমার বক্তব্যও খানিকটা সংক্ষেপ করা দরকার। উদারনৈতিকতাবাদ আনবার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রথমে এই বলেই শুরু করেছিলেন যে, তাঁরা ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন, স্ট্যালিন আমলের এই নেতিবাচক দিকটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল, স্ট্যালিনের ভাবমূর্তির বিরুদ্ধেই তাঁরা লড়াই করছেন। ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে মূল যে জায়গাটায় হাত দেওয়া দরকার, সে জায়গাটা তাঁরা ধরতেই পারেননি। কারণ, ব্যক্তিপূজা আসছে অনুন্নত চেতনার নিম্নমান থেকে, আসছে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব যেটা গড়ে উঠছে — অর্থাৎ উৎপাদন রীতির (mode of production) যে পরিবর্তন হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমান তালে গড়ে উঠতে পারছে না — তার থেকে। এই কারণগুলি তাঁরা ধরতে পারেননি এবং তাঁর ভিত্তিতে সংগ্রাম করেননি। এই কারণেই তাঁরা ধরতে পারেননি যে, কোন নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ সমর্থন — সে ব্যক্তি হতে পারে, কমিটি হতে পারে, বা পার্টি হতে পারে — অবশ্যম্ভাবীরূপে কোন না কোনভাবে ব্যক্তিপূজার জন্ম দেবে। এটাকে দূর করার উপায় এই কথা জাহির করা নয় যে, তাঁরা অন্ধ না, তাঁরা গণতন্ত্রের জয়ডঙ্কা বাজাচ্ছেন। এই গণতন্ত্রের জয়ডঙ্কা বাজিয়েই দুনিয়ার সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আজ ফ্যাসিবাদ আসছে। সুতরাং তাঁদের এই সমস্ত বক্তব্য প্রমাণ করছে যে, মার্কসবাদের মূল তত্ত্বগুলিকে, যে তত্ত্বগুলির আজও কার্যকারিতা রয়েছে সেগুলিকে আমাদের মতে এবং অনেকের মতে, তাঁরা লঙ্ঘন করেছেন।

### সোভিয়েটের উদারনীতিবাদই চেকোশ্লোভাক শোধনবাদের জন্মদাতা

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, ব্যক্তিবাদ যা এতদিন রাষ্ট্র বা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি, কিন্তু অবদমিত অবস্থায় সমাজের ভিতরে ছিল, — স্ট্যালিন পরবর্তীকালে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের এইসব বক্তব্য ও কার্যকলাপ

তার মাথা তোলার সুযোগ করে দিল। সোভিয়েটে এই ঘটনার ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় এই ব্যক্তিবাদ মাথাচাড়া দেওয়ার বাড়তি সুযোগ পেল। আর, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সমর্থন তো পেলই। সোভিয়েট নেতৃত্বের এই শোধনবাদী তত্ত্বের জন্য সোভিয়েটের আন্তর্জাতিক 'এ্যালাইনমেণ্টের'-ও স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন হল। ফলে, বাইরের দেশের বুদ্ধিজীবীদের, আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিশ্রেণীর চাপও চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর পড়তে শুরু করল। সেটাও ব্যক্তিবাদের প্রবণতার পক্ষে একটা শক্তি। ফলে, যে ব্যক্তিবাদ তাঁদের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে, সেই ক্ষয়িষ্ণু (rotten) ব্যক্তিবাদ কুৎসিতরূপে দেখা দিল। তাঁরা সোভিয়েটেরই বুক্‌নিগুলিকে ভিত্তি করে সংস্কৃতিকে, আদর্শকে নিম্নগামী করে ফেললেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীকরণ থেকে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ, নিকৃষ্ট ধরনের পেটিবুর্জোয়া উদ্দেশ্যহীন ব্যক্তিবাদের চর্চায় নিমজ্জিত হলেন। ফলে, সোভিয়েট নেতারা বিপদগ্রস্ত হলেন। তখন তাকে আবার তাঁরা শক্তি প্রয়োগ করে দমন করতে গেলেন। কারণ, মূল সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সোভিয়েটে তখনও আছে। কী অদ্ভুত অবস্থা দেখুন! একদিকে তাঁরা উদারনৈতিক শক্তিগুলোর — যেটা লিবারেলিজমের আড়ালে, স্বাধীনতা-গণতন্ত্র এইসব বুক্‌নির আড়ালে আসলে প্রতিবিপ্লবের শক্তি — তাদের মাথাচাড়া দেবার রাস্তা খুলে দিচ্ছেন; আবার অপরদিকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁরাই তাকে বলপ্রয়োগ করে দমন করছেন। এই অস্তিত্ব বজায় রাখা বলতে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র বজায় রাখা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বজায় রাখা, নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা, তার জন্য ভীত হওয়া — এর যে কোনটা হতে পারে। আসলে সোভিয়েটের উদ্দেশ্য কী ছিল, সেটা আমি পরে আলোচনা করছি। কিন্তু এর দ্বারা তাঁরা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অত্যন্ত বিপজ্জক অবস্থায় ফেলছেন। সাম্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ ও বুর্জোয়া উদারনৈতিক মানবতাবাদী ভাবাদর্শের মধ্যকার পার্থক্য তাঁরা গুলিয়ে দিচ্ছেন। এর দ্বারা কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের যে জোর, তার যে যুক্তিধারা তার শক্তিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিচ্ছেন, শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী আন্দোলনকে নিরস্ত্র করে দিচ্ছেন। ফলে বিভ্রান্ত জনসাধারণের মধ্যে, এমনকি ভাল বিপ্লবীদের মধ্যেও যে ব্যক্তিবাদ সুপ্ত থাকে, তার কুফলগুলি সেই সুযোগে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। আর, যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন তাঁরা এটাকে জোর করে দমন করতে চাইছেন। ফলে আবার উল্টো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এই উদারনৈতিকতাবাদের দরজা খুলে দেওয়ার কিছুদিন পর থেকে একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছিল। এটা আমার ধারণা — খুব মনোযোগ দিয়ে এই জায়গাটা লক্ষ্য করুন। ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বে আসার কিছুদিন বাদে চলে গেলেন। কেন চলে গেলেন? না, ক্রুশ্চেভ তাঁর ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে যে উচ্চ মর্যাদাবোধ প্রতিফলিত করা দরকার ছিল তা করেননি, কমিউনিস্ট নৈতিকতা ও মান প্রতিফলিত করেননি। তাঁর অসঙ্গতিপূর্ণ ও খামখেয়ালি আচরণ সকলের চোখে তাঁকে হেয় করে তুলেছিল। ক্রুশ্চেভ এসেছিলেন স্ট্যালিনের ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই লড়াইতে, যে কথাটা দিয়ে ঐ নিম্নচেতনাসম্পন্ন মনগুলোকে তিনি খুব আকৃষ্ট করেছিলেন, এমনকি কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে প্রভাব ফেলেছিলেন, সেটা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের মানে সবাই মিলে পার্টিগতভাবে সিদ্ধান্ত করা এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা। এই প্রক্রিয়াটির ব্যতিক্রম মানেই গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ এবং যৌথ নেতৃত্বের ব্যতিক্রম। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, যৌথ নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতিটি এইরকম এবং যৌথ নেতৃত্বের গ্যারাণ্টিও হচ্ছে প্রতিনিয়ত এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করা। কিন্তু, কোন কোন সময়, যেমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বা প্রচলিত নিয়ম মেনে যখন কাজ করা সম্ভব নয়, তেমন অবস্থায় এই প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করতে হয়। আমরা কি মনে করি যে, সেই সময় একটি সত্যিকারের মার্কসবাদী পার্টিতে যৌথ নেতৃত্ব থাকেনা? না, যৌথ নেতৃত্ব সেই সময়েও থাকে। কিন্তু রাখা কঠিন, তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। তাই কোন একটা সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছিল না মানেই যৌথ নেতৃত্ব ছিল না বললে, তা হবে অতি সরলীকরণ। আবার এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকল মানেই যৌথ নেতৃত্ব আছে — তাও ঠিক নয়। এরকম ধারণার দ্বারা যৌথ নেতৃত্বকে নিছক নিয়মতান্ত্রিক (ফর্মাল) গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের ধারণায় নামিয়ে আনা হয়। যৌথ নেতৃত্ব বলতে যদি শুধু এই প্রক্রিয়াকেই বোঝাতো, তাহলে বলতে হয়, সমস্ত বুর্জোয়া পার্টি যারা প্রতি বছর কনফারেন্স করে, প্রস্তাব নেয় এবং কার্যক্রম গ্রহণ করে তারা সকলেই গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে যৌথ নেতৃত্ব আছে। না। কোন বুর্জোয়া বা

পেটিবুর্জোয়া পার্টিতে যৌথ নেতৃত্ব থাকতে পারে না। থাকাই সম্ভব না। তারা চেষ্টা করলেও সম্ভব না। সেখানে যৌথ কথাটা একটা ছদ্মবেশ (cloak), একটা বিভ্রান্তিকর স্লোগান বোঝাবে, যেখানে বাস্তব হচ্ছে ভিন্ন।

**ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান আসলে ব্যক্তি স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যেই**

সুতরাং, ক্রুশ্চেভ এসেছিলেন এই কথা বলে যে, স্ট্যালিন যৌথ নেতৃত্ব শেষ করে দিয়েছেন। এবং এই কারণেই স্ট্যালিনের ব্যক্তিগত যেসব নেতিবাচক দিক, সেগুলি থেকে গিয়েছিল, এবং তিনি যা করেছেন তাকে আটকাবার উপায় ছিল না, অন্যদের কিছু করবারই ছিলনা, কারণ গণতন্ত্র ছিল না। অথচ ক্রুশ্চেভ এসে নিজের কাজের দ্বারা ঠিক এই জিনিসটাই করেছেন। তিনি বক্তৃতা মঞ্চে যখন বলতে দাঁড়াতেন, পার্টির মূল নীতি বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপও করতেন না। কোন বিষয়ে যদি পার্টির সিদ্ধান্ত তখনও না হয়ে থাকে, তিনি বলতেন না যে, পার্টি এ বিষয়ে এখনও কিছু সিদ্ধান্ত করেনি, এ ব্যাপারে নিজের মত হিসাবে তিনি একটা কথা বলছেন, এই মতটা তিনি সকলের ওপর চাপাচ্ছেন না, একটা আলোচনার বিষয় হিসাবে ভাববার জন্য দিচ্ছেন, পার্টির মত পরে আসবে। এসব তাঁর কিছু ছিল না। তিনি পার্টির একটা মত বলতে বলতে তাকেই বিরোধিতা করে যেখানে খুশি চলে যেতেন। তারপর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোর অবশ্যকরণীয় কাজ হত তাঁর সেই বক্তব্যকে সমর্থন করা, তার জন্য নতুন করে যুক্তি ঢেলে সাজানো, তথ্য নতুন করে সংগ্রহ করা — দেখানো যে, ক্রুশ্চেভই ঠিক। কারণ, তিনি পার্টির নেতা। এটা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বুদ্ধিজীবীদের কাছে সোভিয়েট নেতৃত্বকে একটা বিশ্রী অবস্থায় ফেলে দেয়। অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও জটিলতা সৃষ্টি করে। চীনের সঙ্গে যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয় — যেটা হয়তো সোভিয়েট নেতৃত্ব এভাবে চাননি — তাঁরা মনে করেছেন, ক্রুশ্চেভের ব্যক্তিগত আচরণ এর জন্য অনেকখানি দায়ী। আসলে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার কারণ অন্য জায়গায়। কিন্তু যাঁদের চেতনার মান অনুন্নত, তাঁরা ভাবেন যে, ব্যক্তিগত ব্যবহারটা এইরকম, আচরণ এইরকম বলেই বোধহয় এই তিক্ততা হয়েছে। সোভিয়েট নেতৃত্বের এইরকম একটা ধারণা ছিল। ক্রুশ্চেভের এইরকম সব আচরণের জন্যই বর্তমান নেতৃত্ব তাঁকে সরিয়েছেন।

ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চেভের স্লোগান আসলে ব্যক্তি স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যেই। কিন্তু স্ট্যালিন ছিলেন একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দৃঢ়চেতা মানুষ, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ছিল তাঁর সুচিন্তিত। আর ক্রুশ্চেভ হচ্ছেন একটা ভাঁড়, পুরোপুরি একটা রাজনৈতিক জোকার। এই ভাঁড় কথাটা মাও সে-তুং ব্যবহার করেছেন তাঁর সম্বন্ধে, আমিও বললাম। কারণ আমারও খুব খারাপ লেগেছে। আমাদের পার্টির মধ্যে বহু কমরেডের খারাপ লেগেছে। তাঁর আচরণ, ভাবভঙ্গি বহু কমরেডের খারাপ লাগে — এতদিনের কমিউনিস্ট মূল্যবোধের সঙ্গে, রুচির সঙ্গে তা আদৌ খাপ খায় না। অথচ সেই লোকটা পপুলার হয়ে গেল। পরে কতকগুলো অসুবিধার জন্য বর্তমান সোভিয়েট নেতৃত্ব তাঁকে সরিয়ে দিলেন। সেইসময় ঘা খেয়ে তাঁদের কতগুলো জিনিস মনে হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁদের কাজের কি মারাত্মক ফল হচ্ছে — সেইটে ঠিক কেন হচ্ছে না বুঝলেও কিছু ফল তাঁরা দেখছেন খারাপ। একদিকে ক্রুশ্চেভ বলছেন, তিনি 'লিবারেল', তিনি কঠোরভাবে কিছু নিয়ন্ত্রণ (regimentation) করবেন না — আবার, শিল্পীরা যখন নিজেদের ইচ্ছা মত কাজ করতে শুরু করেছেন, তখন তাঁদের ওপর তিনিই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব চাপাতে গেছেন। আসলে তিনি ধরতেই পারেননি যে, অধিকার, গণতন্ত্র এগুলি স্বীকার করা, নির্মম ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা, বা স্ট্যালিন আমল থেকে ফিরে আসা বলতে 'অথরিটি'কে অস্বীকার করা, বা 'অথরিটি'কে হেয় করা বোঝায় না, কেন্দ্রিকতাকেও হেয় করা বোঝায় না। এই কেন্দ্রিকতা শব্দটা একটা সময় তাঁরা ব্যবহারই করতেন না। ইদানীং আবার ব্যবহার করছেন। ব্যবহার করছেন লেনিন বলেছেন বলে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মূল কারণ তাঁরা ঠিক ঠিক ধরতে পারেননি বলে তাঁদের পলিসি যে শুধু এক থেকেছে তাই নয়, এই নতুন 'উপলব্ধির' ধাক্কায় তা আরও জটিল এবং বিকৃত হয়ে পড়ছে। আসলে তাঁরা মনগড়া কতকগুলো যুক্তি খাড়া করে খানিকটা অবস্থার চাপে পড়ে ফিরতে চাইছেন। কিন্তু ফেরবার পথ পাচ্ছেন না। ফেরবার জন্য যে রাস্তাটা তাঁরা নিচ্ছেন, সমস্যার চরিত্র না ধরতে পারার জন্য এবং অন্যান্য কায়েমী স্বার্থের জন্য সেটা আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে। কারণ, মূল দৃষ্টিভঙ্গি ভুল হওয়ার জন্য তাঁদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ভুল। আবার সেই ভুল অভিজ্ঞতাকেই — 'তাঁরা অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করছেন' — এই মিথ্যা ধারণার

বশবর্তী হয়ে মূল বক্তব্যের সাথে যুক্ত করছেন। ফলে তাঁদের ঐ পুরনো শোধনবাদী ধারণার সঙ্গে এইসব অভিজ্ঞতা এবং কথাগুলো মিলে যে ভাষ্যগুলো তাঁরা আনছেন, সেটা একটা পুরোপুরি হাস্যকর বিষয় হয়ে পড়ছে। এখন ঠিক আগের মত তাঁরা বলেন না। এ ব্যাপারে অনেক স্তরে তাঁদের পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম ক্রুশ্চেভ শুরুই করলেন, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিপ্লব হবে। কিন্তু পরে সমালোচনার সামনে পড়ে তিনি অন্যরকম বলতে শুরু করলেন। কিন্তু এটা বললেন না যে, তিনি ভুল করেছিলেন। বললেন, এর দ্বারা যেটা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে, পার্লামেণ্টকে জনগণের ইচ্ছার যন্ত্রে পরিণত করে তাঁরা সমাজতন্ত্র আনতে পারেন এবং পার্লামেণ্টকে জনগণের ইচ্ছার যন্ত্রে পরিণত করা দরকার। কি জন্য দরকার? না, সে ব্যাপারেও একটা খুব জুতসই যুক্তি দিতে পারলেন না। খালি মনগড়া যুক্তির দ্বারা তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে বললেন, জনগণের জঙ্গি আন্দোলন এবং রাজনৈতিক চেতনার ওপর নির্ভর করে তাঁরা পার্লামেণ্টকে জনগণের ইচ্ছার যন্ত্রে পর্যবসিত করতে পারেন। সাধারণ স্তরের কমিউনিস্টরা মনে করল, এই বক্তব্য আগের থেকে খানিকটা উন্নত এবং যথার্থই বক্তব্যকে উন্নত করার এটা একটা চেষ্টা। কিন্তু, তা উন্নত তো হলই না, বরং আরও খারাপ হয়ে পড়ছে। এটা হচ্ছে চেতনার নিম্নমানের জন্য। কিন্তু, কেউ কেউ বলতে পারেন, উন্নত করার কোন চেষ্টা না থাকলে এসব বক্তব্য এল কেন?

যেমন, যুদ্ধের অনিবার্যতার নিয়ম (law of inevitability of war) সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ প্রথমে বললেন, সাম্রাজ্যবাদ থাকা অবস্থাতেই শান্তি বজায় রাখা সম্ভব — লেনিনের 'যুদ্ধের অনিবার্যতার তত্ত্ব'টির আর কার্যকারিতা নেই। পরে বললেন, না, তত্ত্বটা কার্যকরী, তবে কথাটার মানে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটবেই এমন তো নয়। হ্যাঁ, নিয়মটার কার্যকারিতা রয়েছে, কিন্তু তার উপলব্ধি এমন নয় যে, এটা ঘটবেই। ফলে শান্তি আমরা রক্ষা করতে পারি। আর বললেন, লেনিন যখন যুগটাকে 'সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন, তখন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাই প্রধান ছিল। কিন্তু আজ সাম্রাজ্যবাদ এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, তার মধ্যে ভাঙন ধরেছে, সে বিচ্ছিন্ন এবং টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে (disintegrated)। ফলে লেনিনের যুগ এবং বর্তমান যুগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। আর এখন আমরা যে যুগের কথা বলছি, সেটা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন, ভেঙে-পড়া সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। সুতরাং লেনিনের যুগের সাথে বর্তমান যুগের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু, এই বিরাট কথাটার মানে কী? কোন্ জায়গায় তা বিরাট? বাস্তব হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ তার সামরিক শক্তি, দেশে দেশে তার আগ্রাসন নীতি ও প্রতিবিপ্লব ঘটাবার চক্রান্ত এবং সমস্ত কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে আজও দাঁড়িয়ে আছে। মূল কথা হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ আজও বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে টিকে আছে কি না? নাহলে সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সঙ্কট সেই সময়েই শুরু — তার প্রক্রিয়া তখন থেকেই শুরু। পরে শুধু তার মাত্রা বেড়েছে এই পর্যন্ত। ফলে দেখা যাচ্ছে, এ সম্পর্কে লেনিন যা বলে গেছেন, তার সঙ্গে নতুন একটা শব্দ জুড়ে দিয়ে তাঁরা ফেরবার চেষ্টা করছেন, নতুন করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন।

ইদানীং কালের লেখার ভিতরেও দেখছি যে, তাঁরা আগের বক্তব্য খানিকটা পাল্টাবার চেষ্টা করছেন। খানিকটা অসুবিধার চাপে পড়ে বক্তব্য একটু উন্নত করা, একটু মানানসই করা, ঠিক বিপ্লবীর মত জায়গায় ফিরে আসা যায় কিনা তার প্রচেষ্টা, তার প্রবণতা আছে। এটা আমার মনে হয়েছে। আমার অনুমান ঠিক নাও হতে পারে। সেইজন্যেই 'মনে হয়েছে' বলছি। এটা অনেকটা ইঙ্গিত থেকে অনুমান (indicative symptom)। কতকগুলো লেখার থেকে আমি দেখেছি। কিন্তু এর ফলে বক্তব্য যা দাঁড়িয়েছে, বাস্তবে সেটা পূর্বের শোধনবাদের চাইতে আরও খারাপ, আরও পপুলার ঢঙের, আরও বিভ্রান্তিকর। এবং এটা ঘটা স্বাভাবিক। কারণ আসল সমস্যাটা এই জায়গায় নয়। ফিরতে হলে তাঁদের ফিরতে হবে এক ধাক্কায় (by one stroke)। অথবা, এমন হতে পারে যে, তাঁদের চেতনার মান এবং উপলব্ধি একটা সঠিক জায়গায় এল, তারপর তাঁরা ফিরতে পারেন এমনভাবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে। যদিও এভাবে ফেরার মধ্যে বিপদ আছে। এভাবে ফেরা মানেই হচ্ছে, তাঁরা অতীতের ভুলভ্রান্তি এবং কুফলগুলি নিয়ে চলেছেন। অতীতের কুফলের রেশ তাঁদের ভিতর আছে। এটা থেকে যাচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি পরবর্তী সময়ে যত কথা বলুক, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তারা লড়ছে — এইসব হেনতেন যত কথাই বলুক, তাদের বক্তব্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই মূল চিন্তাভাবনাটা পুরনোই। সাম্রাজ্যবাদ থাকতেই শান্তি বজায় রাখা সম্ভব — এসব তত্ত্ব আজকাল আর তাঁরা করেন না। এসব কথা একদম পিছনে চলে গিয়েছে। আজ আর তাঁরা লেনিনবাদের

কার্যকারিতা আছে কি নেই — এইসব কথা বলেন না। এখন এইসব কথা উল্লেখ না করে সাধারণ পপুলার ঢংয়ে তাঁরা খানিকটা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছেন, আর চীনের বিরুদ্ধেও তাঁরা বলছেন। চীন উগ্র জাতীয়তাবাদী (national chauvinist) এবং তাঁরা নিজেরা আন্তর্জাতিকতাবাদী — এইটে কিভাবে প্রমাণ করা যায় তার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। এইসব লেখাগুলো তাঁদের একেবারে 'স্কুল বয়'-এর মত খুব সাধারণ স্তরের লেখা হচ্ছে। ফলে কাজ হচ্ছে না। আরও নিকৃষ্ট ধরনের শোধনবাদের মধ্যে, বিভ্রান্তির মধ্যে তাঁরা ঢুকে পড়ছেন।

## প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান সোভিয়েটের উদারনীতিবাদেরই চরম পরিণতি

সোভিয়েটের এই শোধনবাদী নীতির জন্যই চেকোশ্লোভাকিয়ায় এমন একটি কাণ্ড ঘটল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব 'স্ট্যালিন পূজা'র বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাম করে — সর্বহারা একনায়কত্বের স্তরে স্ট্যালিনের সময়ে নেতৃত্বের তরফে যদি কোথাও ভুল, যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, কঠোর আচরণ অহেতুকভাবে কাজ করে থাকে, সেগুলোকেই মূলধন করে এবং জোরের সঙ্গে সেগুলোকেই তুলে ধরে, তার বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ জাগিয়ে — যে বিক্ষোভও খানিকটা বিচারবুদ্ধির ভারসাম্য এবং চেতনার মান খুব উন্নত না থাকার ফলেই সম্ভব — তাকেই ব্যবহার করে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে উদারনৈতিকতাবাদের বলটাকে 'রোল' করে দিলেন। এইটে 'রোল' করে দেবার ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন ক্ষমতা সোভিয়েট ইউনিয়নের ছিল না। কী পরিস্থিতি তাঁরা সৃষ্টি করলেন? সেটি হচ্ছে — প্রতিবিপ্লবের শক্তির মাথাচাড়া দেওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এর ফলে বিশ্ব প্রতিবিপ্লবী শক্তির পক্ষে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হল। এতদিন যে স্ট্যালিন বিরোধিতা শুধু তাঁদের প্রচারের স্তরে ছিল, সেটা এই লিবারেলিজমের চর্চা, লিবারেলিজমের নামে পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে তাদের অবাধ সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ফলে এবং সাংস্কৃতিক মান যেটা নিম্নগামী হচ্ছিলই — তার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমনকি পার্টি ও রাষ্ট্রের মধ্যেও প্রতিবিপ্লবীদের অনুপ্রবেশের অসংখ্য রাস্তা খুলে গেল। অর্থাৎ, পার্টি ও রাষ্ট্রের মূলে সরাসরি আঘাত করার অনুকূলে একটা সর্বব্যাপক ঢেউ সৃষ্টি হল। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। এই উদারনীতিবাদের চর্চার আবরণে একটা সর্বব্যাপক প্রতিবিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা চলছে। তার জন্য সোভিয়েটের এই সমস্ত উদারনৈতিক কার্যকলাপকে জোরের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রচার করছে এবং 'সোভিয়েট ইউনিয়ন কমিউনিজম রক্ষা করেছে' বলে খুব তারিফ করে সোভিয়েটের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। সোভিয়েটের এইসব কার্যকলাপের ফলে এখন কমিউনিজম সকলের কাছে, এমনকি প্রতিবিপ্লবীদের কাছেও খুব সুস্বাদু (palatable) হবে। আমি বুঝতেই পারি না, কমিউনিস্ট আদর্শকে প্রতিবিপ্লবীদের কাছে সুস্বাদু করে তোলার প্রয়োজনীয়তা কী? প্রতিক্রিয়াশীলরাও আজকাল কমিউনিজমকে ভাল মনে করে। যেমন ডুবচেক যা করছেন, তা দেখে তাদের মনে হচ্ছে, এ খারাপ নয়। এই ডুবচেককে দেখে আমাদের দেশে পি এস পি'র মনে ধাক্কা দিচ্ছে যে, এখানকার দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদেরও তো চেষ্টা করলে এই জায়গায় আনা যায়। কাজেই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পি এস পি একটু অন্যরকম নিয়েছে। তাদের এই উদারনৈতিকতাবাদের ঝোঁককে তারা উৎসাহিত করতে চাইছে। আমার কথা এ নয় যে, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা ইতিমধ্যেই পুরোপুরি জাতীয় কমিউনিস্ট হয়ে গেছে।[২] এই জাতীয় কমিউনিজম আসলে জাতীয় সমাজতন্ত্রেরই ভিন্ন নাম। আর কিছুই নয়। আমাদের দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিটিও ভবিষ্যতে তাই হবে। বহু আগে সেই '৫৭ সালেই আমরা বলেছি যে, এই কমিউনিস্ট পার্টি — তার কোন একটা অংশ বেরিয়ে গিয়ে কী করছে এবং শেষপর্যন্ত তাদের কী হবে আলাদা কথা — এরাই যদি দ্বিদলীয় গণতন্ত্রের দিকে যায়, তাহলে এদের কেন্দ্র করে বা এদের সঙ্গে আর কতকগুলি সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তি মিলেগুলে ঠিক লেবার পার্টির মত একটা বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ধারা সৃষ্টি হবে এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটা দক্ষিণপন্থী ধারার জন্ম হবে। এই তার পরিণাম। কিন্তু, আমাদের দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র পুঁজির (small production) প্রভাবে এবং আপেক্ষিক অর্থে তার যে গুরুত্ব এখনও বর্তমান, তার ফলে এই ধারাটা রূপ নিতে পারছে না। যাই হোক, সে আলাদা বিষয়।

ফলে উদারনৈতিকতাবাদের যে দরজা ক্রুশ্চেভ খুলে দিলেন, সেটাকে এখন একটা জায়গায় তাঁরা আটকে রাখতে চাইছেন। এই হচ্ছে ট্র্যাজেডি। তাঁরা চাইছেন, তাঁরা যতটুকু বলেছেন, উদারনৈতিকতাবাদের চর্চা ঠিক ততটুকুই থাকবে। কিন্তু তাঁরা যা বলেছেন, তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাণসত্তা এবং 'ফারভার' নষ্ট করে

দিচ্ছে, তার শ্রেণীসংগ্রামের 'মেথডলজি' নষ্ট করে দিচ্ছে। উদারনৈতিকতাবাদের জোয়ার যেটা এতদিন অবদমিত ছিল, দুনিয়াজোড়া তার দরজা তাঁরা খুলে দিয়েছেন এবং 'লিবারেল' দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে সমস্ত জায়গায় প্রতিবিপ্লবী শক্তিদের কমিউনিস্ট পার্টিতে ঢুকবার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন। পার্টিকে কলুষিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এখন একটা জায়গায় তাকে বাঁধতে চাইলে তা থাকবে কেন? কেউ যখন একটা রাস্তা দেখিয়ে দেয়, তখন সেই রাস্তায় তিনি যে ক' পা এগোন, তাঁর শিষ্যরাও সেই ক' পা-ই এগোবে — এমন কোন কথা নেই। তারা আরও দশ পা এগিয়ে যেতে পারে। তখন তিনি সেই শিষ্যদের 'আমার সঙ্গেই থাকতে হবে' — একথা বললে চলবে না। সোভিয়েট ইউনিয়নই তাঁদের বলছে, দৌড়ে যে যত এগিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ, উদারনৈতিকতাবাদের চর্চায় যে যত এগোতে পারবে, যে যত 'র‍্যাশনাল এসেসমেণ্ট' করতে পারবে, সেইটাই হচ্ছে তার মহত্ত্ব। এখন, তাঁদের সৃষ্ট এই পরিস্থিতিকে এড়িয়ে গিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান সমস্যার সমাধান কী করে তাঁরা করবেন! মার্কসবাদ অনুযায়ী আমরা জানি যে, কোন দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ঠিক ঠিক ভাবে অনুধাবন করে, মূল নীতির সাথে তাকে সম্পর্কযুক্ত করেই তার সমাধান করতে হয়। চেকোশ্লোভাকিয়াতে যা ঘটছে, সেটা হচ্ছে বিশেষ দ্বন্দ্বের রূপ। সাধারণ মূল দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে গিয়ে, override করে, এই দ্বন্দ্বের সমাধানের পদ্ধতিটা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নয়। ফলে সাধারণ মূলনীতিগুলির ভিত্তিতেই চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশেষ দ্বন্দ্বটিকে সমাধান করতে হবে। এটা না করে, একটা বিশেষ বিচিত্র ধরনের বৈশিষ্ট্যকে একান্ত করে গুরুত্ব (emphasis) দেবার অর্থ হচ্ছে, সাধারণ নীতিকে একেবারে 'লেকিন'-এর পর্যায়ে পর্যবসিত করে অকিঞ্চিৎকর করে দেওয়া এবং তার দ্বারা শোধনবাদের রাস্তা, উদারনৈতিকতাবাদের রাস্তা এবং পার্টির অভ্যন্তরে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের সমস্ত বিকৃত প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাগুলির অনুপ্রবেশের রাস্তা খুলে দেওয়া। সোভিয়েট ইউনিয়নের শোধনবাদী নেতৃত্ব সেইটাই করেছেন। সর্বহারার একনায়কত্ব আর নয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন এখন সমস্ত জনগণের রাষ্ট্র — এসব কথা তাঁরাই বলেছেন। ফলে সর্বহারা একনায়কত্ব ছাড়াই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকছে এবং সেইটে সমস্ত জনগণের রাষ্ট্র — এসব অদ্ভুত বিশ্লেষণ তাঁরাই করেছেন এবং সবই রাশিয়ায় বসে তাঁরা করেছেন। আজ আর ভয়ে সেগুলো তাঁরা পুনরাবৃত্তি করছেন না। যেমন অনেক বাবা আজকাল তাঁদের ছেলেমেয়েদের কীর্তিকারখানা দেখলে রাস্তায় কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকে অন্যদিকে চলে যান। কারণ যদি পুত্রের সামনাসামনি পড়েন, তাহলে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়বেন। ঠিক তেমনি সোভিয়েট নেতৃত্বও যে শিশুর জন্ম দিয়েছেন, তার মূর্তি দেখে, আচরণ দেখে, আর 'টেডি-বয়'দের মত লম্ফঝম্ফ দেখে তাঁরাই আতঙ্কিত। এই আতঙ্কিত হওয়ার দুটো কারণ থাকতে পারে।

এটা হতে পারে যে, সোভিয়েট নেতৃত্ব তাদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে ক্ষমতা হারাবার ভয়ে ভীত। অর্থাৎ, 'ওয়ারশ চুক্তি'র বলে সোভিয়েটের নেতৃত্বে যে 'ব্লক'টি সৃষ্টি হয়ে আছে, সেখানে তার প্রভাব যদি বহাল রাখা না যায়, সেই ভয় সোভিয়েট পাচ্ছে। ফলে সোভিয়েট চাইছে — না, বেশিদূর যাওয়া চলবে না। ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপার-ট্যাপার নিয়ে যাই করুক, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সোভিয়েটের যে রাজনৈতিক বিরোধ — সেই বিরোধে চেকোশ্লোভাকিয়া সোভিয়েটের একজন প্রধান সহযোগী। সোভিয়েট চাইছে, ন্যূনতম পক্ষে অন্তত এই অবস্থাটা বজায় থাকুক; এর বাইরে চেকোশ্লোভাকিয়া যেন না যায়। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া যে লাইন চর্চা করছে, তাতে কী গ্যারাণ্টি আছে যে, সে সেই জায়গায় যাবেনা! কী পার্থক্য সোভিয়েটের সঙ্গে তার? দু'পক্ষের বক্তব্যের সার কথা হল, চেকোশ্লোভাকিয়া যদি সোভিয়েটের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে এবং সোভিয়েটও যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে তাহলেই সব মিটে গেল। এটাই যেন মূল সমস্যা! পরস্পর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রশ্নটা তো সোভিয়েটই খুব বেশি করে তুলছে। এই আর একটা কথা আজকাল খুব চালু হয়েছে — আভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ। এই কথাটা বাস্তবে কি বোঝায় এবং কমিউনিস্টরা এটাকে কিভাবে দেখে — এ নিয়ে অন্যত্র আমি আলোচনা করেছি।

এই কথাটা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ থেকে বুর্জোয়া জাতীয় সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার প্রশ্নে সর্বহারা আন্দোলনে এসেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদীদের অপর দেশের ওপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করা, অপর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা, বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, প্রতিবিপ্লব রপ্তানী করা প্রভৃতি কার্যকলাপকে রোধ করা। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পরস্পর সম্পর্কের রূপ কি হবে, তা নির্ধারণের প্রশ্নে এই কথাটা আসেনি। তাদের পরস্পর সম্পর্কের রূপ হচ্ছে — একে অপরের সাথে আলোচনা করছে, তার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নীতি ও সিদ্ধান্তগুলির উন্নতি ঘটাচ্ছে,

সেগুলোকে কার্যকরী করছে এবং এইভাবে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে তারা প্রত্যেকে যাচ্ছে। এইটাই তাদের সংগ্রাম। তাদের সংগ্রাম — একের অপরের হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম নয়। নিজেদের বর্তমান স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা তারা রক্ষা করছে ঠিকই, কিন্তু সেটা এইজন্যই করছে, যাতে খুব দ্রুত দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া ব্যক্তি ও শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং সমাজতন্ত্র, সর্বহারা কেন্দ্রিকতা ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি এদের যে বিরোধিতা, সেইটাকে মাথা তুলবার সুযোগ না দিয়ে — বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পরস্পর মিলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ফেডারেশন গঠনের প্রক্রিয়াটিকে যাতে ত্বরান্বিত করা যায়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার স্লোগানটা এবং প্রশ্নটা কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পরস্পর সম্পর্কের একটা প্রধান বিষয় নয়। এ প্রশ্ন কোনদিন দেখা দেওয়া উচিত নয়। আবার বড় পার্টি, নেতৃত্বকারী পার্টি হিসাবে কথায় কথায় অপর পার্টির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাটাও অন্যায়। এটা করলে, অবশ্যম্ভাবীরূপে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সেই দেশে তা উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দেবে এবং পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে। কারণ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জাতীয় রূপটি (ফর্ম) এখনও নিঃশেষিত হয়নি। এই আমাদের বিশ্লেষণ।

ফলে উদারনৈতিকতাবাদের যে দরজা সোভিয়েট খুলে দিয়েছে, সেটা খুলে দিয়ে পরে তাকে একটা জায়গায় তারা আটকে রাখতে চাইলেও আটকে রাখা যাচ্ছিল না। বাস্তবে কি ঘটেছিল চেকোশ্লোভাকিয়ায়? কেন চেকোশ্লোভাকিয়ায় এমন হল? চেকোশ্লোভাকিয়া শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল, এটি পশ্চাদ্‌পদ দেশ নয়। তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পার্টিকে এইভাবে কলুষিত করে দিয়ে এবং এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীদলের জন্ম দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণা চালু করা হল। রাষ্ট্রকে তাঁরা পার্টি থেকে আলাদা করে দিলেন। তাঁরা বলছেন, রাষ্ট্রই হচ্ছে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী — যতক্ষণ রাষ্ট্রের অবস্থান আছে, ততক্ষণ রাষ্ট্রের হাতেই চূড়ান্ত ক্ষমতা; রাষ্ট্র ছাড়া পার্টির কোন ক্ষমতা নেই, পার্টি শুধু জনসাধারণের হয়ে কথা বলবে। এইসব ধারণার ফলে রাষ্ট্রের মত একটা শক্তিশালী হাতিয়ারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় বুর্জোয়ারা চলে যাবে — এরকম একটা পরিস্থিতির তাঁরা সৃষ্টি করলেন। এর দ্বারা আসলে সেখানকার শাসকগোষ্ঠী উগ্র গণতন্ত্র, উগ্র স্বাধীনতার লাইন গ্রহণ করেছিলেন। এইসব কথা এমনকি বুর্জোয়া ব্যবস্থায়ও বলার অর্থ হ'ল — উগ্র গণতন্ত্র, উগ্র স্বাধীনতার নামে সুকৌশলে নিকৃষ্ট ধরনের স্বৈরাচার চালু করা; এ হচ্ছে উগ্র গণতন্ত্রের আবরণে একটা ভয়ঙ্কর নির্মম 'ফ্যাসিস্ট অথরিটি' নিয়ে আসা এবং তাকে গভীরে প্রোথিত (implant) করা। 'লিবার্টি' নামক প্রবন্ধে 'মিল' যেসব জিনিস আলোচনা করেছেন, মিলের সেই বক্তব্যগুলিকেই চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতৃত্ব হুবহু নিজেদের বুকনিতে উপস্থাপনা করছেন। তাঁরা বলছেন, রাষ্ট্রের ওপর পার্টির কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তাই যদি হয়, তাহলে রাষ্ট্রের চরিত্র কি দাঁড়াবে? যদি সর্বহারার একনায়কত্ব না থাকে, তার পরিণতি কি হবে? না, সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে, রাষ্ট্রব্যবস্থাটি তাঁরা পুরোপুরি দখল করে তার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ চালু করবেন; অন্যদিকে পার্টির গায়ে বিপ্লবী জামা চাপিয়ে জনগণকে দমন করা এবং বিপ্লবী চিন্তাচেতনা গড়ে ওঠার রাস্তা বন্ধ করার যন্ত্রে পার্টিকে নামিয়ে নিয়ে আসবেন। অর্থাৎ, ভিন্ন কথায়, কমিউনিজমের নামে পার্টিকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ফ্যাসিবাদ আনার যন্ত্রে পরিণত করবেন।

### সোভিয়েট নেতৃত্ব সর্বহারা একনায়কত্বের ধারণাকেই কার্যত খাটো করছেন

ফলে দেখা যাচ্ছে, চেকোশ্লোভাকিয়াতে যে জিনিসটা ঘটছে, তা আসলে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান — যে রাস্তা সোভিয়েট সংশোধনবাদ সব দেশে খুলে দিয়েছে। তাঁরা কমিউনিস্টদের জাতীয় কমিউনিস্ট হিসাবে নামিয়ে আনছেন সব দেশে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রগতিশীল বুক্‌নির আড়ালে কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত ভুয়া গণতন্ত্রীদের, প্রচ্ছন্ন বুরোক্র্যাট এবং ভণ্ডদের যোগ দেবার জায়গা এবং আড্ডাখানা হয়ে পড়ছে। এইরকম অবস্থায় পড়ার ফলে, স্বাভাবিকভাবেই পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকা সম্পর্কিত মূল তত্ত্বটিকেই তাঁরা গুলিয়ে দিচ্ছেন এবং যেখানে পার্টির প্রধান ভূমিকা থাকার কথা, সেখানে রাষ্ট্রের 'অথরিটি'কে তাঁরা প্রাধান্য দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে সোভিয়েট নেতৃত্ব যে বক্তব্য উপস্থিত করছেন, সেগুলো আমি মনে করি, ছেঁদো কথা। পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকার কথা তাঁরা বলেননি। আর যদি ধরেই নিই যে, পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকা তাঁরা মানেন — তাতেই বা কি এসে যেত? যদি তাঁরা বলতেন, পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকা আছে — তাতেই কি মহাভারত শুদ্ধ হয়ে যেত? বাস্তবে রাষ্ট্রকে প্রকৃত অথরিটির জায়গায় স্থাপন করার ফলে বুর্জোয়া ধারণার অর্থে

ব্যক্তিস্বাধীনতা এসেই গেল। অন্যান্য পার্টিগুলো সেই পথ বেয়ে এসে গেল। চীনে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর অন্যান্য পার্টিগুলো বহুদিন পর্যন্ত সেখানকার জাতীয় কনসালটেটিভ কাউন্সিল এবং জাতীয় কনসালটেটিভ কংগ্রেসে কাজ করেছে। কিন্তু সেখানে সমান জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাদের রাখা হয়নি। তাদের ক্ষেত্রে যেকোন রকম সমালোচনার অধিকার মেনে নেওয়া হয়নি। বরঞ্চ , ন্যাশনাল কনফারেন্সের, বা কমিউনিস্ট পার্টির প্রোগ্রামকে রূপায়িত করাই ছিল তাদের কাজ। তাদের এই শপথ নিতে হত যে, তাদের কাজ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী যা গৃহীত হয়েছে এবং পার্টির সমাজতন্ত্র আনার যে প্রোগ্রাম, তাকে কার্যকর করতে সাহায্য করা। এইটে করার পর তাদের সমালোচনা করার অধিকার দেওয়া হত।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সেইটে দিলে কোন সমস্যা ছিল না। কাজেই চীনের পরিস্থিতি ভিন্ন। কিন্তু চীনে এই প্রক্রিয়াটি গ্রহণের তাৎপর্য কি? না, রাষ্ট্রবিপ্লব সংগঠিত করার স্তরে যেখানে অন্য পার্টির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়নি, সেখানে তাদের সাথে সমঝোতা এবং ঐক্য করে বিপ্লব করতে হয়েছে। ন্যাশনাল কনসালটেটিভ কাউন্সিল ও কংগ্রেস হল পূর্বেকার ঐ যুক্তফ্রন্টেরই ধারাবাহিকতা। যতক্ষণ না এই পার্টিগুলির ভূমিকা নিঃশেষিত করে ছিবড়ের মত জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়, অথবা সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে তাদের পুরোপুরি অঙ্গীভূত (absorb) করে নেওয়া যায়, এবং পার্টি হিসাবে তারা পুরোপুরি অকার্যকরী হয়ে যায়, ততক্ষণ এই বৈশিষ্ট্যটি কাজ করে। অর্থাৎ এটা অন্যান্য পার্টির ভূমিকা নিঃশেষ (exhaust) করার প্রক্রিয়া। আর চেকোশ্লোভাকিয়ায় যেটা হচ্ছে, সেটা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকেই নিঃশেষ করার বাস্তব প্রক্রিয়া। এমনকি পার্টির নেতৃত্ব এবং নেতৃত্বকারী ভূমিকার কথা স্বীকার করেই এটা করা হচ্ছে। যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নে হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এমনভাবে স্বীকার করেনি। কিন্তু, সোভিয়েট ইউনিয়নের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব সর্বহারা একনায়কত্বকে খাটো (undermine) করার দ্বারা এবং পার্টিকে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি থেকে জনগণের পার্টিতে এবং রাষ্ট্রকে সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্র থেকে জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত করার দ্বারা বাস্তবে পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকাকেই গৌণ করে ফেলেছেন। আর এরই সঙ্গে উদারনৈতিকতাবাদের চর্চা এবং ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে উগ্র গণতন্ত্রের প্রবণতার দরজাকে তাঁরা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে সব মিলে এমন একটি পরিস্থিতি তাঁরা সৃষ্টি করেছেন যে, একদিকে এই উদারনীতিবাদ ও উগ্র গণতন্ত্রের ঝোঁক দেশের অভ্যন্তরে বাড়ছে এবং যখনই বাড়তে বাড়তে রাষ্ট্রের 'অথরিটি'কে কার্যত অস্বীকার করা হচ্ছে, তখনই নেতৃত্ব তাকে গলা টিপে মারছেন। পরিণতিতে দু'দিক থেকে ফল খারাপ হচ্ছে। একদিকে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা প্রতিবিপ্লবের শক্তি, উদারনীতিবাদের চর্চা বাড়ছে ; অন্যদিকে কমিউনিজমের স্বার্থ রক্ষা করার নামে নৃশংস দমনপীড়ন চলছে। বর্তমান স্তরে যেখানে এতটুকু শক্তি প্রয়োগ করার দরকার ছিল না, তাঁরা নিজেরা সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে প্রতিনিয়ত শক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে চাইছেন এবং অন্য দেশগুলির কাছে সমাজতন্ত্র এবং বিপ্লবকে রক্ষা করার ছল (pretext) করছেন। ফলে কমিউনিজমের যে মহত্ত্ব ছিল, তাঁরা সেই মহত্ত্বকে নষ্ট করতে সাহায্য করছেন। দু'দিক থেকে ক্ষতি হচ্ছে।

সুতরাং চেকোশ্লোভাকিয়ায় উদারনৈতিকতাবাদ এবং সংশোধনবাদের যে ঝোঁক গড়ে উঠেছিল, সেটা আসলে খুব দ্রুত উদারনৈতিকতাবাদের আড়ালে বিশ্ব জনমত, এমনকি একটা বিরাট সংখ্যক কমিউনিস্টদেরও বিভ্রান্ত করে, সুকৌশলে এবং খুব শয়তানের মত — প্রতিবিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এমতাবস্থায় সোভিয়েট নেতৃত্ব প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কায় ভীত হয়ে গিয়ে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্যই সেখানে গেছে — একথা বলা তখনই চলবে, যখন দেখা যাবে, সোভিয়েট নেতৃত্ব নিজেই তার মৌলিক বিচ্যুতিগুলি সংশোধনের সংগ্রামে লিপ্ত। কারণ, তার বিচ্যুতিগুলি থেকেই চেকোশ্লোভাকিয়ায় এই তত্ত্বের জন্ম, বরং এক্ষেত্রে তারা সোভিয়েট থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে বলা চলে। ফলে, এক ধাক্কায় সোভিয়েটকে ফিরতে হবে। অথবা অপরকে বুঝতে না দিয়ে কৌশলেও যদি তাঁরা ফিরে আসেন, তার সুনির্দিষ্ট কতগুলো ইঙ্গিত এবং লক্ষণ থাকা চাই। অর্থাৎ, এই ইঙ্গিত এবং লক্ষণগুলো একেবারে অপরের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকলে চলবেনা, অথবা, আমি যেভাবে খানিকটা মনোবিদ্যাগত, খানিকটা পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ করে বলছি 'হতে পারে' — সেরকম হলেও চলবেনা। এর থেকে কেউ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে না। আমি 'হতে পারে' বলছি মানে এটাই ঠিক — একথা আমি বলতে পারি না। কারণ সেটা আমার একটা মনগড়া (subjective) সিদ্ধান্ত হতে পারে। ফলে তাঁরা যদি ফিরে আসেন, তবে সেই ফিরে আসাটা যাতে নির্দিষ্ট রূপে বোঝা যায়,

এমন কিছু লক্ষণ চাই। অর্থাৎ, আদর্শগত প্রকাশ এবং সুনির্দিষ্ট কতগুলো পদক্ষেপের রূপে তার একটা বাস্তব অভিব্যক্তি চাই — যার থেকে একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাঁরা ফিরতে চাইছেন। হয় বর্তমান অবস্থা থেকে সরাসরি ভুল স্বীকার করে তাঁরা ফিরতে পারেন, অথবা, একটু অহম্‌বোধ (ego) থাকলে একেবারে হুট করে না ফিরে এসে একটু কৌশলেও ফিরতে পারেন। আমি এরকম মনে করি না যে, যদি কেউ ফিরতে চায়, তাহলে তাকে সে কথা বলতেই হবে। হয় সে ফিরুক একেবারে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে, না হলে এতটুকু অহম্‌ নিয়ে যদি ফিরতে চায়, তাহলে তার ফিরে আসবার দরকার নেই — এমন আমি মনে করি না। আমি বলি, ফিরে আসাটা সবচেয়ে দরকার। যদি তাঁরা 'ইগো' মুক্ত হয়ে ফিরে আসতে পারেন, সেটাই হবে সত্যিকারের কমিউনিস্টের মত আচরণ। কিন্তু খানিকটা 'ইগো' নিয়ে প্যাঁচাপেঁচি করেও যদি ফিরে আসেন, আমি বলব, ফিরুন, বিপ্লবটা অন্তত রক্ষা হোক্‌। তারপর তাঁর প্যাঁচাপেঁচিটা দেখা যাবে, সেটা রইল। তবু ফিরুন। ফিরে এলে সর্বনাশ থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলন অনেকখানি মুক্ত হবে। ফিরে আসাটা চুপি চুপি হলেও, একদিক থেকে আমি তাকে স্বাগত জানাব। আবার একইসঙ্গে তার এই চালাকি করে ফিরে আসাটাকে আমি সমালোচনা করব। আর যদি এমন হয় যে, মুক্ত কণ্ঠে পুরোপুরি ভুল স্বীকার করে, যাঁর কাছ থেকে তাঁরা যা শিখেছেন তার পুরো স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরা ফিরে এসেছেন, তাহলে তার অর্থ হচ্ছে, সেইসব ব্যক্তি অহম্‌, মিথ্যা মর্যাদাবোধ এবং উগ্র জাতীয়তাবোধ — তা যে কোন রূপের হোক — তার থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট মুল্যবোধকে উচ্চে তুলে ধরতে পেরেছেন।

### সোভিয়েট চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপ্লব রক্ষা করতে যায়নি

তাহলে সোভিয়েট নেতৃত্ব যতক্ষণ তাঁদের বক্তব্য ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সেইটি না দেখাচ্ছেন, ততক্ষণ চেকোশ্লোভাকিয়ার নয়া শাসকগোষ্ঠী প্রতিবিপ্লবের রাস্তা তৈরি করছিল বলেই বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা সেখানে গিয়েছেন — তাঁদের এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েট নেতৃত্ব যদি নিজেদের নীতি পরিবর্তন না করেন, তাহলে সেখানে যাওয়ার পিছনে — চেকোশ্লোভাকিয়ার নয়া শাসকগোষ্ঠী খুব বাড়াবাড়ি করছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের দিকে চলে যাচ্ছিল বলে যে অজুহাত তাঁরা দেখাচ্ছেন — তাঁদের সে কথারও কোন কার্যকারিতা থাকে না। কারণ সেক্ষেত্রে সোভিয়েট সেখানে গেলেই বা সুরাহাটা কি? হ্যাঁ, একটা যুক্তি যদি সোভিয়েট করত, তাহলে মানা যেত। সেটা হচ্ছে, সে নিজে শোধনবাদী ঠিকই, কিন্তু সে তো অন্তত পক্ষে এখনও পুরো আমেরিকার মত সাম্রাজ্যবাদী হয়নি যে, দেশে দেশে সে প্রতিবিপ্লব রপ্তানী করে বেড়াচ্ছে। অন্তত শোধনবাদীরা আজও তো খোলাখুলি সেই ভূমিকা পালন করছে না। তাহলে, বিপ্লবীদের কাছে তুলনামূলক বিচারের অর্থে — দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে পার্থক্যের অর্থে — সাম্রাজ্যবাদের থেকে সোভিয়েটের তো একটু ভাল অবস্থা। সোভিয়েট নেতৃত্ব যদি এরকমভাবে বলতেন, তাহলে আমরা বলতাম, হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তার জন্য তাঁদের সমর্থন করার খুব একটা যৌক্তিকতা আসে না। এটা ঠিক যে, আমেরিকার থেকে সোভিয়েটের সঙ্গে থাকায় ক্ষতি কম এবং সেই কমের অর্থে সোভিয়েটকে সমর্থন করা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে সোভিয়েট নেতৃত্ব বিপ্লবী ধারাকে সমর্থন করছেন, রক্ষা করছেন — এই বুক্‌নিকে তো সমর্থন করা যায় না। সেটা প্রমাণ করতে হলে, আগে সোভিয়েট নেতৃত্বকে খোলাখুলি এই ভুল স্বীকার করতে হবে যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় তাঁরা 'গেল গেল' যে রব তুলছেন, সেটা প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে রোখার জন্য নয়। তাঁদের কার্যকলাপও তা প্রমাণ করছে না। তাঁরা শুধু বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য একথা বলছেন। নাহলে সেখানে ডুবচেক আর সবোরা (Svoboda)-র সঙ্গে বসেই বা সোভিয়েট নেতৃত্ব শলাপরামর্শ করছেন কেন? ওদের শাসনেই তো এগুলো হয়েছে। সেই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গেই সোভিয়েট নেতৃত্ব আলোচনায় আসতে চাইছেন এবং তাদের সঙ্গেই একটা সমঝোতা করতে চাইছেন। এর মানে কী? এটার দ্বারাই কী বোঝা যায় না যদি ওঁরা কথা দেন সোভিয়েট প্রভাবের বাইরে ওঁরা যাবেন না, তাহলেই তাঁদের সমঝোতা হয়ে যেতে পারে? তাহলেই সোভিয়েট সৈন্য সেখান থেকে চলে আসছে? আর এইটুকু শুধু মানলেই হবে যে, কতকগুলো নতুন কথা বা শব্দ যা তাঁরা ব্যবহার করছেন, সেগুলো তাঁরা করবেন না, কিন্তু কাজগুলো তাঁরা করে যাবেন। অর্থাৎ, প্রতিবিপ্লবী লাইন নিয়ে চলবার ক্ষেত্রে চেকোশ্লোভাকিয়ার নয়া শাসকগোষ্ঠী খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছে; সেটা না করলে সোভিয়েটের খুব বেশি আপত্তি নেই। বরং সেখান থেকে ফিরে বিপ্লবী মার্কসবাদের রাস্তায় চীনের পক্ষে যদি চেকোশ্লোভাকিয়া যায়,

তাহলে সোভিয়েট নেতৃত্ব চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর আরও বেশি ক্ষিপ্ত হবে।

ডুবচেকদেরও আচরণ যদি লক্ষ্য করেন, দেখবেন, গোড়া থেকে তাঁরা বলছেন, সোভিয়েট হস্তক্ষেপকে প্রতিরোধ করা হবে, তবে হিংসার রাস্তায় নয়। মিলিটারিকে তাঁরা অস্ত্র ধরতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, এটা অনেকটা ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার মত — নিজেরা মীমাংসা করে নেবেন। সেক্ষেত্রে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়বে। তার ফলে তাঁরা হয়তো মীমাংসাটা আর ভাইয়ে-ভাইয়ে করতে পারবেন না। কাজেই, একাজ করতে তাঁরা বারণ করেছেন। এই সমস্ত ঘটনা থেকেই পরিষ্কার যে, প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্যই সোভিয়েট সেখানে গেছে — এইটি এই ঘটনার আসল চরিত্র নয়। এর আসল চরিত্র হচ্ছে, সোভিয়েট প্রভাবাধীন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে অবশ্যম্ভাবীরূপে যে সঙ্কট এ ঘটনার ফলে দেখা দেবেই, সেটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর কনফারেন্স থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর এই চাপ এসেছে। না হলে হয়তো সোভিয়েট ইউনিয়ন এসব করতই না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এই হস্তক্ষেপের আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে বৈঠকে অন্তত খোলাখুলি এই আশ্বাস পায়নি, বা তাদের মত করে বুঝতে পারেনি যে, চেকোশ্লোভাকিয়া আর যাই হোক, সোভিয়েট প্রভাবের বাইরে যাচ্ছে না এবং এটা নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করছে না। অন্তত, এমন সব শর্তে খুব পীড়াপীড়ি করবে না, যেসব শর্তগুলোর ফল সমস্ত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর বিদ্যুতের মত কাজ করবে। সেগুলো নিয়ে অন্তত তাঁরা পীড়াপীড়ি করবে না। এগুলো যদি চেকোশ্লোভাকিয়া না করে, তাহলে বিপ্লবী বুক্‌নির আড়ালে উদারনীতিবাদের চর্চা তারা যত পারে করুক, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, সোভিয়েট নিজেই তার দেশে এ জিনিস করছে। ফলে, এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া যেসব শব্দ, যেধরনের কথা বলছে, যেরকম জিনিস করছে, তাতে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হচ্ছে। এটা যাতে সে না করে, তেমন ধরনের একটা বোঝাপড়ায় সোভিয়েট চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে আসতে চাইছে।

ফলে দেখা যাচ্ছে, চেকোশ্লোভাকিয়া সোভিয়েটের সঙ্গে একটা চুক্তি করে নিয়ে যদি এই গ্যারাণ্টি দেয় এবং সোভিয়েট বোঝে যে, সে সাম্রাজ্যবাদের দিকে যাবে না এবং এত খোলাখুলি এইসব কথাবার্তা বলে পাশেই পূর্ব জার্মানি ও পোল্যাণ্ড এবং অন্যান্য পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে আর জল ঘোলা করবে না, তাহলে নিজেরা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যা করতে চায় তারা করুক, সোভিয়েটের তাতে আপত্তি ছিল না। এরকম একটা বোঝাপড়ায় যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে আসা যায়, তাহলে দেখা যাবে, প্রতিবিপ্লবের বুক্‌নি-টুকনি সত্ত্বেও চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতায় রেখেই সোভিয়েট আবার 'আর্মি' প্রত্যাহার করে তাদের সঙ্গে সুখে ঘরকন্না করবে। তাহলে, 'প্রতিবিপ্লবকে রোখার জন্য সোভিয়েট সেখানে গেছে' — এটা সেরকমের ঘটনা নয়। ফলে, সেইদিক থেকে চৌ-এন-লাইয়ের যে বক্তব্য — অর্থাৎ, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং সোভিয়েটের মধ্যে এই সংঘাত মূলত একটা ভিতরের শোধনবাদী শাসকগোষ্ঠীর সাথে আর একটা বাইরের শোধনবাদী শাসকগোষ্ঠীর সংঘাত — সেই বক্তব্যটা ঠিক। কিন্তু, তার ওপরেই চীনের এতদূর পর্যন্ত বলা যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েটের হস্তক্ষেপকে একেবারে হিটলারের আক্রমণের সাথে, বা ভিয়েতনামে আমেরিকার মিলিটারি হস্তক্ষেপের সাথে তুলনা করা চলে, সেটা আমি মনে করি, অত্যন্ত বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে এবং অতি সরলীকৃত বক্তব্য হচ্ছে। এইভাবে বলার আমি বিরোধী। কিন্তু চীনের এই কথার সাথে আমি একমত যে, সোভিয়েটের আচরণের সাথে বিপ্লবকে রক্ষা করার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, তাঁদের মধ্যে ফেরবার একটা ইঙ্গিত আছে। তাই সমালোচনাটা এমন হওয়া উচিত যা তাঁদের ফেরবার পক্ষে হয়তো একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে, এবং সেই চেষ্টাই করা উচিত। আগেও তাঁদের ফিরিয়ে আনবার জন্য বারবার চেষ্টা হয়েছে, এবারও সে চেষ্টা শুরু হতে পারে। আগে তাঁরা পথ পাননি বলে এবারও তাঁরা পথ পাবেন না — একথা আমি আগেই বলে দিতে পারি না। হ্যাঁ, একথা ঠিক, চেতনার যে মান তাঁরা প্রতিফলিত করছেন, তাতে পথ না পাওয়ার সম্ভাবনাই তাঁদের বেশি। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বলব, আমার হিসাবে শতকরা ৯৬-৯৭ ভাগ তাঁদের পথ না পাওয়ারই কথা। পূর্বের মতনই ফেরবার চেষ্টা করে তাঁরা ঐ যে আরও জল ঘোলা করেছেন, সেই জল ঘোলাই হয়তো তাঁরা আবার করবেন, আরও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন। কিন্তু, শতকরা ৩-৪ ভাগ তো ফেরবার সম্ভাবনা আছে, যদি অনুকূল পরিবেশ থাকে।

চীন যদি সোভিয়েটকে আঘাত না করে বিশ্লেষণসমৃদ্ধ আলোচনা রাখত, সেখানকার আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলিকে নতুন করে ভাববার জায়গায় নিয়ে যাওয়ার মত করে সমালোচনা করত, তাহলে ফেরবার কিছু

সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রে তারা সাহায্য করতে পারত। অর্থাৎ, চীনের সমালোচনা যদি এরকম হত যে, সে সোভিয়েট নেতৃত্বকে দেখিয়ে বলত — দেখ, চেকোশ্লোভাকিয়ায় যা হচ্ছে, সেটা ক্রুশ্চেভেরই লাইন, যে সংশোধনবাদের দরজা সোভিয়েট নেতৃত্ব খুলে দিয়েছে, যে উদারনৈতিকতাবাদের চর্চা সোভিয়েট করছে — এটা তারই ফল; শুধু পার্থক্য হচ্ছে, বক্তব্যে-প্যাটার্নে-ব্যাপকতায় সোভিয়েট থেকে তারা যতটা ছাড়িয়ে গেছে, সেখানে। না হলে, মূল নীতিতে সোভিয়েট যে রাস্তায় গেছে, চেকোশ্লোভাকিয়াও সেই রাস্তায় গেছে। সোভিয়েটই এই দরজা খুলে দিয়েছে। আর, আজ যা সোভিয়েট নেতৃত্ব করছেন, যদি তাঁদের বক্তব্য মানতে হয় যে, তাঁরা কমিউনিজমকে রক্ষা করার জন্যই সেখানে মিলিটারি হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছেন, তাহলে তা দাঁড়িয়ে যায় একসময় ট্রট্স্কিবাদ বলে যা চিহ্নিত ছিল তার মত। অর্থাৎ, মিলিটারি হস্তক্ষেপ করে বা মিলিটারি পাঠিয়ে অপর দেশ দখল করা — যে রাস্তায় কোন দেশে বিপ্লবের বিস্তৃতির কথা কমিউনিস্টরা কোনদিন ভাবেনি। কমিউনিস্টরা একটা দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন থেকে অপর দেশের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবী শক্তিকে সর্বরকমে সাহায্য করার কথা বলেছে, প্রয়োজনে ভলাণ্টিয়ার পাঠানোর কথা বলেছে, বিপ্লবের সমর্থনে অপর দেশে স্বেচ্ছাসেবক পাঠানোটা তারা ভেবেছে। শুধুমাত্র যদি কোন দেশ বিদেশি সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে তাকে রুখবার জন্য বিপ্লবের সমর্থনে একটা 'আর্মি' সেখানে যায় — সেটা আলাদা কথা। সেটা হচ্ছে, সেই দেশের বিপ্লবকে বিদেশি আগ্রাসন বা বিদেশি হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু মিলিটারি হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে এইভাবে একটা দেশ দখল করে বিপ্লবকে রক্ষা করার কথা কমিউনিস্টরা ভাবেনি।

### কমিউনিস্টদের কাছে সমালোচনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা উচিত

সমালোচনার সময়, আমি মনে করি, আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাও মনে রাখা দরকার। তা হচ্ছে, সোভিয়েটে যে শোধনবাদ এসে গেল সেটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আনা হল — একথা একটা-দুটো লোকের ক্ষেত্রে বলা যায়, সমগ্র জনসাধারণকে এবং শাসনব্যবস্থাকে এভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এটা হতে পারে যে, কোন কোন নেতা চক্রান্তে লিপ্ত থাকতে পারেন। কিন্তু যে নেতারা আছেন, আমি ভুলতে পারি না, সেই নেতাদের প্রতি সোভিয়েট জনগণের — হতে পারে উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবের জন্য বা জাত্যভিমানের জন্য, যে কোন কারণেই হোক — আস্থা রয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতি (heritage) বা বিশ্বাস থেকে হোক্ এবং পার্টির প্রতি আনুগত্যের রূপেই হোক, নেতাদের প্রতি তাঁদের একটা মমতা আছে। সেটা বিচারবুদ্ধিহীন, অন্ধ মমতা হতে পারে, কিন্তু মমতা রয়েছে। সেখানে আমার কাছে এটা প্রধান বিষয় নয় যে, তাঁরা চক্রান্তে লিপ্ত কিনা। সেটা কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে যখন ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তখন অনুসন্ধান করে বের করে ঠিক করা হবে। এখন কাজ হচ্ছে, সংশোধনবাদকে পরাস্ত করা, যার আসল বুনিয়াদ রয়ে গিয়েছে মানুষের চেতনার নিম্নমানের মধ্যে; সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভুল প্ল্যানিং-এর মধ্য থেকে যা পরিষ্কার বেরিয়ে আসছে এবং বর্তমানে আরও বাড়ছে। স্বভাবতঃই এইরকম অবস্থায় কষ্টসাধ্য, ধৈর্যশীল, বাস্তব এবং কার্যকরী সংগ্রাম ও সমালোচনা হওয়া দরকার। অথচ চীনের দিক থেকে সংগ্রামটা এইরকম হয়নি। বরং, সংশোধনবাদকে রুখতে গিয়ে সোভিয়েট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁরা যেভাবে পাল্টা আক্রমণ করেছেন, তা জনগণের এবং কমরেডদের চেতনার মান নিম্ন থাকার ফলে তাদের মধ্যেকার উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতাকে আরও কাজে লাগিয়ে জনগণকে নেতৃত্বের পিছনে আনতে সংশোধনবাদীদেরই কার্যত সাহায্য করেছে এবং প্রগতির ভাল কথাগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে, কোণঠাসা করতে ও সেই সম্বন্ধে নিরুৎসাহিত করতে সুযোগ করে দিয়েছে।

এছাড়া সোভিয়েটের শোধনবাদের বিরুদ্ধে চীন যে আলোচনাগুলো করছে, সে আলোচনাগুলোর মধ্যেও খানিকটা চিন্তার অনুন্নত মান প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তবুও চীনের বক্তব্য ঠিক ঠিক ধরতে পারলে দেখা যাবে, বিপ্লবী আন্দোলনের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও তার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে চীনের তরফ থেকে যেসব বক্তব্য রাখা হচ্ছে, তা প্রধানত সঠিক। একথার অর্থ এ নয় যে, বর্তমান দুনিয়ার সমস্ত বিশেষ দ্বন্দ্ব-সম্পর্কগুলিকেই তাঁরা ঠিক ঠিক ধরতে সক্ষম হয়েছেন এবং প্রতিটি বিশেষ দ্বন্দ্ব-সম্পর্কের সাথে আন্তর্জাতিক সাধারণ দ্বন্দ্ব-সম্পর্ককে সঠিকভাবে সংযোজিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে প্রত্যেকটি বিশেষ দেশের বিপ্লবের স্তর, তার রণনীতি, রণকৌশল তাঁরা সঠিকভাবে নির্ণয় করেছেন — এরকম নয়। যেমন ভারতবর্ষ সম্পর্কে, বা অন্যান্য অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশে ঢালাওভাবে তাঁরা যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর নির্দেশ করেছেন, সেগুলি নিয়ে নানারকমের গণ্ডগোল আছে। চীনের বিপ্লব থেকে বিপ্লবের রণনীতি ও

কায়দাকৌশল সম্পর্কে তাঁদের যে বিশেষ ধারণা এবং অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে, সেই বিশেষ অভিজ্ঞতাকেই, চীন বিপ্লবের সেই মডেলকেই, তাঁরা সর্বজনীন করে ফেলেছেন এবং মনে করছেন, সেইটাকেই প্যাটার্ন করে সব জায়গায় চলতে হবে। এইসব নানা জিনিসের কিছু কিছু ত্রুটি আছে। আর, সবচেয়ে বড় ত্রুটি, যেটা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষতি করছে, শোধনবাদকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে তাঁদের এতবড় অবদান থাকা সত্ত্বেও তার কার্যকরী ফল তাঁরা আনতে পারছেন না, সেটা হচ্ছে, তাঁদের সমালোচনার মধ্যে অত্যন্ত যান্ত্রিক, অমনস্তাত্ত্বিক এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। সংশোধনবাদ সম্পর্কে তাঁদের বিশ্লেষণ প্রধানত ঠিক হওয়া সত্ত্বেও, যেভাবে তাঁরা এ্যাপ্রোচ করেন, যেভাবে বলেন, সেটা যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট। কি অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে তাঁরা বিতর্কে লিপ্ত এবং যাঁদের বিরুদ্ধে তাঁরা বলছেন, বলবার সময়ে তাঁদের এবং দুনিয়াজোড়া তাঁদের সমর্থকদের চেতনার মান কোন্ স্তরে আছে, তা তাঁরা একেবারেই ধরছেন না। এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে তাঁদের আদর্শগত চেতনার মান উন্নত করে তাঁদেরও তো টানা চাই, তাঁদেরও তো বোঝানো চাই। নাহলে, সমালোচনার মানে কি? এই জায়গাটাই হচ্ছে চীনের এ্যাপ্রোচ সম্পর্কে আমাদের সমালোচনা। তাঁদের মূল বক্তব্য, সংশোধনবাদ সম্পর্কে তাঁদের বিশ্লেষণ — প্রধানত (in the main) ঠিক। কিন্তু যেভাবে তাঁরা এ্যাপ্রোচ করেন, যেভাবে বলেন — সেটা যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট।

যেমন, আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলি মানেই তো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূরণের জন্য নির্দিষ্ট করেই বলি। আকাশের দিকে চেয়ে আমরা বলিনা। তেমনি সংশোধনবাদ সম্পর্কে যখন বলি, তখন বিভিন্ন দেশের সংশোধনবাদীদের মানসিক গঠন কোন্ অবস্থায় আছে তা লক্ষ্য রেখেই বলি, যাতে সংশোধনবাদীদের চরিত্রটি ধরিয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামটা ব্যাপকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। বিশেষ করে সোভিয়েট সংশোধনবাদীদের সম্পর্কে যখন বলছি, তখন আমার সেই বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার দ্বারা সোভিয়েট জনগণের চেতনার মান উন্নত করেই নেতৃত্বকে হয় সংশোধিত করতে চাইছি, না হয় একটা আন্দোলন গড়ে তুলে সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে অপসারিত করতে চাইছি। এই দুটোর একটা জিনিস তো চাইছি। নাহলে আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য কি? আর একটা জিনিস চাইছি, তা হচ্ছে, বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনকে, জনগণের মুক্তি সংগ্রামগুলোকে, বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে সোভিয়েট সংশোধনবাদের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে চাইছি। ফলে, সোভিয়েট সংশোধনবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনার সময় এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে, সেখানে যাঁরা নেতৃত্বে রয়েছেন, তাঁদের ওপর জনসাধারণের আস্থা আছে। কমিউনিস্টদের চেতনার মান দুনিয়াজোড়া কেন নিম্ন হয়ে আছে, তা নিয়ে আমরা হাত কামড়াতে পারি, কিন্তু তাতে সবারই কমবেশি দায়িত্ব আছে। আজকের এই অবস্থাটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আমরা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারিনা। এ বাস্তব সত্যকে আমাদের মেনে নিতে হবেই যে, সোভিয়েটের আবেদনের প্রভাব মানুষের মধ্যে অনেক বেশি। দেখবেন, বেশিরভাগ মানুষ যাঁরা পণ্ডিত বলে পরিচিত, শিক্ষিত বলে পরিচিত — তাঁদের সবাইকে আমি বিচারবুদ্ধি হীন বা শয়তান (unscrupulous) ধরে নিতে পারি না — তাঁরা অনেকে মনে করেন, ভিয়েতনাম মুক্তিসংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য না হওয়ার জন্য চীনের উগ্র আচরণই সম্পূর্ণ দায়ী। এমনকি, সি পি এম-এর অনেক নেতা — তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মতলববাজ থাকতে পারেন — কিন্তু এই বক্তব্যের ওপর অন্তত যেসব কমরেডরা একমত, তাঁদের মধ্যে কিছু শিক্ষিত পুরনো কমরেড আছেন — তাঁরা এ সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন ? তাঁরাও এই বলে যুক্তি করেন যে, অন্তত ভিয়েতনামের মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদকে রোখার জন্য একটা ঐক্য হওয়া দরকার এবং ভিয়েতনাম সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সাহায্য করার সোভিয়েট প্রস্তাবে বাধা দেওয়ার মধ্য দিয়ে চীন ঐক্যের বিরোধিতাই করছে এবং ক্ষতি করছে ভিয়েতনাম সংগ্রামের।

### নেতৃত্বের প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে যথার্থ কোন ঐক্য হতে পারে না

তাঁরা ধরতেই পারছেন না, এই ঐক্যের প্রস্তাবটা আসলে সোভিয়েট নেতৃত্বের লোকদেখানো ব্যাপার। তাঁদের উদ্দেশ্যই ছিল, এই স্লোগানটা তুলে দিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে অসচেতন লোকগুলোর কাছে চীনকে বেকায়দায় ফেলা। বেশিরভাগ বাঘা বাঘা (stalwart) বিপ্লবীদেরও দেখছি, তাঁরাও এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে যাওয়ার প্রশ্নটা তুলে চীনকে ঠিক সেই বেকায়দায়ই ফেলতে চাইছেন। তাঁরা ধরতেই পারেননি যে, এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে কতকগুলো বাস্তব প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরা ঐক্যের প্রশ্নটিকে যেভাবে

বোঝে, তা হচ্ছে, সমস্ত ঐক্যের মধ্যে একটা প্রাধান্যকারী বা নেতৃত্বকারী (dominant) ভূমিকা থাকে। তাহলে, এই ঐক্যের মধ্যে প্রধান ভূমিকা কার থাকবে? চীনের না রাশিয়ার? এই বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়ে যথার্থ কোন ঐক্য হতে পারে না। অনেকে মনে করেন, ঐক্যের প্রয়োজনটাই যেখানে সব থেকে বড়, সেখানে এই প্রশ্নটিকে কী আগে টেনে এনে মীমাংসা করতে হবে? যদি করা হয়, তাহলে ঐক্য হবে কী? নাকি, যতটুকু ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দু'জনে মিলেমিশে হচ্ছে, সেটা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে? চেতনার নিম্নমানের জন্য তাঁরা মনে করেন যে, দেখ, ভিয়েতনামের সংগ্রামে লড়াই করার উৎসাহের চেয়ে এই দু'জন আগে মীমাংসা করতে বসেছে যে, এই ঐক্যের মধ্যে কার প্রাধান্য থাকবে। তাঁরা বোঝেন না যে, এটি একটি বাস্তব ও মৌলিক প্রশ্ন। কারণ, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে প্রাধান্য যদি সোভিয়েটের থাকে, তাহলে তার ফল যাবে শোধনবাদের পক্ষে। বিপ্লবকে সাহায্য করার নামে তা শেষপর্যন্ত শোধনবাদী চক্রের প্রভাবের ক্ষেত্র বাড়াবে এবং ভিয়েতনামের বিপ্লব আন্তর্জাতিক বিপ্লবের পক্ষে একটা দুর্গ (bulwark) হিসাবে কাজ করার মত বিরাট বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দেবে। এই হচ্ছে চীনের বক্তব্য। এর সাথে কেউ একমত না হতে পারেন; কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন যে সস্তা স্লোগানটি তুলেছে, তার ভিত্তিতে চীনকে সমালোচনা করার আগে এই বিষয়টা গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত। দ্বিতীয়ত, এই ঐক্যের প্রশ্নটি মীমাংসা করতে হলে আগে দেখতে হবে, ভিয়েতনামকে সোভিয়েটের উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও কারিগরি সাহায্যদানের বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে আছে, তার মীমাংসা কীভাবে হবে। ভিয়েতনামের যুদ্ধে সোভিয়েট যদি চীনের বিশেষজ্ঞ এবং নেতৃস্থানীয় কমরেডদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র নিঃশর্তভাবে তুলে দিত, তাহলে এই প্রশ্ন দেখা দিত না। সোভিয়েট তো তা দেয়নি। ভিয়েতনামে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইতে সোভিয়েট তার ক্ষেপণাস্ত্র বা অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র চীনের বিশেষজ্ঞদের হাতে তুলে দিচ্ছে এবং ঐক্যের প্রস্তাব করছে — অথচ, চীন তা সত্ত্বেও আপত্তি করছে — এরকম কোন প্রমাণ আছে কি? তাহলে বুঝতাম যে, তা সত্ত্বেও চীনের আপত্তি করাটা একটা গোঁড়ামি (dogmatism) থেকে আসছে; যেহেতু সোভিয়েট সংশোধনবাদী, সেহেতু সে তার সাথে ঐক্য চাইছে না; আর একটা বিশেষ ক্ষেত্রে ঐক্যের যে ভাল ফল আছে, তাও সে দেখতে পাচ্ছে না।

ফলে যেকথা বলছিলাম, আলোচনার মধ্য দিয়ে সোভিয়েটকে চীনের এটাও দেখানো দরকার ছিল যে, শোধনবাদী যে নীতির ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় এ জিনিস ঘটছে, তা যদি চলতে থাকে, তাহলে সেখানকার শাসকগোষ্ঠীর সাথে শেষপর্যন্ত একটা সমঝোতায় এলেও তার দ্বারা কি সুরাহা হবে? যেমন, নভোৎনি (Novotny) সোভিয়েট লাইনেরই সমর্থক ছিলেন, তিনিও শোধনবাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি পর্যন্ত নেতৃত্ব থেকে চলে গেলেন। বর্তমানে যাঁরা নেতৃত্বে আছেন, তাঁরাও সোভিয়েটের সমর্থক। কিন্তু তাঁরা নিজেরা শোধনবাদী বলে যে আরও উগ্র শোধনবাদীগোষ্ঠী তাঁদের ফেলে দেবে না এবং দেশকে আরও নিকৃষ্ট জায়গায় নিয়ে যাবে না — এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং এই ভয় সকলের, বিশেষ করে পূর্ব জার্মানির রয়েছে। কারণ, পূর্ব জার্মানির একটা জাতীয় অবমাননাবোধ (national humiliation) আছে — একটা বিশেষ ধরনের জার্মান জাত্যভিমান থেকে যা উদ্ভুত। সেটা কি সোভিয়েট নেতৃত্ব জানেন না? তাঁরা কি জানেন না, এত পুনর্গঠন, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এত শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও পশ্চিম জার্মানি ছেড়ে কোন লোক পূর্ব জার্মানিতে বসবাসের জন্য চলে আসে না! বরং পূর্ব জার্মানি ছেড়ে দলে দলে লোক পশ্চিম জার্মানিতে চলে যাচ্ছিল, যার জন্য পূর্ব বার্লিন আর পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে পূর্ব বার্লিনের দিক থেকে সীমানা তাঁরা বন্ধ করে দিয়েছেন।[৪] এর মানে কী? এর মানে হচ্ছে, পূর্ব জার্মানির জনসাধারণ এখনও জার্মান জাত্যভিমান থেকে মুক্ত নয়। তাদের মধ্যে উগ্র জাতীয় চেতনাবোধ (national jingoism) রয়েছে। আদর্শগত সংগ্রামের দুর্বলতার জন্য এ জিনিস সেখানে থেকে গিয়েছে। স্ট্যালিন আমলের শেষের দিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই দুর্বলতা কাটাবার একটা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে এই সংগ্রাম স্ট্যালিন শুরু করতে পারেননি। তবুও স্ট্যালিন যতটুকু শুরু করেছিলেন, তত্ত্বগত দিক থেকে সমস্ত ক্ষেত্রে তাকে বর্তমান সোভিয়েট নেতৃত্ব বিনষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে কি করে তাঁরা এই উগ্র জাতীয়তাবাদ দূর করবেন? সেই অস্ত্র কোথায়? একি তাঁদের কথা শুনে দূর হবে? ফলে, সে জিনিস আছেই এবং এইসব ঘটনা তার প্রমাণ।

### সোভিয়েট নেতৃত্বের আচরণ কমিউনিজমের মহত্ত্বকে মানুষের চোখে হেয় করছে

তাই চেকোশ্লোভাকিয়ায় এই জিনিস হলে পূর্ব জার্মানিকে রক্ষা করা পূর্ব জার্মানির নেতাদের পক্ষে হবে

মুশকিল। তার মানে, বার্লিনের একীকরণ, যেটা অন্য রাস্তায় তাঁরা করতে চেয়েছেন, সেটা আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের পথেই ঘটাবার চেষ্টা হবে এবং তখন সোভিয়েটকে আবার মিলিটারি পাঠিয়ে সেটা দমন করতে হবে। পোল্যাণ্ডেও সেরকম ঘটনা ঘটে যাবে। রুমানিয়ায় ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবে পূর্ব জার্মানি এবং পোল্যাণ্ড সোভিয়েটের ওপর চাপ দিচ্ছে যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় এ জিনিস অঙ্কুরেই শেষ কর। কিন্তু এতেই কি শেষ হবে? চীনের বিশ্লেষণ এরকমই হওয়া দরকার ছিল। হয় সে কিছু না বলতে পারে; আর যদি বলতে হয়, তাহলে ব্যাখ্যা করে বিশদভাবে প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সব বলতে হবে। সোভিয়েট এই যে হস্তক্ষেপ করল, তার নেতিবাচক দিকগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে বলতে হবে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রতিবিপ্লবকে বাড়তে দিওনা। এখানে বাড়লে অন্যান্য সব পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও, সোভিয়েট প্রভাবাধীন এলাকাগুলোতেও, এরকম ঘটনা ঘটবে। কারণ যে উদারনৈতিকতাবাদের রাস্তা তাঁরা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সেটা প্রতিনিয়ত উদারনৈতিক শক্তির জন্ম দিচ্ছে এবং তার দরজা খুলে দিচ্ছে, যার ওপর — আদর্শগত কেন্দ্রিকতা না থাকার জন্য এবং এতদিন পর্যন্ত যে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনকে পরিচালনা করেছে সেই অস্ত্রটিকে বিনষ্ট করে দেবার জন্য — সোভিয়েটের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, বা তাকে রুখবার ক্ষমতা তার নেই। বাস্তবে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ কথাটা আজ সাধারণভাবে ব্যবহৃত শুধু একটা কথার কথায় পর্যবসিত হয়ে পড়ছে। এ সম্পর্কে কোন আবেগ, বা কোন গভীর উপলব্ধিই প্রতিফলিত হচ্ছে না। ফলে এই অবস্থায় মিলিটারি হস্তক্ষেপের দ্বারা কি সোভিয়েট এ জিনিস নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে? আজ যাকে তাঁরা দমন করছেন, কাল আবার সে জিনিস আসতে পারে। অথচ, উল্টো দিক থেকে এর ফলটা কি হচ্ছে? এই দমননীতি অন্যদিক থেকে ভয়কে ভিত্তি করে, অবমাননাকে ভিত্তি করে, সোভিয়েট শাসন এবং সাধারণভাবে সাম্যবাদ সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে তুলছে। এর দ্বারা কমিউনিজমের মহত্ত্বকে মানুষের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করতে সে সাহায্য করছে।

তাহলে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে সোভিয়েট বিপ্লবকে তারা রক্ষা করতে পারবে না। এমনকি, সোভিয়েট তার প্রভাবাধীন এলাকাগুলোও শুধু মিলিটারি হস্তক্ষেপ করেই রক্ষা করতে পারে না। আর মিলিটারি হস্তক্ষেপ ঘটিয়েই যদি সোভিয়েটের প্রভাব ক্রমাগত রক্ষা করতে হয়, তাহলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে তারা কোথায় নামিয়ে নিয়ে আসছে? সেক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে সোভিয়েটের পার্থক্য কোথায় থাকছে? এ জিনিস কি তাঁরা বুঝতে পারছেন না? ফলে, এগুলো সবই আনুষঙ্গিক খারাপ জিনিস হিসাবে আসছে। অথচ এগুলি কি অবশ্যম্ভাবীরূপে আসার কথা? না, এগুলি এসেছে সোভিয়েট নেতৃত্বের এই বিচ্যুতিগুলি থেকে। এইভাবে বিশ্লেষণ করে এক দুই তিন চার করে দেখিয়ে দিতে হবে। দেখিয়ে, এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলতে হবে। তাহলে সোভিয়েট নেতৃত্ব শুধুমাত্র বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য যেসব কথা বলছেন, তার ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। এমনকি আজ কিছু কিছু কমিউনিস্ট যদি সোভিয়েটের কথায় ভুলও বোঝে, বিশ্বাসও করে যে, সোভিয়েট বিপ্লব রক্ষা করার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ায় গেছে, কালই তাদের কাছে এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এসব ঠিক নয়। যেমন ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েটের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছে। তারা তো চীনের মিত্র নয়, তারা সোভিয়েটের মিত্র। তারা শোধনবাদী, চীনবিরোধী। তাহলে সোভিয়েট কি বুঝতে পারছে না, কি পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করছে? এ জিনিস কি হঠাৎ করে আকাশ থেকে এল? কমিউনিস্ট আন্দোলনের জয়যাত্রার একটা উন্নততর এইরকম অবস্থায় — যে সময় যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ প্রায় কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একেবারে একটানা শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজয় সূচিত হচ্ছিল, বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে তার আবির্ভাব ঘটেছিল — সেই সময়ে এরকম একটা কাণ্ড ঘটে গেল। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই শক্তি পুঁজিবাদ জোগাড় করল কোত্থেকে? সোভিয়েট নেতৃত্ব তো একথা মনে করেন না যে, পুঁজিবাদ কমিউনিজমের থেকেও প্রগতিশীল? যদি মনে করেন, তাহলে পরিষ্কার করে সেই কথাটা তাঁরা বলুন। দুনিয়ার মানুষ শুনে নিক। তাহলে তাঁদের কথা বোঝা যায়। না, তাঁরা তা নিশ্চয় মনে করেন না। তাহলে তাঁদের শোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ থেকেই এটা আসছে। সমালোচনার সময় আঘাত করার লোভ দমন করে বর্তমান পরিস্থিতিতে চীনের পার্টির নেতৃত্বের এইভাবে বলা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন।

এতবড় একটা সুযোগ, যে সুযোগে সোভিয়েটের জনগণের মধ্যে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করিয়ে দেবার অবকাশ ছিল বলে আমি মনে করি; দুনিয়ার অনেক 'সিরিয়াস' কমিউনিস্টদের মধ্যে আজও সোভিয়েটের

প্রতি মোহ আছে, তাঁদের মধ্যে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করিয়ে দেবার সুযোগ ছিল, সেখানে চীনের পার্টি বলে দিল, চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েটের হস্তক্ষেপটা একেবারে হিটলারের আক্রমণের মত। এইভাবে বলার সাথে সাথে সাধারণ বুদ্ধি থেকে মানুষ মনে করে — এটা অত্যন্ত বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে — এগুলো নেহাতই গালাগালি। ফলে, যে মানুষগুলোকে বোঝানো যেত, বোঝালে তারা বিষয়টা ধরতে পারত এবং তার ফলে সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে হয়তো পরিবর্তন করা সম্ভব হত, সেই প্রক্রিয়াটা মার খেল। এর দ্বারা সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে পরিবর্তন করতে না পারলেও ক্ষতি ছিল না। কারণ, এই সংগ্রামটা হত দ্বিমুখী। হয় এর দ্বারা নেতৃত্ব নিজেদের সংশোধন করে বিপ্লবের রাস্তায় ফিরে আসত, না হলে ভিতর থেকে রাশিয়ার জনগণ এবং কমিউনিস্টদের দ্বারা শোধনবাদী নেতৃত্বকে অপসারিত করা সম্ভব হত। যেমন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় যাঁরা বর্তমানে ক্ষমতাসীন, তাঁরা আগের শাসকগোষ্ঠীকে তুলে ফেলে দিলেন। প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে জড়ো করে তাঁরা আগের শাসকগোষ্ঠীকে তুলে ফেলে দিলেন। কারণ, আগের শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতিটা প্রতিবিপ্লব গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক ছিল। যদি আমরা বিপ্লবী রাজনীতিটা দিতে পারি, তাহলে সেই বিপ্লবী রাজনীতি শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শক্তিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং তাঁরা একদিন পার্টি থেকে শোধনবাদী নেতৃত্বকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবেন। এ জিনিস ঘটতে পারে এবং এই প্রক্রিয়াতেই আমাদের কাজ করার কথা। তাই 'পজিটিভ' থেকে শুরু করার কথা, যে 'পজিটিভ'টা তাদের সম্পর্কে নানা ঘটনা থেকে আমার মনে হয়েছে বলে আমি বলেছি। অথচ, চীন যেগুলো দেখাচ্ছে, সেগুলো শুধু 'নেগেটিভ' দিক এবং সেগুলোকে ভিত্তি করে আরও কত তাদের গালাগালি করা যায়, চীনের পার্টি তাই করছে। এটা অত্যন্ত খারাপ এবং বিপজ্জনক ঝোঁক, যেটা অত্যন্ত আশঙ্কার সাথে আমরা লক্ষ্য করছি। কারণ, বিশ্ব পরিস্থিতিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং বিপ্লবের পক্ষে তাকে 'প্যাটার্ন' করার যে ক্ষমতা চীনের পার্টির রয়েছে, আমাদের তা লক্ষাংশের একাংশও নেই। অথচ, এতবড় একটা পার্টি — বিষয়টিকে সঠিকভাবে না ধরতে পারা, অথবা অত্যুৎসাহ, অথবা একপেশে ঝোঁক, বা আবেগের শিকার হওয়ার জন্য, যান্ত্রিক এবং খানিকটা ভুল 'এ্যাপ্রোচে'র জন্য এই বিষয়গুলি ধরতে পারছে না।

তাছাড়া, বিচারের সময় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও আমাদের মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, চেকোশ্লোভাকিয়া যে ঝোঁক প্রতিফলিত করছিল, তা ছিল মারাত্মক প্রতিবিপ্লবী ঝোঁক। অন্যদিকে, সোভিয়েট সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ হচ্ছে, সোভিয়েট নেতৃত্ব শোধনবাদী হওয়া সত্ত্বেও এখনও সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা মূলত সমাজতান্ত্রিক এবং সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি মূল বৈশিষ্ট্যে কমিউনিস্ট পার্টি — এর নেতৃত্ব শোধনবাদীদের হাতে রয়েছে।* এই বিশ্লেষণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমি মনে করি, যদি প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি এবং যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত হওয়ার জায়গায় গিয়ে থেকে থাকে, তার থেকে শোধনবাদীদের সঙ্গে থাকাও আপেক্ষিক অর্থে ভাল — সেই অর্থে সোভিয়েটের হস্তক্ষেপকে এত খারাপ বলা যায় না এবং সেটাকে আইনগত দিক থেকে সমর্থন করা যায় এবং সেটুকু করা আমার মনে হয় উচিত। কিন্তু তার পিছনে নৈতিক সমর্থন নেই। সাচ্চা কমিউনিস্টদের নৈতিক সমর্থন যদি পেতে হয়, তাহলে সোভিয়েট ইউনিয়নকে তার শোধনবাদী রাস্তা থেকে ফিরতে হবে। এটা না হলে নীতিগত দিক থেকে এর কোন যৌক্তিকতা নেই — এটা নিকৃষ্ট ধরনের হস্তক্ষেপ। যে পরিস্থিতি সোভিয়েট নিজে সৃষ্টি করেছে, সেই পরিস্থিতিকেই আবার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সে হস্তক্ষেপ ঘটিয়েছে। এ জিনিসের কোন নীতিগত যৌক্তিকতা থাকে না। সুতরাং, এই সংগ্রামের চরিত্রটা বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মধ্যে সংগ্রামের চরিত্র নয়। এই সংগ্রাম হচ্ছে, আসলে দুই সংশোধনবাদী শক্তির মধ্যে সংগ্রাম — যে দু'টি শক্তিই কতগুলো অন্য সুবিধার (exigency) জন্য প্রতিবিপ্লবী শক্তির দরজা খুলে দিচ্ছে।

### সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে

কিন্তু আমাদের কোন কারণেই বুর্জোয়াদের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা বলা উচিত নয়। কারণ, এখানে আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে। লক্ষ্য করুন, এতবড় একটা কাণ্ড ঘটল। হাঙ্গেরির সময়েও যে হল্লাগুল্লা-চিৎকার, এমনকি পাল্টা হস্তক্ষেপের কথা পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরা ভেবেছে, এবারে তারা তা ভাবেনি। এবারে জনসন অনেক বড় বড় কথা বলে রাজনৈতিক মুনাফা নিতে চেয়েছে। কিন্তু শুরু থেকেই ইস্যুটিকে রাষ্ট্রসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে নিয়ে এসেছে এটা জেনেই যে, ওখানে ওটা আলোচনা হবে না। তাদের মধ্যে এ ভাবনা

কাজ করেছে যে, এর থেকে বেশি কিছু করা উচিত হবে না। বেশি কিছু করতে গেলেই একটা বাড়াবাড়ি হবে। তাহলে হয়তো সোভিয়েট শেষপর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে চীনের দিকেই দাঁড়াবে, যথার্থ বিপ্লবী লাইনে ফিরে যাবে, কারণ সোভিয়েট রাষ্ট্র আজও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তারা জানে, আসলে সোভিয়েট যে লাইন নিয়ে চলছে, তারই ফলে তো এসব জিনিস হচ্ছে। সে এখনও মূলত সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণের নীতির গণ্ডির মধ্যেই অবস্থান করছে এবং তার এই থাকাটাই সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে সব থেকে বেশি প্রয়োজন। ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রচারের মধ্য দিয়ে শুধু এই সুযোগটুকু নেওয়া যে, এইটাকে উপলক্ষ্য করে কমিউনিজমকে আরও কতটা হেয় করে দেওয়া যায়, চাপ দিয়ে উদারনীতিবাদের চর্চা আরও কত বাড়ানো যায় এবং উদারনৈতিকতাবাদের প্রভাব বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে আরও কতটা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এর বেশি কিছু নয়। এ থেকেও বোঝা যায় যে, চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েটের হস্তক্ষেপ যদি মূলত বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্যই হত, তাহলে আমেরিকারও মনোভাব এত নরম হতনা।

আমি মনে করি, চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা সোভিয়েটকে এ জিনিস ভাবাতেও পারে যে, এইভাবে একটার পর একটা দেশে কেন এ ধরনের লক্ষণ প্রতিফলিত হচ্ছে? এটা তো এরকম নয় যে, চেকোশ্লোভাকিয়াতেই শুধু এ জিনিস ঘটল। এর আগে রুমানিয়াতে এ জিনিস হয়েছে। পোল্যাণ্ডে একটা ঘটনা ঘটে গেল। পূর্ব জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাওয়ার প্রবণতা প্রমাণ করছে, বাইরে যাই হোক, জনসাধারণের মধ্যে এইসব দেশগুলির শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কী পরিমাণ অসন্তোষ বাড়ছে। সোভিয়েটের নেতৃত্বের এসব বোঝা উচিত এবং বিষয়টাকে উপলব্ধি করা উচিত। ফলে, নতুন করে তাঁদের চিন্তাভাবনা করার সম্ভাবনা আছে। এর আগেও আমি লক্ষ্য করেছি যে, ঘা না খেলে এঁরা চিন্তা করেন না। তাঁদের ফেরবার প্রক্রিয়াটাকে সাহায্য করার জন্যই আমাদের অন্যভাবে সমালোচনা করা দরকার। তাঁদের সংশোধনবাদী চরিত্রও যেমন দেখানো দরকার, চেকোশ্লোভাকিয়ায় হস্তক্ষেপের ব্যাপারে সেখানকার বিপ্লবকে রক্ষা করার যে ভান তাঁরা করছেন, তার সমালোচনাও করা দরকার। আবার পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমালোচনা করছে, তার সাথে আমাদের সমালোচনার যে পার্থক্য আছে তাও বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির সমালোচনার সঙ্গে আমাদের সমালোচনার কোন সম্বন্ধ নেই। তারা আসলে প্রতিবিপ্লবীদের সমর্থনে কথা বলছে, কমিউনিজমকে কালিমালিপ্ত করার জন্য কথা বলছে। তাদের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। তারা চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েটের হস্তক্ষেপের নিন্দা করছে। অথচ, চেকোশ্লোভাকিয়াতে কি ঘটছে? সেখানে যারা গণ্ডগোল করছিল, সোভিয়েট তাদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসার চেষ্টা করছে। আর, চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েটের এতবড় হস্তক্ষেপে ক্ষতি কতটুকু? সাম্রাজ্যবাদীরা এ ব্যাপারে হাজার প্রোপাগাণ্ডা করেও কিছু করতে পারেনি। মিথ্যাও বানাবার সুযোগ তাদের নেই। হ্যাঁ, চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েট মিলিটারি হস্তক্ষেপ করেছে, কিন্তু যতখানি কম ক্ষতি করে করা যায়, তার চেষ্টা হয়েছে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সংযমের পরিচয় সোভিয়েট দিয়েছে। আর, সাম্রাজ্যবাদীরা কি করছে? তারা নিজেদের দেশে নৃশংসভাবে জনগণের আন্দোলন দমন করছে, অন্য দেশে একটার পর একটা হস্তক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা ভিয়েতনামে বীভৎস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে — যা কোন মানবতাবাদী আচরণবিধি দূরে থাকুক, কোন আচরণবিধির মধ্যেই পড়েনা। গোটা দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে সংঘটিত সমস্ত অপরাধমূলক কার্যকলাপকেও সেখানে তারা ছাড়িয়ে গেছে। তাহলে সাম্রাজ্যবাদীদের সোভিয়েট হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এত চিৎকার করার কী আছে, যখন তারা নিজেরাই দুনিয়াজোড়া আরও জঘন্য জিনিস একটার পর একটা করে চলেছে। ফলে, চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েট হস্তক্ষেপের সমালোচনা করার কোন অধিকার সাম্রাজ্যবাদীদের নেই। আবার সাম্রাজ্যবাদীরা যেহেতু অন্য দেশে হস্তক্ষেপ করছে, তার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়াতে সোভিয়েট হস্তক্ষেপটা ঠিক হয়েছে — একথা আমরা বলছি না। আমরা মনে করি, চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট হস্তক্ষেপ করে অন্যায় করছে। কিন্তু অন্যায়টা তাকে করতে হয়েছে, আর একটা ভুলের ক্ষতিকে সামলাতে গিয়ে এবং এইভাবে তাকে একটার পর একটা ভুল করেই যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেকে শোধনবাদ থেকে মুক্ত করতে পারে এবং বিপ্লবের দিকে মুখ ফেরাতে পারে। সুতরাং একজন সত্যিকারের কমিউনিস্ট যতক্ষণ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পুরোপুরি না আসছে যে, তাদের আর ফেরবার সম্ভাবনা নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপকে হয় পুরোপুরি সমর্থন করা, না হয় প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তাদের শুধু গালাগালি করা — এসব না করে চেষ্টা করবে, যাতে তারা ফিরে আসতে পারে। চেকোশ্লোভাকিয়ায়

সোভিয়েটের হস্তক্ষেপের ঘটনাটিকে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি এবং এইভাবে বিষয়টাকে অ্যাপ্রোচ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

১ ''If all mankind minus one were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind'' – John Stuart Mill

২ পরবর্তীকালে এই পার্টিটিকে (সি পি আই) তিনি পুরোপুরি জাতীয় কমিউনিস্ট বলে অভিহিত করেন।

৩ তখনও চীনের পার্টি ও নেতৃত্ব সংশোধনবাদীদের করায়ত্ত হয়নি।

৪ পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যকার পূর্বতন বার্লিন প্রাচীর ১৯৬০ সালে ক্রুশ্চেভ আমলে নির্মাণ করা হয়েছিল।

প্রথম প্রকাশ ঃ
১ অক্টোবর, ১৯৮৬, বাংলা পুস্তিকায়
১৫ নভেম্বর, ১৯৮৬, 'প্রলেটারিয়ান এরা'তে নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যায়
২৬ আগস্ট, ১৯৬৮, ভাষণটি প্রদত্ত হয়।